উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,১৮৪.১৭ (-৫৪২.৪৭)
নিফটি : ২৫,০৬২.১০ (-১৫৭.৮০)

দেশের সেরা নিলুফা
কাটোয়ার মেয়ের ভারত জয়। ২১ জুলাই ইউজিসি নেটের ফল প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে সর্বভারতীয় স্তরে বাংলায় ১০০ পার্সেন্টাইল নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন নিলুফা ইয়াসমিন। ৫

এসআইআর নিয়ে তর্জা
বিহারে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর নিয়ে উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। যেভাবে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়ছে তাতে ক্ষুব্ধ ইন্ডিয়া জোট। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৫° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন

বাংলা সিরিয়াল নিয়ে বিরক্ত মমতা ৫

৮ শ্রাবণ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 25 July 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 68

ভাষা-যন্ত্রণা

“আমি নিজেই আতঙ্কিত। আপনারা কী প্রমাণ করতে চাইছেন? এসব ভয়ংকর সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাস বন্ধ হবে কি হবে না? বাংলা কিন্তু এই অত্যাচার সহ্য করবে না।
-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাম্পে নির্যাতন, বাংলাদেশে পুশব্যাক

নিউজ ব্যুরো

২৪ জুলাই : ডিটেনশন ক্যাম্প এখন হরিয়ানাতেও। ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকলে তাঁদের আটকে রাখতে ডিটেনশন ক্যাম্প করেছিল অসম সরকার। হরিয়ানাতেও বাংলাদেশি সন্দেহ হলে আটকে রাখার জন্য তৈরি হয়েছে ডিটেনশন ক্যাম্প। অসমের ক্যাম্পে চূড়ান্ত অব্যবস্থার ছবি সামনে এসেছিল। হরিয়ানার ক্যাম্পে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্মম অত্যাচারের অভিযোগ উঠল। এমনকি, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগও সামনে আসছে।

এই হেনস্তায় প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরবঙ্গ থেকে হরিয়ানায় যাওয়া শ্রমিকদের। বেশিরভাগ মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা হেনস্তার শিকার। শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নয়, হিন্দুদের আটকে রাখার অভিযোগও আছে। বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হচ্ছে। দু'মাস জেল খাটার পর মঙ্গলবার বিএসএফের সাহায্য নিয়ে রাজস্থান পুলিশ মালদার কালিয়াচকের জামালপুরের বাসিন্দা আমির শেখকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে বলে অভিযোগ।

হরিয়ানার একটি ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের সাত শ্রমিককে অত্যাচার করা হয়েছে বলে তাঁদের পরিবারের অভিয়োগ। ওই সাতজন রাঙ্গাইপুর ঠাকুরটোলা এলাকার আজমল হোসেন, লোকমান আলি, উসমান আলি, মণিরুল ইসলাম, সাদিকুল ইসলাম, পসেন দাস ও অভিজিৎ দাসের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের বৈধ নথি থাকলেও বুধবার তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পরিস্থিতি বুঝে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার গর্জে উঠেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'ভাষা সন্ত্রাস বন্ধ হবে কি হবে না? এই অত্যাচার বাংলা সহ্য করবে না।' মমতা বলেন, 'আমি নিজেই আতঙ্কিত। আপনারা কী প্রমাণ করতে চাইছেন? এসব ভয়ংকর সন্ত্রাস।' তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী বৃহস্পতিবার সমস্ত দলের শাখা সংগঠনের সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করে জোরালো আন্দোলনের নির্দেশ দেন।

হরিয়ানার ক্যাম্পে আটক শ্রমিকদের পরিবারের অভিযোগ, অত্যাচার তো চলছেই, খাবারও দেওয়া হচ্ছে না। ওই শ্রমিকদের পরিবার এজন্য বৃহস্পতিবার রাঙ্গাইপুর ঠাকুরটোলায় বিক্ষোভ দেখায়। তাতে শামিল হন এলাকার লোকজন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে মন্ত্রী তজমূল হোসেন পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিলেও ক্ষোভ-কান্না-আতঙ্ক দূর হচ্ছে না।

আটক এক শ্রমিকের মা সবিতা দাস বলেন, 'আমার ছেলেকে বেধড়ক মারধর করছে। খেতে পর্যন্ত দেয়নি।' একই আশঙ্কা আরমানি বিবি ও অন্য অভিভাবকদের। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের ১১ জন শ্রমিকও আটক হরিয়ানায়। ভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের টুঙ্গিলবিলপাড়ার সুনীল বর্মনকে বৃহস্পতিবার সকালে আটক করা হয়েছে।

সুনীলের স্ত্রী তৃণা বলছেন, 'সকালে ফোন করে স্বামী জানিয়েছেন পানিপত থানার পুলিশ আটক করেছে।' এরপর দশের পাতায়

হরিশ্চন্দ্রপুরে বিক্ষোভ নিগৃহীত শ্রমিকদের পরিবারের।

বাঙালি ডাক্তাররা প্রিয়, ঝামেলায় শুধু শ্রমিকরা

বিশ্বজিৎ মান্না

গুরুগ্রাম (হরিয়ানা), ২৪ জুলাই : অদ্ভুত বৈপরীত্য। একদিকে বাঙালিদের নিরাপদে বসবাসের ছবি। অন্যদিকে, বাঙালি বলে হেনস্তার বাস্তব। দুই-ই চোখে পড়ছে হরিয়ানায়। গুরুগ্রামের কথাই ধরা যাক। চিকিৎসকের পেশায় প্রচুর বাঙালি। এই যেমন, মূল গুরুগ্রাম শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে বাসাই গ্রামে নদিয়ার রোহিত সরকারের চেম্বার। ১৫ বছরেরও বেশি যাঁর হরিয়ানায় বসবাস। তাঁর কথায়, যাঁর সঠিক পরিচয়পত্র আছে, তাঁর কোনও সমস্যা নেই।

সামগ্রিকভাবে হরিয়ানায় বাঙালি বিদ্বেষের অভিযোগের সঙ্গে তিনি একমত নন। রোহিত বলেন, 'হরিয়ানায় বাঙালিদের ওপর দিদি যে অত্যাচারের কথা বলছেন, বাঙালিদের খেদানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলছেন- সেসব বাজে কথা। যাঁদের সঠিক পরিচয়পত্র আছে, তাঁদের কোনও সমস্যা নেই।' অথচ হয়রানি যে হচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি সন্দেহ করা হচ্ছে। সম্প্রতি শহরের শ্রমিক মহল্লা থেকে পুলিশ কয়েকজন বাঙালিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁদের অনেকে সেক্টর ১০এ, বাদশাপুর, মানেসর এলাকায় বহুদিন ধরে বসবাস করেন।

হয়রানি, নিগ্রহ এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, ভয় ছড়িয়ে পড়েছে বাংলা থেকে আসা শ্রমিকদের মনে। কেউ কেউ তল্পিতল্পা গুটিয়ে পাকাপাকিভাবে গুরুগ্রাম ছাড়ার কথা ভাবছেন। যাঁদের আটক করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। কেউ ড্রাইভার, কেউ সাফাইওয়ালা, কেউ আবার বাড়ি বাড়ি রান্না করেন। অভিযোগ, এখন তাঁদের বাড়িভাড়া দিতে চাইছেন না স্থানীয়রা।

যেখানে এমন বাঙালি হেনস্তার ছবি, সেখানে রোহিতের দাবি, হরিয়ানার লোকজন বাঙালি ডাক্তারদের একটু বেশিই ভরসা করেন। গুরুগ্রাম শহরের অলিগলিতে তাঁর কথার সমর্থন মিলবে। চোখে পড়বে বেশ কয়েকজন ডাক্তারের চেম্বারের বোর্ডে লেখা 'বাঙালি ক্লিনিক'। হিন্দি এবং ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাতেও লেখা থাকে চিকিৎসকের নাম। বুঝতে অসুবিধা না হয়, এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

ভুল উদ্ধৃতি আর ঔদ্ধত্যের মাঝে বেঁচে থাক বাঙালি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

তিনি লিখে গিয়েছেন, 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান।' উনি বলে দিলেন, 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা অভিধান'।

তিনি লিখে গিয়েছেন. 'বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান'। উনি বলে দিলেন, 'বিবিধের মাঝে দেখো মদ অন'।

কলকাতা থেকে সরে একটু নয়াদিল্লি ঘুরে আসি চলুন।

তিনি লিখে গিয়েছেন, 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু'। উনি বলে দিলেন, 'যারা তোমার নিভাইছে বালু।'

তিনি লিখে গিয়েছেন, 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।' উনি বলে দিলেন, 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব অবোধ...'।

একেবারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। কোনও মানে আছে? স্বর্গেও এঁরা স্বস্তিতে থাকতে দেবেন না অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদনকে। ইনি-উনি মানে রাজ্যের দুই প্রধান পার্টির অতি পরিচিত নেতা।

আমাদের কৈশোরে স্কুল পরীক্ষায় যে কোনও রচনায় অনেকে লিখতে শুরু করত, 'তাই তো কবি বলেছেন...'। অনেকে আবার কবির নাম লিখে নিজেরই উদ্ধৃতি দিয়ে দিত। শিক্ষক ধরতে না পারলে কুড়িতে অন্তত আঠেরো পাওয়া বাঁধা ছিল একেবারে।

এই সপ্তাহে ববি হাকিম এবং সুকান্ত মজুমদারের কবিতা আবৃত্তি শুনে সেই নির্মল স্কুল জীবনের কথা মনে পড়ে গেল। কলকাতার মেয়র উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চে। সামনে বহু লোক দেখে ঘাবড়ে যেতে পারেন। কিন্তু বুঝে পেলাম না, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর থতমত খাওয়ার কারণটা। তিনি তো কথা বলছিলেন সংসদের বাইরে, গোটা কয়েক সাংবাদিকের সামনে। অধ্যাপকরা নেতা হয়ে গেলে ভাষা পালটে যায়, কবিতার লাইনও ভুলবেন তা হলে?

এই রকম ভুল উদ্ধৃতি দেওয়া বা ভুলে যাওয়া এখন আমাদের জল খাওয়ার মতো সাধারণ ব্যাপার। মানুষ আর অবাক হয় না। অনেকে সেটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন একেবারে। শিল্প না রোগ? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী, সবাই এ লাইনে দুরন্ত এক্সপ্রেস।

বামপন্থী তরুণ নেতারাও ওই দুরন্ত এক্সপ্রেসের সওয়ারি হন। বছর দেড়েক আগে ব্রিগেডে সভা চলছে বামেদের। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা উদ্ধৃত করতে গিয়ে লাইন গুলিয়ে ফেললেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তারপর নিজেই বলেন, 'ভুলে গেছি।' ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা আবার সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'বোধন' কবিতা বলতে গিয়ে চির পরিচিত লাইন 'স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।' এরপর দশের পাতায়

ভাঙা পা। কাতরাচ্ছিলেন যন্ত্রণায়। তবু মাঠে নেমে মহাকাব্য লিখলেন ঋষভ পন্থ। ছক্কা হাঁকিয়ে, চার মেরে করলেন হাফ সেঞ্চুরি। বৃহস্পতিবার ম্যাঞ্চেস্টারে।

ছাত্রীদের যৌন হেনস্তা, গ্রেপ্তার শিক্ষক

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৪ জুলাই : উঁচু ক্লাসের ছাত্রীদের যৌন হেনস্তা করার অভিযোগে হাইস্কুলের এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করল শামুকতলা থানার পুলিশ। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের লোকনাথপুর হাইস্কুলে ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম ভাস্কর পাল। তিনি ভূগোলের শিক্ষক। তবে, ওই শিক্ষক তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ভাস্করের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে।

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানিয়েছেন, জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির দেওয়া একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উঠেছে। তা হল, এমন অভিযোগ ওঠার পরও সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। বরং স্কুলে কার্যত সালিশি বৈঠক ডেকে বিষয়টি মিটমাট করে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এব্যাপারে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষিতীশচন্দ্র দেবনাথের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

অভিযুক্ত শিক্ষক ভাস্কর কন্যাশ্রী প্রকল্পের কাজ দেখাশোনা করেন। অভিযোগ, কন্যাশ্রী সেলের কম্পিউটার রুমে ছাত্রীদের ডেকে নিয়ে অশালীন আচরণ করেন তিনি। এসব ঘটনা ঘটেছে দেড় মাস আগে। তারপর কয়েকজন ছাত্রী প্রথমে বিষয়টি দুজন শিক্ষককে জানায়। কিন্তু সেই দুজন নাকি ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেননি। কিছুদিন পর ওই ছাত্রীরা আবার অভিযোগ জানায় এক শিক্ষিকার কাছে। সেই শিক্ষিকা প্রধান শিক্ষককে গোটা ঘটনাটি জানান। এরপর দশের পাতায়

অভিযোগ
- কন্যাশ্রী সেলের কম্পিউটার রুমে ছাত্রীদের ডেকে অশালীন আচরণ
- ছাত্রীরা শিক্ষিকাকে বলে, তিনি জানান প্রধান শিক্ষককে
- প্রধান শিক্ষক আলোচনা করে বিষয়টি মিটমাট করে ফেলার চেষ্টা করেন
- কোনওভাবে খবর চলে যায় আলিপুরদুয়ার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে

এডিশন স্পেশাল

রাশিয়ায় বিমান ভেঙে মৃত ৪৯
নয়ের পাতায়

মাঝিধুরা যেন উত্তরের পহলগাম
চারের পাতায়

অবশ হাতে পদ্য লেখেন অমিত

সমীর দাস

কালচিনি, ২৪ জুলাই : ডান হাত অবশ। তবে আঙুলগুলো অল্প অল্প নাড়াতে পারেন। সেই নড়বড়ে আঙুলে পেন ধরলেই যেন ম্যাজিক! সাদা কাগজে সাদরি ভাষায় ফুটে ওঠে কবিতার লাইন। কালচিনি ব্লকের রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের সন্তান অমিত লোহরার হাতে কি তাহলে জাদু আছে?

কলেজে পড়ার সময় সিলেবাসে মাতৃভাষা না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। তখনই সাদরি ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করেন অমিত। এই মাতৃভাষাকে ভালোবেসেই কবিতার পথে হাঁটা শুরু। তাই তো অমিত লেখেন, 'বাংলা, হিন্দি, নেপালি গুলাব ফুল তইর খিলথে/ আঙ্গনা কর এক কোনা মে সাদরি হো আপন ঠাও খোঁজথে'। অর্থাৎ, বাংলা, হিন্দি, নেপালি গোলাপ ফুলের মতো ঘর ও সমাজের শোভা দেয়, এই রকম সাদরি ভাষাও নিজের বাড়ির উঠানে শোভা বৃদ্ধি করতে চায়।

যদিও আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক নয় তাঁর জীবন। ছোটবেলায় দুর্ঘটনায় তাঁর ডান হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই হাতেই বছর পঁয়ত্রিশের অমিত সাদরি ভাষায় লিখে চলেছেন একের পর কবিতা, লিখেছেন বেশ কিছু গল্পও।

ইতিমধ্যে পঞ্চাশটির ওপর কবিতা লিখেছেন অমিত। ১০টির ওপর গল্পও লেখা হয়ে গিয়েছে। তাঁর লেখা কবিতা স্থান পেয়েছে সাদরি ভাষার ম্যাগাজিন 'জোহার' পত্রিকার দুটি খণ্ডে। সাদরি ভাষার মানুষের কাছে ইতিমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছে অমিতের লেখা কবিতাগুচ্ছ। এছাড়াও ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় সাদরি ভাষার কবি সম্মেলনে নিজের লেখা কবিতা পাঠ করেন অমিত। এরপর দশের পাতায়

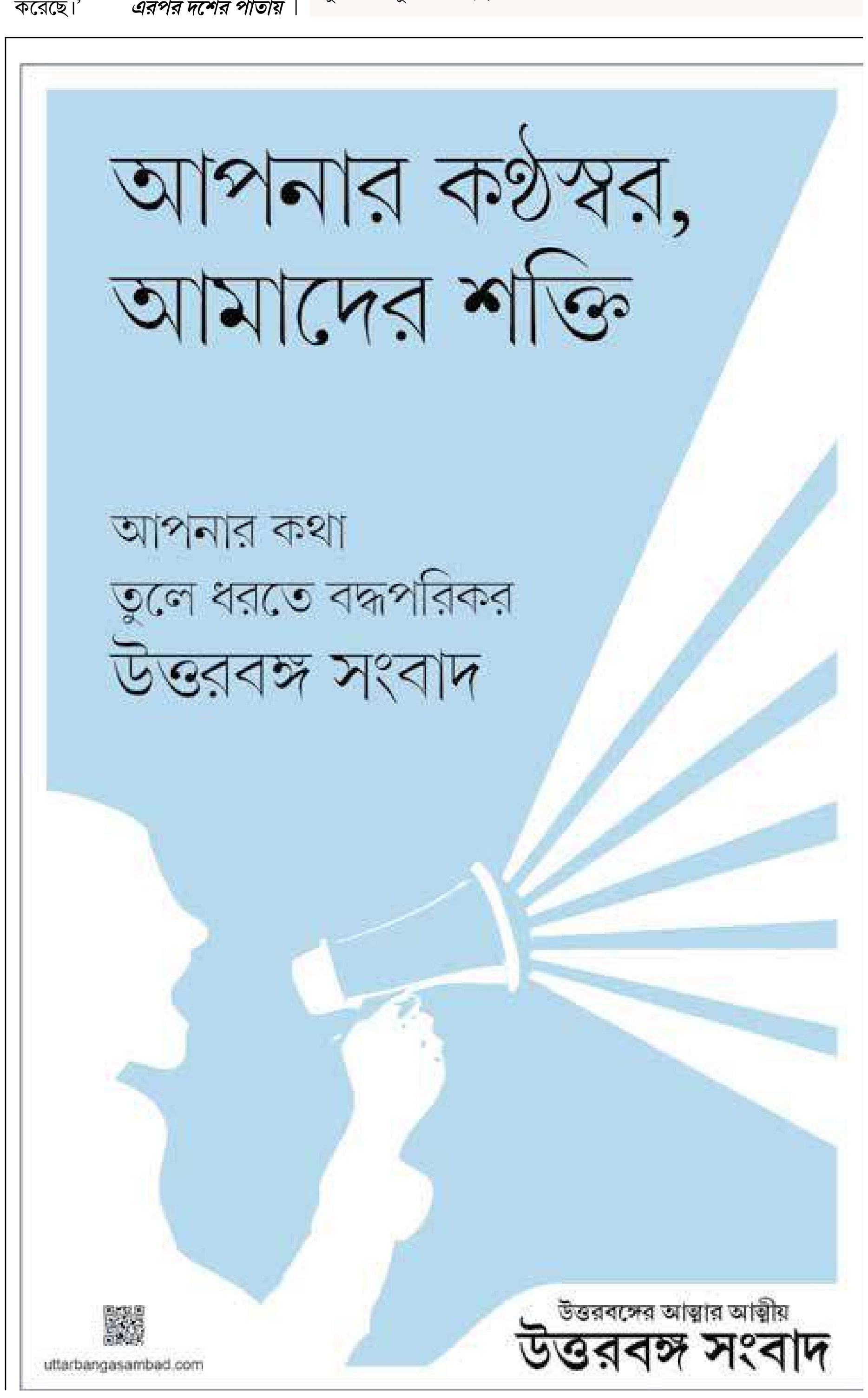

প্রবল গরমে অসুস্থ ৩ ছাত্রী

সমীর দাস

কালচিনি, ২৪ জুলাই : উত্তরবঙ্গজুড়ে এখন কার্যত চাতক পাখির দশা। বর্ষাকালে আকাশে কালো মেঘের দেখা নেই। উলটে ভরা গ্রীষ্মের ঝকঝকে রোদে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। রোদের তাপে একটু বেলা পড়তেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট। আর দুপুরের প্রচণ্ড গরমে ক্লাস করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার কালচিনি ব্লকের দুটি স্কুলের মোট ৩ জন পড়ুয়া গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ব সাতালি গ্রামের পুনমচাঁদ মিত্তাল মেমোরিয়াল হাইস্কুলের দুই পড়ুয়া ও উত্তর লতাবাড়ি হিন্দি হাইস্কুলের এক ছাত্রী অসুস্থ হওয়ার পর তাদের ৩ জনকেই লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়।

রোদ থেকে মাথা বাঁচাতে ভরসা ছাতা। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে।

তীব্র গরমের হাত থেকে পড়ুয়াদের রেহাই দিতে পুনমচাঁদ মিত্তাল মেমোরিয়াল হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষ এদিন পঞ্চম পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি ঘোষণা করে দেয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সমীরকুমার দেব বলেন, 'অসহ্য গরমে দূরদূরান্ত থেকে আসা পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। সেজন্য এদিন পঞ্চম পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্কুল পরিচালনা করা হবে।' তবে এখনই স্কুলে মর্নিং শিফট চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

এদিকে, ঘটনার পর অসুস্থ দুই ছাত্রীর অভিভাবকদের খবর দেওয়া হলে তাঁরা হাসপাতালে পৌঁছান। প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, ওই দুই পড়ুয়াকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার পর আপাতত এক সপ্তাহ বাড়িতে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অভিভাবকদের।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর অত্যধিক গরমে এখনও পর্যন্ত স্কুলের মোট ১১ জন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। পড়ুয়ারা যাতে অসুস্থ না হয়ে পড়ে সেজন্য ছাতা ও জল সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিন স্কুল চালুর কিছুক্ষণ বাদেই পূর্ব সাতালি গ্রামের বাসিন্দা দশম শ্রেণির প্রীতিকা ওরাওঁয়ের তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। এরপর দশের পাতায়

Travelixa
PRIVATE LIMITED
BRINGING THE WORLD CLOSER TO YOU
পকেট ফ্রেন্ডলি ট্যুর, অসাধারণ অভিজ্ঞতা!
আমরা আসছি শিলিগুড়ি
(কসমস মল)
২৭শে জুলাই, ২০২৫
সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
(স্পট বুকিং এ থাকবে আকর্ষণীয় উপহার)
IATA
Accredited Agency
প্রত্যেক ট্যুরের শেষ দিনে গালা ডিনার।
পুজো এবং শীতকালীন বুকিং চলছে।
সঠিক দাম ও গ্যারেন্টেড ডিপারচার
ARCTIC WONDERS ICELAND & LAPLAND
13 DAYS
আইস্‌ল্যান্ড • ফিনল্যান্ড • নরওয়ে • সুইডেন
বিশেষ আকর্ষণ
হেলা • রেইকিয়াভিক • হেলসিঙ্কি • রোভানিয়েমি • সারিসেলকা • অল্টা • হ্যামারফেস্ট • ট্রমসো • কিরুনা • গ্লাস ইগলুতে রাত্রিযাপন • সান্তা ক্লস-এর দেশের বাড়ি • ডগ স্লেডিং • ডবল-ডেকার সান্তা ক্লস এক্সপ্রেস- এ যাত্রা • আইস্ হোটেল পরিদর্শন • কির্কজুফেল • রানুয়া আর্টিক জু
সর্বত্র অরোরা বোরিয়ালিস দেখার সুযোগ
(ex-Delhi) FINNAIR
ভ্রমণের তারিখ : 16th NOVEMBER, 2025
5th MARCH, 2026
EUROPEAN HIGHLIGHTS
17 DAYS
ইংল্যান্ড • নেদারল্যান্ডস • বেলজিয়াম • ফ্রান্স • সুইজারল্যান্ড • জার্মানি • অস্ট্রিয়া • ইতালি • ভ্যাটিকান সিটি
বিশেষ আকর্ষণ
* লন্ডন • স্ট্র্যাটফোর্ড • অক্সফোর্ড • স্টেনাসাইন ক্রুজ • আমস্টারডাম • ব্রাসেলস্ • প্যারিস • ব্ল্যাক ফরেস্ট - লেক টিটিসি • মিউনিখ্ • ইনস্ ব্রুক • জুরিখ • লুসার্ন • ইন্টারলেকেন • এঙ্গেলবার্গ • মাউন্ট জুংফ্রাউ • মাউন্ট টিটলিস • রাইন ফলস্ • ফ্লোরেন্স • পিসা • ভেনিস • রোম • সেন্ট পিটারস্ ব্যাসিলিকা
সুইজারল্যান্ডে 3 রাত্রিযাপন
Rs. 3,77,000/-* + Taxes
(সীমিত আসন)
ETIHAD AIRWAYS
ভ্রমণের তারিখ : 29th SEPTEMBER, 2025
BEST OF EUROPE
10 DAYS
5 SEATS LEFT
ফ্রান্স • সুইজারল্যান্ড • জার্মানি • অস্ট্রিয়া • ইতালি • ভ্যাটিকান সিটি
বিশেষ আকর্ষণ
প্যারিস • জুরিখ • লুসার্ন • এঙ্গেলবার্গ • ইন্টারলেকেন • মাউন্ট জুংফ্রাউ • মাউন্ট টিটলিস • রাইন ফলস্ • মিউনিখ্ • ইনস্ ব্রুক • পিসা • ভেনিস • রোম • সেন্ট পিটারস্ ব্যাসিলিকা
সুইজারল্যান্ডে 3 রাত্রিযাপন
QATAR AIRWAYS
ভ্রমণের তারিখ : 2nd OCTOBER, 2025
ASTONISHING NORTHERN LIGHTS
9 DAYS
ফিনল্যান্ড • নরওয়ে • সুইডেন
বিশেষ আকর্ষণ
হেলসিঙ্কি • রোভানিয়েমি • সারিসেলকা • অল্টা • হ্যামারফেস্ট • ট্রমসো • কিরুনা • গ্লাস ইগলুতে রাত্রিযাপন • সান্তা ক্লস-এর দেশের বাড়ি • ডগ স্লেডিং • পৃথিবীর সবচেয়ে শেষ শহর হ্যামারফেস্ট পরিদর্শন • ডবল-ডেকার সান্তা ক্লস এক্সপ্রেস- এ যাত্রা • আইস্ হোটেল পরিদর্শন • রানুয়া আর্টিক জু
সর্বত্র অরোরা বোরিয়ালিস দেখার সুযোগ
Rs. 2,99,000/-* + Taxes
(সীমিত আসন)
(ex-Delhi) FINNAIR
ভ্রমণের তারিখ : 20th NOVEMBER, 2025 / 9th MARCH, 2026
ADVENTUROUS AMERICA
13 DAYS
ওয়াশিংটন • বাফেলো • নিউ ইয়র্ক • সান ফ্রান্সিসকো • ফ্রেসনো • লাস ভেগাস • লস অ্যাঞ্জেলেস
বিশেষ আকর্ষণ
• সান ফ্রান্সিসকোতে গোল্ডেন গেট ব্রিজ এবং ফিশারম্যানস ওয়ার্ফ • ইউনিভার্সাল স্টুডিও • বেলাজিও মিউজিক্যাল ফাউন্টেন শো এবং লাস ভেগাসে আলোকিত ফ্রেমন্ট স্ট্রিট ওয়াক • গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন স্কাইওয়াক • স্ট্যাচু অফ লিবার্টি • এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের ৮৬তম তলা • নায়াগ্রা জলপ্রপাতে নৌকা ভ্রমণ
ক্যালিফোর্নিয়ার ইয়োসেমাইট জাতীয় উদ্যানে ভ্রমণ
Emirates
ভ্রমণের তারিখ : 5th OCTOBER, 2025
SOUTH AFRICAN WONDERS
11 DAYS
জোহানেসবার্গ • প্রিটোরিয়া • ক্রুগার • নাইস্না • আউটশোর্ন • মোসাল বে • কেপটাউন
বিশেষ আকর্ষণ
* ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক- এ সারাদিন গেম ড্রাইভ, সাথে ২ রাত্রিযাপন • ডিনার সহ লেক জর্জ- এ সানসেট লণ্ডন ক্রুজ • ক্যাঙ্গো কেভস্ • অস্ট্রিচ ফার্ম • ওয়াইল্ডলাইফ রাঞ্চ • ভিক্টোরিয়া এবং আলফ্রেড ওয়াটার ফ্রন্ট • টেবিল মাউন্টেন ট্যুর • ফানিকুলার রাইডসহ কেপ পয়েন্ট ট্যুর • সিল কলোনি • পেঙ্গুইন (বোল্ডারস) বিচ • কেপ্ অফ গুড হোপ
ভ্রমণের তারিখ : 4th OCTOBER, 2025
MYSTERIES OF EGYPT
11 DAYS
6 SEATS LEFT IN OCTOBER
কায়রো • আলেক্‌জান্দ্রিয়া • আসওয়ান • লুক্সর • কার্নাক • কম অম্বো • এডফু • আবু সিম্বল • হুরগাদা
বিশেষ আকর্ষণ
লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো • সাক্কারা • বিলাসবহুল 5 তারা নাইল ক্রুজে 3 রাত্রিযাপন • ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম • তুতেনখামেনের সমাধি • অ্যালাবাস্টার মস্ক • আলেক্‌জান্দ্রিয়া লাইব্রেরি • ক্যাটাকম্বস • পম্পেইস পিলার • 2 রাতের জন্য হুরগাদাতে 5 তারা হোটেলে রাত্রিযাপন
(সীমিত আসন)
Emirates
ভ্রমণের তারিখ : 18th OCTOBER, 2025
24th DECEMBER, 2025
18th FEBRUARY, 2026
JAPAN GOLDEN ROUTE
10 DAYS
বিশেষ আকর্ষণ
টোকিও - আসাকুসা মন্দির, মাউন্ট ফুজি - আশি ক্রুজ
হিরোশিমা - ইতসুকুশিমা মন্দির, পারমাণবিক বোমা গম্বুজ, কিয়োটো - কিনকাকুজি মন্দির, ওসাকা - ওসাকা দুর্গ নারা - নারা পার্ক, চেরি ব্লোসম ফেস্টিভ্যাল
শিনকানসেন বুলেট ট্রেনে টোকিও থেকে কিয়োটো যাত্রা
SINGAPORE AIRLINES
THAI
ভ্রমণের তারিখ : 29th MARCH, 2026 (সীমিত আসন)
2nd APRIL, 2026
SOUTH EAST TRIO
11 DAYS
4 SEATS LEFT IN SEPTEMBER
থাইল্যান্ড • মালয়েশিয়া • সিঙ্গাপুর
বিশেষ আকর্ষণ
ব্যাংকক - চাও ফ্রেয়া রিভার ক্রুজ, সাফারি ওয়ার্ল্ড এবং মেরিন পার্ক,
পাটায়া - আলকাজার শো, কোরাল আইল্যান্ড,
সিঙ্গাপুর - ইউনিভার্সাল স্টুডিও, সেন্টোসা,
কুয়ালালামপুর - জেন্টিং, পুত্রজায়া
(সীমিত আসন)
ভ্রমণের তারিখ : 28th SEPTEMBER, 2025
28th DECEMBER, 2025
THAILAND AT IT'S BEST
8 DAYS
বিশেষ আকর্ষণ
ক্রাবি - ফোর আইল্যান্ড,
ফুকেট - জেমস্ বন্ড আইল্যান্ড, ফুকেট ফ্যান্টাসিয়া শো,
পাটায়া - কোরাল আইল্যান্ড এবং আলকাজার শো,
ব্যাংকক - সাফারি ওয়ার্ল্ড এবং মেরিন পার্ক, চাও ফ্রায়া নদীতে ডিনার ক্রুজ
ভ্রমণের তারিখ : 28th SEPTEMBER
11th DECEMBER, 2025
14th FEBRUARY, 2026
BIG FIVE SAFARI (KENYA)
10 DAYS
4 SEATS LEFT
নাইরোবি • অ্যাম্বোসেলি ন্যাশনাল পার্ক • লেক নাকুরু • মাসাই মারা
বিশেষ আকর্ষণ
অ্যাম্বোসেলি ও মাসাই মারা-তে সারাদিন সাফারি • ইকুয়েটর লাইন • দ্য গ্রেট রিফ্ট ভ্যালি • লেক নাইভাসা-তে জলহস্তিদের মাঝে নৌকাবিহার
৩ রাত্রি মাসাই মারা
Rs. 2,45,000/-* + Taxes
ভ্রমণের তারিখ : 9th AUGUST, 2025
KOMODO DRAGON INDONESIA
8 DAYS
বিশেষ আকর্ষণ
কুটা - ওয়াটারবোম বালি, উলুওয়াতু মন্দির,
উবুদ - মাঙ্কি ফরেস্ট, বালি সুইং,
লাবুয়ান বাজো - বাতু সারমিন গুহা, বুকিট সিলভিয়া,
কমোডো ন্যাশনাল পার্ক - কমোডো আইল্যান্ড, পিঙ্ক বিচ
THAI
(সীমিত আসন)
ভ্রমণের তারিখ : 5th NOVEMBER, 2025
BEST OF VIETNAM & CAMBODIA
12 DAYS
সিয়েম রীপ • হ্যানয় • হা লং বে • সায়গন • হো চি মিন • মাই তৌ • দা নাং • নিন বিন
বিশেষ আকর্ষণ
টনলে স্যাপ লেকের ফ্লোটিং ভিলেজ পরিদর্শন • আঙ্কর ভাট • আঙ্কর থম • বায়ুন • বেয়ন • হো চি মিন- এর সমাধি • ওয়াটার পাপেট শো • কু চি টানেল • টিটভ আইল্যান্ড • পুরোনো সাইগন পোস্ট অফিস • মেকং ডেল্টা • তাম কক কেভস্ • লুওন কেভ • মার্বেল মাউন্টেনস্ • কোকোনাট ভিলেজ • বা না হিলস্ • হা লং বে - তে বিলাসবহুল ক্রুজে রাত্রিযাপন • গোল্ডেন ব্রীজ
ভ্রমণের তারিখ : 2nd OCTOBER / 10th DECEMBER, 2025
ENCHANTING DUBAI & ABU DHABI
5 DAYS
বিশেষ আকর্ষণ
দুবাই- থাও ক্রুজ, বুর্জ খলিফা, মরুভূমি সাফারি, মিরাকল গার্ডেন
রাস আল খাইমাহ - ফ্লেমিঙ্গো বিচ,
আবুধাবি - ফেরারি ওয়ার্ল্ড, শেখ জায়েদ গ্র্যান্ড মসজিদ
ভ্রমণের তারিখ : 2nd OCTOBER / 30th DECEMBER, 2025
SHORT PACKAGES
SOULFUL VIETNAM
7 NIGHTS / 8 DAYS
দা নাং • হো চি মিন • হ্যানয় • হা লং বে • নিন বিন • হৈ আন • বা না হিলস্ • মেকং ডেল্টা
ভ্রমণের তারিখ : 26th SEPTEMBER / 12th DECEMBER, 2025
BEAUTY OF SRILANKA
6 NIGHTS / 7 DAYS
নুয়ারা এলিয়া • বেনটোটা • ডাম্বুলা • ক্যান্ডি • কলম্বো
ভ্রমণের তারিখ : 2nd OCTOBER / 19th DECEMBER, 2025
ICONIC GREECE
7 NIGHTS / 8 DAYS
প্লাকা • অ্যাক্রোপলিস • পার্থেনন • সান্তোরিনি • মাইকোনোস • ডেলফি
ভ্রমণের তারিখ : 25th SEPTEMBER, 2025
MAGICAL MALDIVES
3 NIGHTS / 4 DAYS
মালদ্বীপ
ভ্রমণের তারিখ : 18th OCTOBER, 2025
VIBRANT SINGAPORE & MALAYSIA
5 NIGHTS / 6 DAYS
• সিঙ্গাপুর • কুয়ালালামপুর • গেনটিং • পেনাং • পুত্রজায়া
(সীমিত আসন)
ভ্রমণের তারিখ : 18th OCTOBER, 2025
* 1 EURO = Rs. 95/- & 1 USD = Rs. 88/-
Travelixa Private Limited
PREMISES NO.45, KABI SABITRI PRASANNA CHATTOPADHYAY ROAD, OPP. NATIONAL HIGH SCHOOL
(NEAR DESHAPRIYA PARK CROSSING).
9830936290 / +91 33 31634406
Durgapur • Asansol
Siliguri
Indranuj
8617030013
travelixa
travelixaholidays
www.travelixa.in
Scan for website
We Offer Customized tours: IRELAND, CANADIAN ROCKIES, DISNEY CRUISE, TAIWAN, PHILIPPINES, SOUTH AMERICA, BALKANS, EXPERIENCE AURORA BOREALIS FROM RUSSIA, MAURITIUS, MEXICO, SEYCHELLES
Package cost includes: Ex-Kolkata Departure | Round trip Air-Fare | Accommodation 4-Star/5 Star Hotel | Meals | Sightseeings | Entry Fees | Visa Charges | Travel Insurance | Experienced tour manager from Kolkata
Sanghamitra : 9830674248 | Arbind : 6291972285 | Jibananda Sur : 9830326127 | Moumita : 9831442410 | Kumarjit : 9830012708

দেদার বালি তোলার প্রতিবাদে কালজানি চরে স্থানীয়দের বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার। - সংবাদচিত্র

বালি উত্তোলনে বাধা কালজানি চরে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই : ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের রাস্তার কাজের জন্য কালজানি চর থেকে বালি তোলা চলছে দেদার। যেকারণে ভারী বৃষ্টিতে নদীর জলে অন্তত ৪০০ বাসিন্দার ভিটে হারানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমনকি রেলসেতুর নীচে ডাম্পার সহ ভারী যানবাহন যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করায় সেতুর ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার শোভাগঞ্জ মণিদাসপাড়া এলাকায় ডাম্পার ও আর্থমুভার আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রঞ্জন রায় সহ জেলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরাও বিক্ষোভের সমর্থনে সেখানে চলে আসেন। খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে আরপিএফের তরফে এলাকা খতিয়ে দেখা হয়।

সন্ধ্যা নট্ট, বিশাখা দাসের মতো স্থানীয়দের অভিযোগ, গভীর রাতে নদীচর থেকে বালি তোলা হয়। সম্প্রতি রেলসেতুর নীচে ডাম্পার চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এমনকি বসতি সংলগ্ন এলাকা থেকেও বালি তোলা শুরু হয়েছে। বাসিন্দাদের সুরেই পঞ্চায়েত সদস্য রঞ্জন রায় বলেন, 'রেলসেতু ও সংলগ্ন চর এলাকা থেকে অবৈধভাবে বালি তোলা শুরু হয়েছে। এতে রেলসেতু দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

অভিযোগ

- ফোর লেন নির্মাণে নদীচর থেকে বালি তোলা চলছে দীর্ঘদিন থেকে
- সম্প্রতি রেলসেতুর নীচেও দেদারে ডাম্পার চলাচলে খাদের মতো তৈরি হয়েছে
- বসতি সংলগ্ন এলাকা থেকেও বালি তোলা শুরু হয়েছে
- ফলে, সেতুর ক্ষতি সহ বসতি এলাকা নদীগর্ভে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে

সেইসঙ্গে শতাধিক বসতি নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে।' এদিন একটি ডাম্পার আটক করে দুজন চালককে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়।

এদিন সকাল ১১টা নাগাদ কালজানির চরে ফোর লেনের কাজে থাকা ডাম্পার বালি তোলা শুরু করতেই স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে বাসিন্দারা বিক্ষোভে শামিল হন। তাঁরা কাজ বন্ধের স্লোগান তোলেন।

হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আলিপুরদুয়ারের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর শৈলেন্দ্র শম্ভুকে ফোন করলেও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ইস্ট ওয়েস্ট করিডরের কাজের ঠিকা সংস্থার প্রোজেক্ট ইনচার্জ বিবেক কুমার বলেন, 'রেল ও প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই সব কাজ করা হচ্ছে। স্থানীয়রা অভিযোগ করতেই পারেন। তবে পুলিশ-প্রশাসনকে যাবতীয় বিষয়ে অবগত করা হয়েছে।' সংশ্লিষ্ট ঠিকা সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, ডাম্পার ও আর্থমুভারের মতো ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য রেলের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। এমনকি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে মাটি তোলার রয়্যালটি রয়েছে বলেও তাদের দাবি। তবে এদিন ঘটনাস্থলে অবশ্য পুলিশকে কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেনি তারা। পুলিশের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়। নিউ আলিপুরদুয়ার আরপিএফ ইনস্পেকটর দিলীপকুমার ঝা বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

আশানুরূপ ভিড় হল না কুমারীর শেষযাত্রায়

জোড়া কবরে লালপার্টির স্মৃতি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৪ জুলাই : অবশেষে বাবার পাশে পাকাপাকি ঠাঁই পেলেন মাদারিহাটের প্রাক্তন বিধায়ক কুমারী কুজুর। শিশুঝুমরায় মাদারিহাটের আরেক প্রাক্তন বিধায়ক আলেকজান্ডার হেনরি বেস্টারউইচের কবরের পাশেই বৃহস্পতিবার সমাধিস্থ করা হল তাঁর মেয়ে কুমারীকে। উত্তরবঙ্গে বামফ্রন্টের উত্থানের স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলির মধ্যে অন্যতম শিশুঝুমরায় বেস্টারউইচের ভিটেটি। তবে সম্প্রতি পরিবারের হাতছাড়া হয়েছে বাড়িটি। বেস্টারউইচ বহু বছর কাটিয়েছেন ওই ভিটেতে। তাঁর মেয়ে কুমারী জীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছেন টিনের চালা আর ইটের দেওয়ালের ওই ঘুপচি ঘরদুটোয়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। তাঁদেরই একজন ওই বাড়িটা কিছুদিন আগেই বিক্রি করে দিয়েছেন। লালপার্টির স্মৃতি এখন জড়িয়ে থাকল শুধু বাবা-মেয়ের জোড়া কবর ঘিরে।

বেস্টারউইচের কবরের পাশেই সমাধিস্থ করা হচ্ছে কুমারী কুজুরকে।

শোনা যায়, পঞ্জাব এলাকার বাসিন্দা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বেস্টারউইচ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে গা-ঢাকা দেন উত্তরবঙ্গে। পরে তরাই-ডুয়ার্সে আরএসপির সংগঠন গড়তে অন্যতম ভূমিকা নেন তিনি। কুমারী তাঁর মেয়ে হিসেবে পরিচিত হলেও আদতে পালিতা কন্যা। এলাকার মাসিদাস কুজুরের ছয় মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে কুমারীকে লালনপালন করেন বেস্টারউইচ।

কুমারীর দাদা লুথার কুজুর বলেন, 'পিতৃস্নেহে কুমারীকে বড় করেন, লেখাপড়া শেখান বেস্টারউইচ। পরে কুমারী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা এবং শেষপর্যন্ত বিধায়ক হন।'

এক সময় ফাঁকা শুনসান জায়গা ছিল শিশুঝুমরা। এখন প্রচুর বাড়িঘর হয়েছে। তবে কুমারীর ভিটের চারিদিকে অনেক ফাঁকা জমি, ঝোপজঙ্গল। তাঁর দুই মেয়ে। দীর্ঘদিন হান্টাপাড়ায় এক মেয়ের বাড়িতে থাকতেন। বুধবার সেখানেই প্রয়াত হন কুমারী। এদিকে তাঁর ছেলে হিসেবে যে দুজন পরিচিত, তাঁরা আদতে কুমারীর স্বামীর আগের স্ত্রীর ছেলে। অথচ কুমারী তাঁদের সন্তানস্নেহে লালনপালন করেছিলেন।

> নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে চিরকাল সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করে গিয়েছেন কুমারী।
>
> **বুলু চিকবড়াইক**
> *আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী*

বরাবর সৎ, বিনয়ী এবং মিষ্টভাষী হিসেবে পরিচিত কুমারী নিজে সাদামাঠা জীবনযাপন করেছেন চিরকাল। সন্তান-সন্ততিরাও বিত্তশালী নন। শেষকৃত্যে উপস্থিত হয়ে আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে চিরকাল সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করে গিয়েছেন কুমারী।' একই বক্তব্য তৃণমূলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রশিদুল আলমেরও। মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোর মন্তব্য, 'তিনি ছিলেন আমাদের একান্ত আপন।'

এদিন বেলা ১২টা নাগাদ মাদারিহাটে আরএসপি অফিসে কুমারীকে শ্রদ্ধা জানান আরএসপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস গোস্বামী, মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজানরা। বীরপাড়ার দলীয় অফিসে বেশ কিছুক্ষণ দেহটি রাখা হয়। শেষকৃত্যের আগে শিশুঝুমরায় গিয়ে কুমারীকে শ্রদ্ধা জানান নাগরাকাটার প্রাক্তন বিধায়ক সুখমইত ওরাওঁ, সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য জয়ন্ত চিকবড়াইক প্রমুখ।

এদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রয়াত বিধায়কের আত্মীয়স্বজন এবং বামফ্রন্ট কর্মীরা গেলেও ভিড় খুব একটা হয়নি। অথচ বাম জমানায় কুমারী বিধায়ক থাকাকালীন গমগম করত তাঁর বাড়ির চত্বর। এখন ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়ে থাকে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিধায়ক বেস্টারউইচের সমাধিটা। একসময়ের কট্টর আরএসপি কর্মীদের কেউ এখন তৃণমূলে, কেউ বিজেপিতে। এলাকার মদন সিং বলছিলেন, 'সবকিছুই ধীরে ধীরে পালটে গেল! হয়তো এটাই প্রকৃতির নিয়ম।'

দুই শাবক নিয়ে তাসাটিতে চিতাবাঘ

জটেশ্বর, ২৪ জুলাই : তাসাটি চা বাগানের ফুটবল মাঠ এলাকায় জোড়া শাবক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতাবাঘ। বুধবার রাতের ঘটনা। এমন দৃশ্য দেখে চোখ কপালে উঠে গিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। সেইসঙ্গে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে চিতাবাঘের আতঙ্ক।

চিতাবাঘের আনাগোনার খবর ছড়িয়ে পড়ে বাগানের মহল্লায়। এলাকার বাসিন্দারা টর্চ হাতে নিয়ে এলাকায় ভিড় জমান। তবে লোকজন একত্রিত হওয়ার আগেই চা বাগানের নালায় গিয়ে গা-ঢাকা দেয় শাবক সহ মাদি চিতাবাঘ। স্থানীয় আনন্দ মাহালি বলেন, 'প্রায় প্রতিদিনই আমাদের এই এলাকায় গোরু, ছাগলের পেছনে তাড়া করে চিতাবাঘ। এবার আমাদের বাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুনো। আমরা এভাবে আতঙ্কের মধ্যে কতদিন থাকব?' অপর এক এলাকাবাসী সুশীল ওরাওঁ বলেন, 'আমরা চাই বন দপ্তর ব্যবস্থা নিক।' বন দপ্তরের দলগাঁও রেঞ্জের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের সচেতন করা হয়েছে। বনকর্মীরা নজর রাখছেন।

তবে এই এলাকায় চিতাবাঘের হানা কিন্তু নতুন কিছু নয়। বছরখানেক আগেই তো চিতাবাঘের হানায় এলাকায় এক নাবালক প্রাণ হারিয়েছিল। সেই ঘটনাও ঘটেছিল তাসাটি চা বাগানের ফুটবল মাঠ সংলগ্ন এলাকাতেই। তারপর এলাকায় বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় একের পর এক চিতাবাঘ ধরাও পড়েছিল। আস্তে আস্তে লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক কমে গিয়েছিল। মাঝে বেশ কয়েকদিন আর চিতাবাঘের আনাগোনার খবর পাওয়া যায়নি সেই এলাকা থেকে। তবে বুধবারের ঘটনায় আবার নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ভবঘুরে অসহায় বৃদ্ধাকে আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মানবিক ২ শিক্ষক

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৪ জুলাই : এক ভবঘুরে বৃদ্ধা মহিলা কয়েকদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন শামুকতলা থানা এলাকায়। বুধবার তাঁকে মহাকাল চৌপথি এলাকায় কুকুর তাড়া করলে, দুই শিক্ষক তমোঘ্ন সেনগুপ্ত ও প্রণবশ্যাম চৌধুরী পুলিশের সাহায্যে বৃদ্ধাকে যশোডাঙ্গা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান। পরে সমাজসেবী সাজু তালুকদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করেন।

তমোঘ্ন বলেন, 'চেষ্টা করি মানুষের কাজ করার। এটা সব মানুষেরই কর্তব্য। সবাই এভাবে এগিয়ে এলে অসহায় মানুষগুলো অন্তত বেঁচে থাকার অবলম্বন পান। তবে আমরা চাই ওই বৃদ্ধার বাড়ির লোক এসে তাঁকে নিয়ে যান।'

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানান, 'ওঁরা আমাকে ফোন করে এক অসহায় বৃদ্ধার কথা জানান। আমি যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করেছি। দুই শিক্ষক এগিয়ে এসে ভবঘুরে অসহায় বৃদ্ধার পাশে দাঁড়ালেন এবং তাঁর চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ জীবন দেওয়ার চেষ্টা করলেন, তা প্রশংসাযোগ্য।' আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক আমির সোয়েল বলেন, 'ওঁদের প্রচেষ্টা সত্যি প্রশংসনীয়। কুর্নিশ জানাচ্ছি।'

নালায় মিলল ভোটার কার্ড

মাদারিহাট, ২৪ জুলাই : বৃহস্পতিবার বিকালে রবীন্দ্রনগরে একটি নিকাশিনালা থেকে অনেকগুলি ভোটার কার্ড উদ্ধার করল মাদারিহাট থানার পুলিশ। ওসি অসীম মজুমদার জানিয়েছেন, এই ভোটার কার্ডগুলির মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঠিকানা রয়েছে অশ্বিনীনগর তিন নম্বর ওয়ার্ডের। বাকি কিছু কার্ডে অন্য জায়গার ঠিকানা রয়েছে। তবে উদ্ধার করা ভোটার কার্ডগুলি আসল নাকি জাল, তা এখনই বলতে পারছে না পুলিশ।

রবীন্দ্রনগরের পঞ্চায়েত সদস্য সন্তোষ মাহাতো অবশ্য দাবি করেছেন, সেই ভোটার কার্ডগুলি জাল। কারা এইভাবে নালার মধ্যে এতগুলি জাল ভোটার কার্ড ফেলে দিল, সেব্যাপারে তদন্ত হওয়া উচিত বলে তাঁর দাবি। আবার অশ্বিনীনগর তিন নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চায়েত সদস্য শংকর সরকার জানালেন, এই ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। স্থানীয়দের দাবি, যেহেতু কার্ডগুলিতে নাম ও ঠিকানা রয়েছে, তাহলে তদন্ত হলেই বোঝা যাবে সেগুলি আসল নাকি জাল। আর ওই নালায় কার্ডগুলি কীভাবে ফেলা হল।

পরিদর্শন

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার সফরে এলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান তাপস চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন মুর্শিদাবাদের দুই বিধায়ক অপূর্ব সরকার ও আবদুল শমীক হোসেন। সকালে তাঁরা যান নোনাই নদীর ধারে। সেখানে বর্তমানে জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। মূল প্ল্যান্ট এলাকায় গিয়ে প্রকল্পের অগ্রগতি, নির্মাণের গুণমান ও নির্ধারিত সময়সীমা নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনা করেন তাঁরা। প্রতিনিধিরা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন প্ল্যান্টের বর্তমান অবস্থা। পরে তাপস বলেন, 'জলপ্রকল্পটি আলিপুরদুয়ার শহরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজ যথেষ্ট এগিয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।'

এরপর প্রতিনিধিদল যায় নিউ আলিপুরদুয়ারের আরবান হেলথ সেন্টার তথা মাতৃ সদনে। সেখানে প্রসূতি বিভাগ, শিশু টিকাকরণ, ওষুধ সরবরাহ সহ স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন তাঁরা। পরিষেবার মানে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাপস বলেন, 'আলিপুরদুয়ার পুরসভার কাজ প্রশংসনীয়।'

আর জঙ্গলে গোরু চরানো নয়

এক মৃত্যুর পর উপলব্ধি গ্রামবাসীর

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৪ জুলাই : সকালে জঙ্গলে গিয়ে গোরু ছেড়ে দেন এলাকার বাসিন্দারা। আর বিকেলের দিকে গোরু নিয়ে আসেন। দক্ষিণ খয়েরবাড়ি জঙ্গল লাগোয়া ফালাকাটার পশ্চিম শালকুমার গ্রামে এটাই ছিল এতদিনের চেনা ছবি। তবে মঙ্গলবারের পর কেউ আর জঙ্গলে গোরু চরাতে যাচ্ছেন না। কারণ, সেদিনই গোরু আনতে গিয়ে স্থানীয় ষাটোর্ধ্ব কালীপদ দাসকে হাতি আক্রমণ করে। বুধবার সন্ধ্যায় কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর দেহ ফিরতেই ওই গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাশাপাশি গোরু চরানো নিয়ে সবার মধ্যে আতঙ্কও তৈরি হয়েছে। তাই অনেকেই এখন গোরু বিক্রি করে দেবেন বলেও জানিয়েছেন। মৃতের স্ত্রী রঞ্জুবালা দাসের বক্তব্য, 'গোরু আনতে গিয়েই স্বামীকে হাতি আক্রমণ করে। এখন সব গোরু বিক্রি করে দেব।'

সেদিন কালীপদর সঙ্গে গোরু আনতে গিয়েছিলেন আরেক গ্রামবাসী সুমন কার্জি। তিনি সব থেকে বেশি আতঙ্কিত। সুমনের কথায়, 'রোজ একই সঙ্গে গোরু চরাতে যেতাম। আবার একই সঙ্গে গোরু আনতেও যেতাম। আগে কখনও এভাবে হাতি আক্রমণ করেনি। সেদিন আমি দৌড়ে পালিয়েছি বলে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।'

হাতির হানায় মৃতের দেহ ফিরতেই স্থানীয়দের জটলা। বৃহস্পতিবার পশ্চিম শালকুমার গ্রামে।

তাঁর বাড়িতে সাত-আটটি গোরু আছে। কালীপদর মৃত্যুর পর তিনি আর জঙ্গলে গোরু চরাতে যাননি। সুমনের সংযোজন, 'জঙ্গলে আর যাচ্ছি না। আমি এখনও ভয়ে রয়েছি। গোরু বিক্রি করে দেব।' কেউ যাতে জঙ্গলের ভেতরে না ঢোকেন সেজন্য সব সময় মাইকিং ও সচেতন করা হয় বলেই মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় জানিয়েছেন।

বাড়ির উঠোন দিয়ে হাতির যাতায়াত

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই : দমনপুর এলাকার চিরাচরিত রুট বদলে দলছুট হাতি সম্প্রতি বসতবাড়ির উঠোন দিয়ে যাতায়াত শুরু করছে। ফলস্বরূপ, এক প্রাক্তন রেঞ্জ অফিসারের বাড়ির গেট ও সীমানা প্রাচীর ভেঙেছে একাধিকবার। সাধারণত রাত ১০টার পর বাড়ির পিছন দিক থেকে হাতির আনাগোনা শুরু হয়। ইতিপূর্বে সংলগ্ন যে রুট হাতি করিডর হিসেবে ব্যবহার করত, সেসব জায়গায় হাইমাস্ট বাতি ও বসতি তৈরি হয়েছে বলে ঘরবাড়ির উঠোন দিয়ে হাতি যাতায়াত শুরু করেছে। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের।

সংশ্লিষ্ট ওই বাড়িটি চন্দনকুমার দে'র। তিনি বলেন, 'ইতিপূর্বে হাতি বাড়ির কাছাকাছি এলেও বাড়ির উপর দিয়ে যাতায়াত করত না। তবে এখন নিয়মিত বাড়ির উঠোন ব্যবহার করছে। তারজন্য বাড়ির গেট ও প্রাচীর ভেঙে যাচ্ছে। রাতে ঘর থেকে বের হতে ভয় হয়।'

হাতি ভেঙেছে বাড়ির গেট। দমনপুরে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এব্যাপারে বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, এই সময় কাঁঠাল খেতেই মূলত হাতির দল লোকালয়ে চলে আসে। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের দমনপুর ইস্ট রেঞ্জ অফিসার রঞ্জিতকুমার দে বলেন, 'হাতির লোকালয়ে যাতায়াত রোধে মোবাইল এসকর্ট সহ একাধিক টিম টহল দেয়। সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত দমনপুর, মাঝেরডাবরি ও সাতকোদালি এলাকায় একাধিক টিম থাকে। কাঁঠালের মরশুম শেষ হলে হাতির দেখা মিলবে না।'

কড়া নজরদারি

মাদারিহাট, ২৪ জুলাই : বর্ষায় নজরদারি বৃদ্ধি পেয়েছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে। বন ও বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করতে নদীপথে নৌকায়, জঙ্গলে হাতির পিঠে চেপে টহলদারির পাশাপাশি ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমেও নজরদারি চলছে।

বাড়িতে ডেঙ্গি, জল নিতে বাধা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৪ জুলাই : ডেঙ্গি কি ছোঁয়াচে রোগ? মোটেও নয়। কিন্তু ধূপগুড়ি শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের একাংশের সেটাই 'বিশ্বাস'। আর সেই বিশ্বাসের এতটাই জোর যে এলাকায় ডেঙ্গি আক্রান্ত একজনের পরিবারের সদস্যরা এলাকায় স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে পানীয় জল সংগ্রহে গেলে তাঁদের বাধা দেওয়া হল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বেশ চাঞ্চল্য ছড়ায়। বাসিন্দাদের আরেক অংশ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আপত্তি ধোপে টেকেনি। ডেঙ্গি আক্রান্তের পরিবারের সদস্যদের কিছুতেই ওই স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে পানীয় জল নিতে দেওয়া হয়নি। পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিংয়ের ওয়ার্ডে ঘটনাটি ঘটায় বিষয়টি যথেষ্টই চর্চায়।

ভাইস চেয়ারম্যান বললেন, 'এভাবে জল নিতে বাধা দেওয়ার বিষয়টি কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। যাঁরা জল নিতে বাধা দিচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানো হবে। অন্যদিকে, যাঁরা ওই পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রশংসা করছি।' তাঁরা ডেঙ্গি আক্রান্তের পরিবারটির পাশে দাঁড়াবেন বলে ভাইস চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। ধূপগুড়ির বিএমওএইচ ডাঃ অঙ্কুর চক্রবর্তী বললেন, 'ডেঙ্গি ছোঁয়াচে বা বায়ুবাহিত রোগ নয়। এ নিয়ে কারও মনে কোনও ভুল ধারণা থাকা ঠিক নয়।' তাঁরাও সংশ্লিষ্ট পরিবারটির পাশে দাঁড়াবেন বলে বিএমওএইচ জানিয়েছেন।

যেন মধ্যযুগ!

- ধূপগুড়ি শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা ডেঙ্গিতে আক্রান্ত
- 'আতঙ্কে' বাসিন্দাদের একাংশ ওই ব্যক্তির পরিবারকে স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে জল নিতে দেয়নি
- বাসিন্দাদের আরেক অংশ ওই পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও তা কাজে আসেনি
- সমস্যা মেটাতে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে

ধূপগুড়ি শহরে এখনও পর্যন্ত একজনের ডেঙ্গি ধরা পড়েছে। যিনি ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। ঠিকাদারের নির্দেশমতো সম্প্রতি তিনি এক জায়গায় কাজে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হওয়ার পর চিকিৎসা শুরু হলে তাঁর ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে। বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকার বাসিন্দাদের একাংশে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। আর তার জেরেই পানীয় জল সংগ্রহে বাধাদানের মতো ঘটনা ঘটে।

বাসিন্দাদের আরেক অংশ অবশ্য রুখে দাঁড়ান। মশাবাহিত এই রোগ কোনওভাবেই ছোঁয়াচে নয় বলে তাঁরা প্রচার চালানোর চেষ্টা করেন। তবে জল সংগ্রহে যাঁরা বাধা দিয়েছিলেন, তাঁদের সমবেত আপত্তির সামনে তা ধোপে টেকেনি।

75 National Sample Survey
Celebrating 75 years of NSS
NSO INDIA
Data for Development

পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক
জাতীয় নমুনা সমীক্ষা কার্যালয়
(ক্ষেত্রীয় কার্য প্রভাগ)
ক্ষেত্রীয় কার্যালয় : পশ্চিমবঙ্গ (উত্তর), গঙ্গাবাগ,
1/3, নেতাজি সুভাষ রোড, মালদা-732101

সরকারি কার্যালয়ের জন্য বাড়ি ভাড়া চাই

ভারত সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের অধীনস্থ NSO (FOD) পঃ বঃ (উঃ) ক্ষেত্রীয় কার্যালয়ের অন্তর্গত শিলিগুড়ি উপ-ক্ষেত্রীয় কার্যালয়ের জন্য শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার (বাঞ্ছনীয়) মধ্যে অবস্থিত প্রাথমিকভাবে ৫ বছরের জন্য মাসিক ভাড়ার চুক্তিতে (নির্দিষ্ট সময় অন্তর চুক্তি নবীকরণযোগ্য), আনুমানিক ২২০০ বর্গফুট আয়তনের (Carpet area) একটি বাড়ির প্রয়োজন। আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা যথা পৃথক পুরুষ ও মহিলা প্রসাধন, যথাযথ বিদ্যুৎ সংযোগ, সর্বক্ষণের জল সরবরাহ, প্রশস্ত চত্বর ও গাড়ি রাখার জায়গা, বহুতল বাড়ির ক্ষেত্রে লিফ্ট ইত্যাদি থাকা আবশ্যক। আগ্রহী বাড়ির মালিকদের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত ভাড়া, অন্যান্য তথ্যাবলি ও বিবরণ সহ নিম্ন প্রদত্ত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

শ্রী. জয়া প্রধান, সহায়ক নির্দেশক, উপক্ষেত্রীয় কার্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ (উত্তর), ক্ষুদিরামপল্লি রোড, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি (PNB ব্যাংকের বিপরীতে) Pin-734401,
দূরভাষ-0353-2525198, মোবাইল নং : 9339417387

কেবলমাত্র বাড়ির প্রকৃত মালিকই গ্রহণযোগ্য। মধ্যস্থতাকারী নিষ্প্রয়োজন। এ সম্বন্ধীয় কোনও প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নে প্রদত্ত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

শ্রী বি.কুমার, সংযুক্ত নির্দেশক
জাতীয় নমুনা সমীক্ষা কার্যালয় (ক্ষেত্রীয় কার্য প্রভাগ),
ক্ষেত্রীয় কার্যালয় : পশ্চিমবঙ্গ (উত্তর), গঙ্গাবাগ,
1/3 নেতাজি সুভাষ রোড, মালদা-732101
দূরভাষ-03512-252770, e-mail - ro.mld-fod@nic.in

CBC-39145/11/0001/2526

মাঝিধুরা যেন আরেক পহলগাম

জোঁকের ভয় থাকলেও পর্যটক টানছে পাইন বন

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : উত্তরবঙ্গের বুকে যেন এক টুকরো কাশ্মীর। এমনই বলা হয় মাঝিধুরা ভিউপয়েন্টকে। সবুজে ঘেরা, দেবদারু গাছের সারি আর বিস্তর উপত্যকার মতো দেখতে এই জায়গাটিকে অনেকেই 'উত্তরের পহলগাম'ও বলছেন। তাই প্রতিদিন অনেকেই বাইক, স্কুটি থেকে শুরু করে গাড়িতে করেই পৌঁছে যাচ্ছেন ওই জায়গাটির সৌন্দর্য উপভোগ করতে। কেউ শাহরুখের গানে ভিডিও বানাচ্ছেন, আবার কেউ শাড়ি পরেই ফোটোশুট সেরে নিচ্ছেন।

হাঁটতে হাঁটতে সুন্দর এই পরিবেশের মাঝে যখন নজর পায়ের দিকে যাচ্ছে তখনই চমকে উঠছে অনেকে। কারণ পায়ে ছেঁকে ধরেছে জোঁক। কেউ চিৎকার করে কান্না করতে শুরু করছেন, আবার কেউ পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন। অনেক সাহসী নিজের হাতেই জোঁকগুলিকে সরিয়ে নিচ্ছেন। আবার অনেকেই সাহায্যের জন্য ছুটে যাচ্ছেন স্থানীয়দের কাছে। কেউ লবণ ছিটিয়ে দিচ্ছেন। অনেকে লাঠির মধ্যে লবণের পুঁটলি বেঁধে সেই লাঠি নিয়েই ঘুরছিলেন যাতে জোঁকের উৎপাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

মাঝিধুরার পাইন বন। ছবি : এক্স হ্যান্ডেল

সম্প্রতি উত্তরের ভাইরাল হওয়া এই মাঝিধুরা জায়গাটি ভ্রমণপিপাসুদের নজর কেড়েছে। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং মোড় হয়ে মিরিক হয়ে কিংবা রোহিণী দিয়ে কার্সিয়াং হয়ে যাওয়া যায় উত্তরের পহলগামে। কার্সিয়াং পার করে টুং, সোনাদা পার করে ঘুম স্টেশনে গিয়ে, বাঁদিকের পাহাড়ি রাস্তা ধরে সোজা চলে যেতে হবে। লেপচাজগৎ পার করে সুখিয়াপোখরির আগেই একটি ছোট রাস্তা নীচে নেমে যায়। সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই সুন্দর পাহাড়ি পথ পেরিয়ে পাইন গাছের সারি পেরিয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে কাশ্মীরের পহলগাম উপত্যকার মতোনই সুন্দর একটি জায়গায়। সবুজের চাদর যেন এখানে কেউ পেতে রেখেছে।

জায়গাটি ভাইরাল হওয়ার পরই দীপ দাস তাঁর বন্ধুর সঙ্গে পৌঁছে গিয়েছিলেন সেখানে। জায়গাটির অপরূপ সৌন্দর্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তবে হুঁশ ফিরল জোঁকের কামড়ে। যখন পায়ের দিকে তাকালেন দেখলেন কালো কালো কিছু পোকা পা ছেঁকে ধরেছে। দীপের কথায়, 'প্রথমে তো ভয় পেয়ে গিয়েছি। পরে বুঝলাম এগুলো জোঁক। শু পরে গিয়েছিলাম তাও ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। এরপর স্থানীয়দের কাছে গিয়েছিলাম। তাঁরা লাঠির মধ্যে লবণের পুঁটলি বেঁধে দিলেন তা দিয়েই জোঁক সরালাম ও বাকি জায়গাটি ঘুরলাম।'

অনেকে আবার পর্যটকদের লবণ নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। যেমন তানিশা সরকার বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। ছবি তোলার নেশায় দৌড়ে গিয়েছিলেন মাঠের দিকে। তবে হঠাৎ পায়ে জোঁক দেখে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। রীতিমতো কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিলেন কারণ কীভাবে এগুলি সরাবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। যদিও পরে বান্ধবী-বন্ধুদের সহায়তায় শান্ত হন তিনি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে জোঁক যেন হয়ে উঠেছে দৈত্য। তাই অনেকেই উত্তরে বসে কাশ্মীরের আনন্দ নিতে যেতে চাইলেও ভয়ে দু'বার ভাবছেন। যেমন শিপ্রা রায়ের কথায়, 'আমার তো জন্মের মতো ভয় হয়ে গিয়েছে। তাই ইচ্ছে থাকলেও যাব না।' বর্ষায় জোঁকের উপদ্রব বাড়ে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা রাজেন ছেত্রী।

তবে সৌন্দর্যের মাঝেও যেন সতর্কতার ছায়া। জায়গাটি যতটা নির্জন, ততটাই জীবন্ত। জোঁকের ভয়কে সঙ্গী করেই চলছে মাঝিধুরা ঘোরা। যা সোশ্যাল মিডিয়ার ভাষায় উত্তরের পহলগাম।

মাহিন্দ্রা লিমিটেডের নতুন গাড়ি

নিউজ ব্যুরো

২৪ জুলাই : মাহিন্দ্রা এবং মাহিন্দ্রা লিমিটেড, ৮ জুলাই তাদের নতুন মডেল এক্সইভি থ্রিএক্সও আরইভিএক্স সিরিজ লঞ্চ করেছে। যা বাইরের দিক থেকে একদম নতুন স্টাইলের এবং গাড়ির ভেতর প্রিমিয়াম। পাশাপাশি ১০ লক্ষের মধ্যে এই গাড়ি সানরুফ ও লেদারের সিটও অফার করছে। যার দাম শুরু হচ্ছে আনুমানিক ৮ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা থেকে। এক্সইভি থ্রিএক্সও গাড়িটি সম্প্রতি এক লাখেরও ওপর বিক্রি হয়েছে। মডেলগুলির মধ্যে আরইভিএক্স এমের এক্স শোরুম দাম আনুমানিক ৮ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা, আরইভিএক্স এম(ও)-এর এক্স শোরুম দাম আনুমানিক ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা আর আরইভিএক্স এ-এর এক্স শোরুম দাম আনুমানিক ১১ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা।

এই সিরিজের প্রত্যেকটি মডেলই পাঁচটি আকর্ষণীয় রংয়ে পাওয়া যাচ্ছে। রংগুলি হল গ্যালাক্সি গ্রে, ট্যাঙ্গো রেড, নেবুলা ব্লু, এভারেস্ট হোয়াইট এবং স্টিলথ ব্ল্যাক। যারা অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারি তাঁদের জন্য মহিন্দ্রার এই গাড়িগুলি। কারণ তাঁরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারে ডিফারেন্ট ইজ ইন।

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে প্রাইভেটের দোকানে সবরকম কাজের জন্য কর্মঠ ছেলে চাই। বেতন: 8000+ প্রতিদিন 160 টাকা, ছুটি দিন বাদে। কাজের সময়-রোজ সকাল 9.30 টা থেকে রাত 9.30 টা। Phone- 9609055662. (C/117540)

•

আমাদের বীরপাড়া হাসপাতালের জন্য একজন অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞ(অপটোমেট্রিস্ট) প্রয়োজন। 9434194701/ 8145051451(C/117542)

অ্যাফিডেভিট

আমি Satbir Singh Sarsar সাং রামকৃষ্ণ কলোনি, ওয়ার্ড নং ১, পোঃ + থানা- মাল, জেলা- জলপাইগুড়ি। আমার ভোটার কার্ডে Sadabirasingh Sarkar এবং আধার কার্ডে Badabira Singh Sarkar. ভুলবশত মুদ্রিত হয়েছে। গত 22.07.25 তারিখে মালবাজার কোর্টের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমি আমার আসল নাম Satbir Singh Sarsar নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Satbira Singh Sarsar, Sadabirasingh Sarkar. এবং Badabira Singh Sarkar একজনেরই নাম। (S/N)

•

আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে নং- B/2025/0559092, নাম ভুল থাকায় 17/7/2025 ইং কোচবিহার 1st ক্লাস সদর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Soniya Parvin থেকে Sumaiya Parvin করিলাম। Soniya Parvin ও Sumaiya Parvin একই ব্যক্তি। সাবুল হোসেন, গ্রাম ও পো- ডি.কে. দেওয়ানবস, জেলা- কোচবিহার। D/S)

•

আমার আসল নাম Naresh Chandra Sarkar S/o Sudhir Chandra Sarkar. ভুলবশত আধার ও ভোটার কার্ডে আমার ও আমার বাবার নাম মুদ্রিত হয়েছে যথাক্রমে Naresh Sarkar S/o Sudhir Sarkar এবং Sarkar Nareshchandra, S/o Sudheer গত 19.02.2025 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে Naresh Chandra Sarkar S/o Sudhir Chandra Sarkar নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Naresh Chandra Sarkar S/o Sudhir Chandra Sarkar, Naresh Sarkar S/o Sudhir Sarkar এবং Sarkar Nareshchandra, S/o Sudheer একজনেরই নাম ও বাবার নাম। (S/N)

অ্যাফিডেভিট

আমি Saokat Ali পিতা Hachumuddin আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে Chhakomuddin থাকায় গত ইং 12/03/25 জলপাইগুড়ি EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Saokat Ali ও Chhakomuddin উভয়ে একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। পূর্বশালবাড়ী, জুরাপানি, ধূপগুড়ি। (A/B)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং-WB63 2010 0966839-এ বাবার নাম ভুলক্রমে Ketab Uddin Miah হওয়ায় গত 16-07-2025 E.M. কোর্ট, সদর,কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে Ketab Miya ও Ketab Uddin Miah একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলো। জাকির হোসেন, রাশিডাঙ্গা-২, কোচবিহার।

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2003 0906103 আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 23-06-25, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Late Ahindra Kumar Dhar Choudhari এবং Lt Anendra Dhar Chowdhury এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। দেবীবাড়ি নতুনপাড়া, ওয়ার্ড নং 19, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117119)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
SAIYAARA
(H)
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
AC/Dolby Digital

Now showing at
BISWADEEP
HARI HARA VEERA MALLU
Part-1
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

(A.C) SILIGURI 9832336881

10.45 AM, 1.30 PM, 4.15 PM, 7.00 PM

স্মরণে

নৃত্য শিল্পী স্বপ্না দত্ত আজ এই দিনটাতে তুই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিস। তোর স্মৃতি আগলে আমরা আজও বেঁচে আছি। ইতি - মা, ভাই, বোনেরা মোহন্তপাড়া, জলঃ। (C/116688)

ABRIDGE NOTICE

Application for eAuction Memo No-1472/KCK-II date-24.07.2025 are invited by the BDO & E.O Kaliachak-II PS from the bidders. Last date of bid submission is 01.08.2025 upto 17:00 Hrs. Details are available in the http://eauction.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Kaliachak-II Panchayet Samity
Mothabari, Malda

কোচ থেকে সীট এবং বার্থের স্ট্রিপিং

টেন্ডার নং. আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৭৬ তারিখ: ২১-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁওস্থিত সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে কোচসমূহ থেকে সীট এবং বার্থের স্ট্রিপিং এবং সিটিএস থেকে ও পর্যন্ত পরিবহন করে মনোনীত কোচসমূহ পর্যন্ত পরিবহন এবং সমস্ত ধরণের কোচের জন্যে ফুট স্টেপ এরেঞ্জমেন্টের স্ট্রিপিং, রিকন্ডিশনিং ও ফিটম্যান্ট। টেন্ডার রাশিঃ ২১,৪৬,৬২০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫৮,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম/নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের সেবায় গর্বিত"

ব্রেক ডিস্কের মেকানাইজড ইনটেনসিভ ডি-রাসটিং ও অ্যান্টি রাস্ট কোটিং

ই-টেন্ডার নং. : এমইসিএইচ-আরএনওয়াই-০২-২০২৫-২৬, তারিখ: ২৩-০৭-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম : ০৩ বছরের জন্য নাহারলাগুন (এনএইচএলএন) -এ স্পেশাল পারপাস মেশিন (এসপিএম) ব্যবহার করে ব্রেক ডিস্ক এবং ক্যালিপারের অ্যাডভান্সড মেকানাইজড ইনটেনসিভ ডি-রাসটিং ও অ্যান্টি রাস্ট কোটিং। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ২৮,০০,৮৪৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ৫৬,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৩-০৮-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টা এবং খোলা হবে ১৩-০৮-২০২৫ তারিখে বন্ধের পর। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
হাসি মুখে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

পার্থসারথীর সামনেই সোমের অপমানে গর্জে উঠল পার্বতী। কীভাবে সামলাবে সোম তার সংসার ? **দাদামণি**-রাত ৮.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ ডেঞ্জারাস খিলাড়ি, দুপুর ১.০০ পাগলু, বিকেল ৩.৩৫ দুরন্ত প্রেম, সন্ধে ৭.৩৫ রংবাজ, রাত ১০.৩৫ ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ আক্রোশ, দুপুর ২.০০ শিমুল পারুল, বিকেল ৪.৩০ তিন মূর্তি, রাত ১.০০ সব করো প্রেম করো না
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ঝিনুকমালা, দুপুর ১.০০ দুজনে, বিকেল ৪.০০ যুদ্ধ, সন্ধে ৭.০০ আই লভ ইউ, রাত ১০.০০ মান মর্যাদা, ১.০০ ফাইট ১:১
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রতিশোধ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চন্দ্রমল্লিকা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমরসঙ্গী
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ সিংহম রিটার্নস, বিকেল ৩.০০ উগ্রম, ৫.০০ দ্য রিটার্ন অফ অভিমন্যু, রাত ৮.০০ বাড়ি, ১০.৩০ বীরম
জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৪ জুদাই, দুপুর ২.৪১ ভামাকলাপম, বিকেল ৫.২৩ গুমনাম, সন্ধে ৭.৫৫ জওয়ান, রাত ১১.২৩ গুনা ৩৬৯
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০১ ওয়েলকাম ব্যাক, দুপুর ১.৪১ করণ অর্জুন, বিকেল ৫.০৬ নবরত্ন, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ১০.০২ মেগা ক্রোকোডাইল
এমএনএক্স : দুপুর ২.৫৩ শাটার, বিকেল ৫.৫৯ নো এস্কেপ, সন্ধে ৭.৩৯ ইনকামিং, রাত ১০.২৭ স্টার্ভিং গেমস
মুভিজ নাউ : বিকেল ৩.০৫ জাস্টিস লিগ, রাত ৮.৪৫ ক্যাসিনো রয়্যাল, ১১.০৫ সল্ট

মেগা ক্রোকোডাইল
রাত ১০.০২ অ্যান্ড পিকচার্স

ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি
রাত ১০.৩৫ জলসা মুভিজ

ভিডিও বৌমা রাত ৮.০০ সান বাংলা

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
EX-SERVICEMEN CONTRIBUTORY HEALTH SCHEME
STATION HQ (ECHS CELL), BENGDUBI
PHONE NO 0353-2480541, e-mail: bengdubi@echs.gov.in

EMPLOYMENT NOTICE

1. ECHS invites application to engage following Medical & Non Medical Staff on contractual basis in ECHS Polyclinics Bengdubi & Raiganj for a period of one year renewable for additional period of one year/till attaining the maximum age subject to performance of candidates/other conditions according to the criteria as mentioned against each post, Civilian candidates if selected in lieu of ESM serve vacancy will fall vacant thereafter for being made available to ESM.

Appointment	Minimum Qualification	No of Vac Tentative	Fixed Remuneration PM	Remarks
FOR POLYCLINIC BENGDUBI				
Pharmacist	B Pharmacy from a recognised Institute or 10+2 with science stream (Physics, Biology & Chemistry) from Recognised board and approved Diploma in pharmacist from an institute recognised by the pharmacy council of India and registered as pharmacist under the pharmacist act 1948 and minimum 5 Yrs experience.	01	28,100/-	
Data Entry Operator	Graduate Class I Clerical trade (Armed Forces) & 5 Yrs experience.	01	16,800/-	In lieu of Chowkidar
Chowkidar	Class 8 or GD trade from Armed Forces	01	16,800/-	
Peon	Class 8 or GD trade from Armed Forces	01	16,800/-	
FOR POLYCLINIC RAIGANJ				
OIC	Def Offr drawing pension & Graduate & 5 years work experience in Health care Institution or Management positions.	01	75,000/-	
Pharmacist	B Pharmacy from a recognised Institute or 10+2 with science stream (Physics, Biology & Chemistry) from Recognised board and approved Diploma in pharmacist from an institute recognised by the pharmacy council of India and registered as pharmacist under the pharmacist act 1948 and minimum 5 Yrs experience.	01	28,100/-	
F/Attendant	Class 10 & 5 Yrs experience.	01	16,800/-	
Safaiwala	Literate & 5 Yrs experience.	01	16,800/-	
Dental Hygienist	Diploma in Dental Hygienist / Class / DH / DORA Course & 5 Yrs experience.	01	28,100/-	
Chowkidar	Class 8 or GD trade from Armed Forces.	01	16,800/-	

2. All employee may be employed or transferred to any polyclinic under station cell (ECHS) Bengdubi i.e. Bengdubi and Raiganj for a temp period or entire pd. A reserve pool will be maintained amongst the candidate found will be employed subsequently for a period upto 31 Mar 2026 on creation of vacancy during the year. Subsequently extension one year will follow as per existing protocols. Preference will be given to ESM in each category.
3. For Terms & Conditions, application Form & remuneration. Kindly see our website www.echs.gov.in for additional details, please contact Stn HQ (ECHS Cell) Bengdubi at Telephone No. 0353-2480541, email ID shqbengdubi@echs.gov.in. Also approach concerned ECHS Polyclinic for details. Preference will be given to the Ex-servicemen.
4. Last date of receipt of application as per format given at our website Application as per requisite format alongwith self attested photocopies in support of Educational Qualifications and Work experience will be submitted to OIC, Stn HQs (ECHS Cell) Bengdubi by 02 AUG 2025 in duplicate. Any application received after 02 AUG 2025 will not be accepted.
5. Interview date, Timing & Venue. Candidate must reach Station Cell, ECHS, Bengdubi (Near SBI Bengdubi) at 0830 hrs on 05 AUG 2025 for the interview to be held between 0900 hrs to 1500 hrs. Candidates must bring all the original certificate/ marksheet/ degree of 10th/Matric, 10+2 & Graduation/ Post Graduation/ diploma/ courses, work experience and two PP size colour photographs at the time of interview. In addition to the above, ESM to bring discharge book, PPO, service records. No TA/DA is admissible. Only candidates meeting the Minimum Qualification Requirements may apply.
6. Overlapping of Handing/Taking Period & Submission of Annual Property Return (Declaration of Assets) 10 days of handing/Taking over between the key appoint (OIC, Pharmacist, DEO, Chowkidar, Peon, Dental Hygienist, F/Attendant and Safaiwala) at polyclinic will be carried out. The APR in respect of OIC with regards to immovable & moveable property will be deposited with Stn HQ before tenanting the appt. This will be applicable for both initial appt. & extension of tenure. The appt/extension letter will be issued only after submission of the said document. The selected individual will have to undergo 10 days on the job Training (OJT) and obtain a certificate from OIC ECHS before signing the contract. This duration of OJT will remain unpaid and counted as mandatory before assuming charges as a contractual employee.

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন
জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তমকে সামনে রেখে তৃণমূলের আন্দোলন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৪ জুলাই : এই মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের ইস্যু যে বাঙালি অস্মিতা, সেকথা তো একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার জেরে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল রাজনৈতিক হাওয়া গরম করছে এনআরসি'র নোটিশকে টেনে। তার কেন্দ্রে রয়েছেন অসম থেকে এনআরসির নোটিশ পাওয়া কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা উত্তমকুমার ব্রজবাসী।

কলকাতায় শহিদ সমাবেশে উত্তমকে মঞ্চে উঠিয়েছিল তৃণমূল। এবার তাঁকে নিয়ে অসম-বাংলা সীমানায়, অসম গেটের সামনে আন্দোলনে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঘাসফুল শিবির। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে সেকথা জানান তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)।

সম্প্রতি উত্তমকে অসম সরকার এনআরসি নোটিশ পাঠায়। তা নিয়ে রাজ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। উত্তম রাজবংশী হওয়ার কারণে এই ইস্যুতে রাজবংশীদের জড়িয়ে দিতে চাইছে তৃণমূল। আর যেহেতু বিজেপিশাসিত অসম সরকার তাঁকে নোটিশ পাঠিয়েছে, ফলে রাজবংশীদের সেই আবেগকে তৃণমূল সন্তর্পণে বিজেপির বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে।

বৃহস্পতিবার অভিজিৎ বলেন, 'আগামী ২৭ জুলাই প্রতিটি ব্লকে ভাষা আন্দোলন শুরু হবে। উত্তমকে এনআরসির নোটিশের বিষয়টি আমরা একেবারেই ভালোভাবে নিচ্ছি না। সেটা অসম সরকারকে বোঝানোর জন্য তুফানগঞ্জের বক্সিরহাটে অসম-বাংলা সীমানার অসম গেটের সামনে ২৭ জুলাই দিনভর অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলন করব।'

এদিনই কোচবিহার শহর লাগোয়া গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শক্তি সংঘ ক্লাবে কমিউনিটি হল তৈরির কাজের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। সেখানে ভাষণে মন্ত্রী বাঙালিদের আবেগে সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন।

উদয়ন বলেন, 'নাগরিকতা প্রমাণে বিভিন্ন জায়গায় বাবা-মায়ের জন্মের সার্টিফিকেট চাওয়া হচ্ছে। আমার নিজের জন্মের সার্টিফিকেট নেই, আমি বাবা-মায়ের জন্মের সার্টিফিকেট কোথা থেকে দেব?' এরপরই প্রধানমন্ত্রীকে ঠুকে তিনি বলেন, 'আমার যেমন জন্মের সার্টিফিকেট নেই, তেমনি আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীরও জন্মের সার্টিফিকেট নেই। যদি তাঁর জন্মের সার্টিফিকেট থাকে তাহলে সেটা জাল।' তবে উদয়নের দাবি, জন্মের সার্টিফিকেট না থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর কোনও সমস্যা নেই। কারণ তিনি গুজরাটি ও হিন্দি ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু যাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। উদয়নের মন্তব্য, 'বাংলা বলা মানে আমি অনুপ্রবেশকারী।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি সন্দেহে হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যে সম্প্রতি চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে বাঙালিদের একাংশের একটা আবেগ কাজ করছে। সেই আবেগকেই কাজে লাগাতে চাইছে তৃণমূল। উত্তমকে নিয়ে আন্দোলন বা উদয়নের এদিনের মন্তব্য তাই পরিকল্পিত পদক্ষেপ।

ঘাসফুলের ছক

- উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে এনআরসির নোটিশের বিষয়টি তৃণমূল ভালোভাবে নিচ্ছে না
- সেটা অসম সরকারকে বোঝানোর জন্য আন্দোলনের ছক
- বক্সিরহাটে অসম গেটের সামনে ২৭ জুলাই দিনভর অবস্থান বিক্ষোভ
- তাতে উপস্থিত থাকবেন খোদ উত্তম

NOTICE

Notice for filling up vacancy of helper at Khagrabari H.C Vidyapith is published vide order memo no 908/BCW/CB dated: 17.06.2025. Notice can be viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
Block Development Officer
Cooch Behar II Development Block

Block Development Officer Sadar Block, Jalpaiguri

NIT NO. WB/JAL/SADAR/B.D.O/ 06 /25-26, DATED: 22/07/2025 invited by the undersigned for 03 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri Period and time for download of bidding documents: From 22/07/2025 Time: 18.00 Hour To: 05/08/2025 Time: 14.00 Hours. Please visit on Website: www.wbtenders.gov.in Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/- Block Development Officer,
Sadar Block, Jalpaiguri

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৫৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। নিজের বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পাবেন। **বৃষ :** পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ আরও বাড়বে। লিভারের সমস্যায় ভোগান্তি। **মিথুন :** কোনও গোপন জিনিস প্রকাশ্যে আসায় সম্মানহানির আশঙ্কা। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাদ দিন। **কর্কট :** কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে চলেছেন। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। **সিংহ :** কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। **কন্যা :** বহুদিন ধরে চলা মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্যে সময় দিন। **তুলা :** প্রিয়জনদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। সংগীতশিল্পীরা ভালো সুযোগ পাবেন। **বৃশ্চিক :** রাগ সংবরণ করতে না পারলে পারিবারিক বিবাদ বাড়বে। ব্যবসায় সুফল পেতে পারেন। **ধনু :** সঠিক পরিকল্পনায় কোনও কাজে সাফল্য পাবেন। আইনি পেশার সঙ্গে যুক্তদের শুভ সময়। **মকর :** ভুল বোঝাবুঝিতে প্রিয়জনদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে। কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা। **কুম্ভ :** প্রেমের সম্পর্কে নতুন করে সমস্যা তৈরি হবে। ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা। **মীন :** রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা ছাড়ুন। আধ্যাত্মিক কাজে শান্তি পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ শ্রাবণ, ২৫ জুলাই, ২০২৫, ৮ শাওন, সংবৎ ১৬ শ্রাবণ সুদি, ২৯ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৭, অঃ ৬।২১। শুক্রবার, প্রতিপদ রাত্রি ১২।০। পুষ্যানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৫।২৭। বজ্রযোগ দিবা ৯।৩৭। কিন্তুঘ্নকরণ দিবা ১২।৩০ গতে ববকরণ রাত্রি ১২।০ গতে বালবকরণ। জন্মে-কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১২।০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পূর্ব্বে, রাত্রি ১২।০ গতে উত্তরে। বারবেলাদি- ৮।২৫ গতে ১১।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৩ গতে ১০।২৩ মধ্যে। যত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৫।২৭ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- ধান্যচ্ছেদন, অপরাহ্ণ ৫।২৭ মধ্যে পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ জলাশয়ারম্ভ দেবতাগঠন ক্রয়বিক্রয় বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫১ মধ্যে ও ৭।৪৪ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১।২ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৬।২১ মধ্যে রাত্রি ৭।৪৭ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ২।৫৬ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৮ গতে ১১।২১ মধ্যে ও ৩।৩৯ গতে ৫।৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বজ্রপাতে মৃত্যু

নিম্নচাপের জেরে ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতে বৃহস্পতিবার ১৩ জন মারা গেলেন। তাঁদের মধ্যে বাঁকুড়ার ৭ জন, পূর্ব বর্ধমানে ৫ জন ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ১ জন মারা গিয়েছেন। জখম অনেকে।

খুনি মা

পরকীয়ার কারণে শিশুকে হত্যা করল মা ও তাঁর প্রেমিক। নদিয়ার পলাশিপাড়ার ঘটনায় আটক করা হয়েছে অভিযুক্তদের। শিশুর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার

একের পর এক বাড়িতে চুরির পরে গলিয়ে ফেলা হয়েছিল লুট করা সোনা ও রুপোর গয়না। শেষ পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলা পুলিশের জালে ধরা পড়ল তিন অভিযুক্ত। ১৫ লক্ষ মূল্যের সোনা ও রুপো উদ্ধার হয়েছে।

কটাক্ষ মিঠুনের

বাংলা ও বাঙালি নিয়ে উসকানি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তর কলকাতার কর্মীসভায় বললেন মিঠুন চক্রবর্তী। 'ওনার কাজ এটাই, উসকানো। একটু উসকে দাও যদি ভোটের কাজে লাগে।' বলেন তিনি।

আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে সংশয়

কলকাতা, ২৪ জুলাই : কলকাতা হাইকোর্ট অগাস্ট মাসেই একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা দেওয়া নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে এই প্রকল্পের টাকা পাচ্ছে না রাজ্য সরকার। হাইকোর্টের নির্দেশের পর রাজ্যের পঞ্চায়েত সচিব পি উলগানাথন বুধবারই কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব ও যুগ্ম সচিবের সঙ্গে কথা বলেছেন। রাজ্য সরকারের বকেয়া ও এই প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার কথা তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন। কিন্তু অগাস্ট আসতে মাত্র এক সপ্তাহ বাকি থাকলেও এই রাজ্য এই প্রকল্পে টাকা পাবে কি না, তা নিশ্চিত নয়। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিস্তারিত জানিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। কেন্দ্রীয় সরকার কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা জানার জন্য অপেক্ষা করছে নবান্ন।

একাধিক অভিযোগ তুলে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এরপর এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়। তার প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দেয়, অবিলম্বে প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে। কেন্দ্র পদক্ষেপ করবে টাকা ছাড়ার ব্যাপারে। হাইকোর্টের নির্দেশের পর আশায় বুক বেঁধেছিল নবান্ন।

একশো দিনের কাজের প্রকল্প

এরপরই এই প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত সচিব পি উলগানাথন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে এখনই এই প্রকল্পে টাকা বরাদ্দের ব্যাপারে কোনও ভাবনাচিন্তা করছে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে এর আগেও বারবার সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক এই ব্যাপারে একটি টাস্ক ফোর্স তৈরির আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রায় দেড় বছর কেটে গেলেও তা হয়নি। প্রকল্পের কাজ করে বেতন না পাওয়া শ্রমিকদের সন্তুষ্ট করতে রাজ্য সরকার 'কর্মশ্রী' প্রকল্প চালু করে। তাতে ৫০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। এই মুহূর্তে ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকরা নির্যাতিত হচ্ছেন।

তাঁদের ঘরে ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু রাজ্যে ফিরে তাঁরা কী কাজ করবেন, তা নিয়ে চিন্তা রয়েছে নবান্নের। এক্ষেত্রে এই প্রকল্প শুরু হলে শ্রমিকদের আপাতত সেখানে নিযুক্ত করা যেত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখনও এই প্রকল্পে টাকা বরাদ্দ নিয়ে ভাবনাচিন্তা না করায় পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে পঞ্চায়েত দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

বিশিষ্ট আইনজীবীদের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকা ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাইকোর্ট টাকা না ছাড়লে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনতে পারে। সেক্ষেত্রে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিকভাবেও সুবিধা পাবে তৃণমূল।'

মহিলা আইএএস সবচেয়ে বেশি বাংলায়

কাজের পরিবেশই আগ্রহের কারণ, দাবি অনেকের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জুলাই : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ওএসডি থাকাকালীন কার্যত 'অপমানিত' হয়ে অপসারিত হতে হয়েছিল রাজ্যের মহিলা আইএএস নন্দিনী চক্রবর্তীকে। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব করে প্রাইজ পোস্টিং দিয়েছেন মমতা। শুধু নন্দিনী চক্রবর্তী নন, বন্দনা যাদব, স্মিতা পান্ডে, রোশনি সেন, মুক্তা আর্য সহ বহু মহিলা আইএএস এই রাজ্যে কর্মরত। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, জেলা শাসক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প বিভিন্ন দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন এই মহিলা আইএএস অফিসাররা। উল্লেখযোগ্যভাবে দেশের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে সবচেয়ে বেশি মহিলা আইএএস কর্মরত। এই

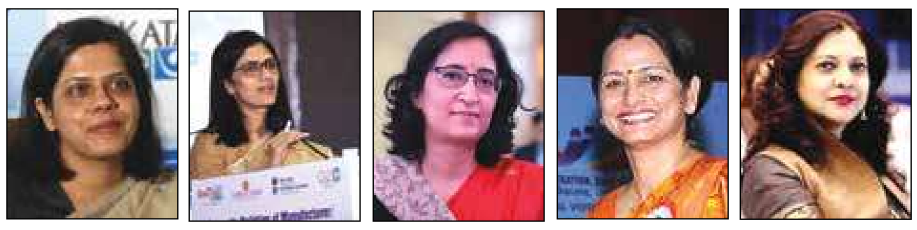

উল্লেখযোগ্য কয়েকজন। বাঁদিক থেকে নন্দিনী চক্রবর্তী, বন্দনা যাদব, সংঘমিত্রা ঘোষ, স্মিতা পান্ডে ও রোশনি সেন।

মুহূর্তে বাংলায় ৮৪ জন মহিলা আইএএস অফিসার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। অন্যান্য অফিসারের মতোই এই আইএএস অফিসারদের অত্যন্ত গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।

কিন্তু রাজ্যের মহিলা আইএএসদের আসার প্রবণতা কেন বা এই রাজ্যকে কেন তাঁরা বেছে নিয়েছেন, তা নিয়ে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে। তবে বিভিন্ন দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত মহিলা আইএসএস অফিসাররা এই নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না। তবে তাঁরা মনে করছেন, কর্মজীবনে ভারসাম্য, উচ্চপদে তুলনামূলকভাবে কম নিয়োগ অন্যান্য রাজ্যে কম হয়। সেদিক থেকে এরাজ্যে কাজের অনুকূল পরিবেশ, সুরক্ষিত কর্মস্থল, চাইল্ড কেয়ার ফেসিলিটি, সুবিধা মতো পোস্টিংয়ের সুযোগ পাওয়ায় মহিলারা এই রাজ্যকে বেছে নিচ্ছেন। তথ্য বলছে, ২০১০ সালে দেশে মাত্র ১২ শতাংশ মহিলা আইএএস অফিসার ছিলেন। ২০২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশে। ফলে মহিলাদের মধ্যে ইউপিএসসি পরীক্ষায় বসার প্রবণতা অনেক বেড়েছে। এক দশকের মধ্যে এই সংখ্যায় বদলের পিছনে অন্যতম কারণ লিঙ্গ নিরপেক্ষ পরীক্ষা, মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা, পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে সুযোগ রয়েছে। শুধু আইএএস নন, ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের মধ্যে মহিলারা এই রাজ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন।

বাঙালি মহিলা আইএএস অফিসার সংঘমিত্রা ঘোষ বলেন, 'আমি আমার এই পদে থেকে এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে পারি না। তবে কে কোন রাজ্যে কাজ করবেন, তা অনেকগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। তার মধ্যে নিজস্ব পছন্দ অবশ্যই রয়েছে।' রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী বলেন, 'এই নিয়ে আমি কোনও কিছু বলব না। তবে মহিলা আইএএস অফিসাররা নিশ্চয়ই কাজের পরিবেশের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ও দেখেন। তাই কী কারণে এরাজ্যে মহিলা আইএএস অফিসারের সংখ্যা বেশি, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।' নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই মহিলা আইএএস অফিসারদের গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই কারণেই এই রাজ্যে মহিলা আইএএস অফিসাররা স্বচ্ছন্দবোধ করছেন।

মহানায়ক সম্মানপ্রাপকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

বাংলা সিরিয়াল নিয়ে ক্ষুব্ধ মমতা

মহানায়ক সম্মান গৌতম, রূপঙ্কর, ইমনকে

কলকাতা, ২৪ জুলাই : বাংলা সিরিয়াল নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ধারাবাহিকগুলিতে যেভাবে 'বাজে কনটেন্ট' পরিবেশিত হচ্ছে, তা সমাজের অত্যন্ত ক্ষতি করছে বলে সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার মহানায়ক উত্তমকুমারের মৃত্যুদিবসে ধনধান্য স্টেডিয়ামে 'মহানায়ক সম্মান' প্রদান অনুষ্ঠান ছিল। সেখানেই মমতা তাঁর ক্ষোভ উগরে বলেন, 'সিরিয়ালে সারাক্ষণ বিষ দেওয়া, ঝগড়া, গুন্ডামি এসব দেখানো হচ্ছে। এতে বাচ্চারা ভুল শিখছে। অনেকে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে।' প্রযোজক ও পরিচালকদের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'দয়া করে খারাপ কিছু শেখাবেন না। এটার দিকে নজর দিন। সিরিয়াল টানতে গেলে রোজ রোজ গণ্ডগোল দেখাতে হবে, এটা ঠিক নয়। অনেক ভালো জিনিসও দেখানো যায়। সেগুলো দেখান না।'

তবে শুধু ধারাবাহিক নিয়ে নয়, ভিনরাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার নিয়েও এদিন সরব হন মমতা। বলেন, 'আজ বাংলা ভাষায় কথা বললে শাস্তি পেতে হচ্ছে। বাংলাভাষীদের জেলে ভরা হচ্ছে। এটা আমি বরদাস্ত করব না। ৩০ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। আমরা নতুন ভাষা আন্দোলন করব।' এদিন মহানায়ক সম্মান তুলে দেওয়া হল পরিচালক গৌতম ঘোষ, গায়ক রূপঙ্কর বাগচি, গায়িকা ইমন চক্রবর্তী, অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী, কলাকুশলী সোমনাথ কুণ্ডু, আনন্দ আঢ্যকে। ছোটবেলার স্মৃতিচারণা করে মমতা বলেন, 'আমাদের ভবানীপুরে অনেকগুলি সিনেমা-হল ছিল। মা আমাকে নিয়ে যেত। আমি কিছুটা দেখার পরই ঘুমিয়ে পড়তাম। কিন্তু ছোটবেলায় শোনা গানগুলি এখনও আমার ঠোঁটস্থ।' উত্তমকুমারকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মমতা বলেন, 'উত্তমকুমার আমাদের দেশের, জাতির গর্ব। উনি প্রত্যেকটা গানে লিপ দিতেন। এটা ওনার বিউটি। আমি জীবনে আফসোস নিয়ে বেঁচে আছি তাঁর সঙ্গে আমার কোনওদিন দেখা হয়নি বলে। সুচিত্রা সেন মৃত্যুর সাতদিন আগে দেখা করতে চেয়েছিলেন। সুপ্রিয়াদির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। কিন্তু উত্তমদার সঙ্গে আমার কোনওদিন দেখা হল না।'

বাংলার সিনেমার প্রসারে রাজ্যে আরও ১০০টি সিনেমা-হল তৈরি হচ্ছে জানিয়ে মমতা বলেন, 'অভিনেতা প্রসেনজিৎ এগুলির উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে বাংলা সিনেমা দেখার প্রবণতা মানুষের মধ্যে আরও বাড়বে।'

সিঁদুরে মেঘ দেখছেন নির্বাচনি আধিকারিকরা

সংশোধন নিয়ে চাপে কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ জুলাই : রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে প্রবল চাপে নির্বাচন কমিশনের রাজ্য দপ্তর। তালিকার এই বিশেষ সংশোধনের কাজ অগাস্টেই শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু, তার আগেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপানউতোরে সিঁদুরে মেঘ দেখছে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর।

বিহারে নির্বাচনের মুখে বিশেষ সংশোধনে প্রায় ৬০ লক্ষের মতো নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার জেরে কমিশনের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বিরোধীরা। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী কমিশনের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'কমিশনকে আমি সম্মান করি, কিন্তু ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিলে প্রয়োজনে কমিশন ঘেরাও করে প্রতিবাদ হবে।' ভোটার তালিকা বিশেষ সংশোধনের নামে বিজেপি আসলে এনআরসি করছে বলেও তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ইস্যুতে বাম, কংগ্রেসকেও পাশে পেয়েছেন মমতা। ভোটার তালিকা নিয়ে বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের এই একজোট হওয়াকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সুরেই এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া কি ভুল? আমরা চাই, রোহিঙ্গা ভোটার, ভুয়ো ভোটার, বাংলাদেশি ভোটার, মৃত ভোটারমুক্ত পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা।'

সাধারণত প্রতি বছরেই অগাস্ট থেকে বাৎসরিক ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু করে কমিশন। নভেম্বরে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়। পরে অভিযোগ ও দাবির নিষ্পত্তি করে ৫ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে কমিশন। এবার এই ভোটার তালিকা ধরেই '২৬-এর বিধানসভা ভোট হবে। কিন্তু তার মধ্যে এই বিশেষ সংশোধিত ভোটার তালিকার কাজ এসে পড়ায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন কমিশনের রাজ্য দপ্তর। কমিশনের এক আধিকারিকের মতে, '২৮ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের শুনানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে কমিশন। তবে ১৫ অগাস্টের মধ্যে ঘোষণা না হলে নির্ধারিত সময়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা কঠিন হবে।'

রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনে তৃণমূল স্তরে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের ওপরেই চাপ বাড়ছে। এরাজ্যে যেহেতু শাসকদলই কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে, তাই চাপ আরও বেশি। ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা বাদ দেওয়ার দায়িত্ব ইআরও'র।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা সংশোধনের কাজ করেন বিএলও বা বুথ লেভেল অফিসাররা। রাজ্যের প্রায় ৯৯ হাজার বুথের জন্য দরকার কমবেশি ১ লাখ বিএলও। চাপের

ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া কি ভুল? আমরা চাই, রোহিঙ্গা ভোটার, ভুয়ো ভোটার, বাংলাদেশি ভোটার, মৃত ভোটারমুক্ত পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা।

শমীক ভট্টাচার্য

রাজনীতির জেরে এবার যথেষ্ট সংখ্যায় বিএলও মিলছে না। আবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হলে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিএলও দরকার। এই পরিস্থিতিতে ভাতা বাড়িয়ে উৎসাহিত করতে চাইছে কমিশন। এখন থেকে বিএলওরা ১২ হাজার, সুপারভাইজাররা ১৮ হাজার করে ভাতা পাবেন। সঙ্গে ২ হাজার টাকা উৎসাহ ভাতাও মিলবে বলে জানিয়েছে কমিশন। তবে এত কিছুর পরেও রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ শুরু হলে পরিস্থিতি কী হবে তা নিয়ে শঙ্কা কাটছে না কমিশনের।

সীমান্ত জেলায় ৭ দিনে ৭৫ হাজার আবেদন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ জুলাই : উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে হঠাৎ ভোটার কার্ড পেতে আবেদনের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। গত ৭ দিনে ৭৫ হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। যা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী ঘটনা বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন। আবেদনের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। এইভাবে চলতে থাকলে কমিশনের ধারণা, আগামী দু-চারদিনের মধ্যে এই সংখ্যা লাখে গিয়ে পৌঁছোতে পারে। উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা মালদা, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় প্রতিদিনই স্থানীয় এলাকায় সংশ্লিষ্ট কমিশনের অফিসগুলিতে হাজার হাজার মানুষের ভিড় বাড়ছে ভোটার কার্ড পাওয়ার দাবিতে। গোটা ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা অবনতিরও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে বৃহস্পতিবার কমিশন সূত্রের খবর।

ওই সূত্রের খবর, কমিশনের পক্ষ থেকে আবেদনগুলি খতিয়ে দেখার কাজও শুরু হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক এদিন জানান, সাধারণত ভোটার কার্ড পাওয়ার আবেদন সংখ্যা ২৫ হাজারের মতো থাকে। এবার হঠাৎ আবেদনের সংখ্যা প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, বিশেষত রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। বিষয়টি কমিশনের বিশেষ নজরে এসেছে। ভোটার কার্ড পাওয়ার আবেদনগুলি খুঁটিয়ে দেখার কাজ অবশ্য কমিশন শুরু করেছে।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ভোটার তালিকার ওপর নিবিড় সংশোধনের কাজ বিহারে শুরু হওয়ায় মাত্রই বিরোধীদের প্রতিবাদের আঁচে উত্তপ্ত হয়েছে সারা দেশ। বিহারের প্রায় ৫৬ লক্ষের মতো ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গেও ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হওয়ার কথা। সম্ভবত সেই আশঙ্কা থেকেই রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ভোটার কার্ড পাওয়ার আবেদনের হিড়িক পড়ে গিয়েছে।

প্রকাশ্য বিবাদে শান্তনু-অতীন

কলকাতা, ২৪ জুলাই : প্রকাশ্যে বিবাদে জড়ালেন তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন ও বিধায়ক অতীন ঘোষ। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার থেকেই। অতীন ঘোষের অনুগামীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে শান্তনু ও তাঁর স্ত্রী কাকলি সেনের বিরুদ্ধে। এক বৃদ্ধাকেও চড় মারারও অভিযোগ ওঠে কাকলির বিরুদ্ধে।

এই ঘটনায় বুধবার রাতেই সিঁথিতে শান্তনুর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান অতীন ঘোষ ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। পালটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন শান্তনু। দুই নেতা একে অপরকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি।

প্রকাশ্যে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব

শান্তনু সেনের স্ত্রী কাউন্সিলার কাকলি সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এদিন সিঁথি থানার সামনে শান্তনু সেনের গ্রেপ্তারির দাবিতে বিক্ষোভও দেখান অতীন ঘোষ ও তাঁর অনুগামীরা।

অভিযোগ, ৬ নম্বর দমদম রোডে অতীনঘনিষ্ঠ বেশ কিছু তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি ঢুকে মারধর করা হয়েছে। শান্তনুর উপস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটেছে। এক বৃদ্ধাকে চড়ও মেরেছেন কাকলি। তারপরই শান্তনুর বাড়ি ঘেরাও করে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখান অতীন ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

অতীন ঘোষের সঙ্গে কথা বলার পর সেই ধর্না ওঠে। এদিন শান্তনু সেন বলেন, 'থানায় অভিযোগপত্রে যা জানানোর জানিয়েছি। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হচ্ছে এই ধরনের বিরোধী দল করে। তাহলে বিরোধীদের সঙ্গে আঁতাত আছে বলতেই হবে।' পালটা অতীন ঘোষ শান্তনুর বিরুদ্ধে গুন্ডাগিরি করেছেন বলে দাবি করেন।

এসএসসি পরীক্ষা

কলকাতা, ২৪ জুলাই : স্কুল সার্ভিস কমিশনের আবেদন গ্রহণ করল রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। ২০২৫ দ্বিতীয় এসএলএসটি-র পরীক্ষার জন্য দুটি দিন ধার্য করা হল। সেপ্টেম্বর মাসের ৭ ও ১৪ তারিখ পরীক্ষা হবে বলে এসএসসিকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০২৫-এর স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় ইতিমধ্যেই আবেদনের সময়সীমা শেষ হয়েছে।

২১ জুলাই বিকাল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করার সময়সীমা ছিল। তার মধ্যে ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭০০ জন আবেদন করেছেন। এর মধ্যে 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকার আবেদন সংখ্যা ১৩ হাজারের বেশি বলে জানিয়েছে কমিশন। তারপরই কমিশনের তরফে সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। তাতে সেপ্টেম্বর মাসের ওই দুটি তারিখে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে বলে জানানো হয়েছিল। সেইমতোই আবেদনে সায় দেওয়া হয়েছে।

শিং নেই তবু... বৃহস্পতিবার কুমোরটুলিতে। আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

ওবিসি মামলায় অগাস্ট পর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ২৪ জুলাই : ওবিসির নতুন বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট। ৩১ অগাস্ট বা পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ৫ অগাস্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, সুপ্রিম কোর্টে মামলা বিচারাধীন থাকার কারণে এখনই শুনানি করা হবে না। এদিকে ওবিসি শংসাপত্র বাতিল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের কাছে ফের এই নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মামলা করার অনুমতি দিয়েছেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি। সোমবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

২০১০ সালের পর ওবিসি তালিকাভুক্ত হওয়া শংসাপত্র বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। তারপর নতুন করে ওবিসি তালিকা প্রস্তুত করতেও বলা হয়েছিল। রাজ্য একটি সমীক্ষা করে নতুন বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছিল। তা নিয়েও হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। ৩১ জুলাই পর্যন্ত ওই বিজ্ঞপ্তির ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন সেই মেয়াদ বৃদ্ধি করার ফলে রাজ্যের কলেজ, মেডিকেলে ভর্তি নিয়ে জটিলতা অব্যাহতই রইল। এদিন সুপ্রিম কোর্টেও প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে

সোমে সুপ্রিম শুনানির সম্ভাবনা

আইনজীবী কপিল সিবাল জানান, এই বিষয়টি নিয়ে আগেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সাব ক্ল্যাসিফিকেশন করা হয়েছে। পরে আবার হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের হয়েছে। মামলাটি তালিকাভুক্ত হয়ে সোমবার শোনার সম্ভাবনা রয়েছে।

স্বামীর জামিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বধূকে ধর্ষণ

কলকাতা, ২৪ জুলাই : জেলবন্দি স্বামীকে ছাড়িয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই টোপ দিয়ে বীরভূম থেকে কলকাতায় আসতে বলেছিলেন গৃহবধূকে। কলকাতায় এনে তাঁকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক সেনাকর্মীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গৃহবধূ। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ওয়াটগঞ্জ এলাকা থেকে অভিযুক্ত সেনাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বীরভূমে একটি বিস্ফোরণ সংক্রান্ত মামলায় ওই মহিলার স্বামীকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। সেই সূত্রেই অভিযুক্ত মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ওই মহিলার। তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, জামিন সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। তাই মহিলাকে কলকাতায় আসতে বলা হয়। তিনি কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করা হয়। অভিযোগ, ওই মহিলার কিছু ছবি ভাইরাল করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই তাঁর স্বামী জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ওই মহিলা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার ভিত্তিতে অভিযুক্তকে একটি গেস্ট হাউস থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তরুণীর বয়ানও রেকর্ড করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ইউজিসি নেটে দেশ সেরা বঙ্গের নিলুফা

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২৪ জুলাই : দেবদত্তা মাঝির পর কাটোয়ার আরেক মেয়ের ভারত জয়। ২১ জুলাই ইউজিসি নেটের ফল প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে সর্বভারতীয় স্তরে বাংলায় ১০০ পার্সেন্টাইল নম্বর পেয়ে ৩ হাজার ৬৮৪ জনের মধ্যে প্রথম হয়েছেন নিলুফা ইয়াসমিন। তাঁর এই সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, '২০২৫-এর ইউজিসি নেট জুনের ফলাফলে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার নিলুফা ইয়াসমিনকে বাংলায় ১০০ পার্সেন্টাইল পাওয়ার জন্য শুভেচ্ছা রইল। একই সঙ্গে গণজ্ঞাপন এবং সাংবাদিকতায় সর্বভারতীয় স্তরে দ্বিতীয় হওয়ার জন্য রিক্তা চক্রবর্তীকেও অভিনন্দন। তোমাদের কৃতিত্বে রাজ্য গর্বিত। তোমাদের মা-বাবা, অভিভাবক এবং শিক্ষকদেরও অভিনন্দন।'

বর্তমানে নিলুফা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পদাবলি এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংগীতের প্রভাব কতটা, সেই বিষয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পিএইচডি করছেন। ছোট থেকেই স্কুল হোক বা কলেজ সবেতেই প্রথম হয়েছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়েও স্নাতকোত্তর স্তরে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন। কিন্তু দেশের মধ্যে প্রথম হওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে তাঁর মুকুটে এক বিশেষ পালক যোগ করল।

নিলুফা জানিয়েছেন, দেশের মধ্যে প্রথম হওয়ার সাফল্য অর্জনের বিষয়টি অবশ্যই কৃতিত্বের। কিন্তু তাতে ভাগীদার পরিবার, কর্মক্ষেত্রের সঙ্গীরাও। কারণ, প্রথম দু'বার পরীক্ষা দিলেও জেআরএফ পাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। কিন্তু তারপরেও তাঁকে লক্ষ্যে স্থির থাকতে সাহায্য করেছেন এরা সকলেই। নিলুফার ছোট থেকেই গানের প্রতি রয়েছে অদম্য ভালোবাসা। কথা প্রসঙ্গেই জানালেন, গান গাইতে ভালোবাসেন বলে ইউটিউবে মাঝেমাঝে তার ভিডিও পোস্ট করেন নিলুফা। পিএইচডি-র কাজের মাঝে পড়াশোনা সামলাতেন কীভাবে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি

বলেন, 'বাড়ি থেকে অনেকটা সাহায্য করেছে আমাকে। পড়াশোনার ব্যাপারে আমার গাইড তথা বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রমেনকুমার সর সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন।'

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর আগেও ২০২১-এ ছন্দমঞ্জরী চট্টোপাধ্যায় এবং ২০২৩-এ প্রিয়াংকা কুণ্ডু ইউজিসি নেট জেআরএফ-এ সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম হয়েছিলেন। নিলুফা তাঁদের সান্নিধ্যে থেকেও কাজ শেখার সুযোগ পেয়েছেন। অধ্যাপক রমেনকুমার সর জানিয়েছেন, বাংলা বিভাগের ছাত্রীরা বছরের পর বছর এই ধারা বজায় রাখতে পেরেছেন, এটা খুবই আনন্দের বিষয়। তৃতীয় বার পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত নিলুফা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তবে তিনি আরও বলেন, 'কৃতীরা বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত বিষয় নিয়ে গবেষণার কাজ করছেন, তাতে লাইব্রেরির ওপরই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয়। এতে গবেষণার কাজে যথোপযুক্ত তথ্যের ঘাটতি এবং পরবর্তীকালে তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। ফলে কাজের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থেকেই যাচ্ছে।'

চলতি বছরের ইউজিসি নেট-এ জুনিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে আবেদনের যোগ্যতা অর্জন করেছেন ৫ হাজার ২৬৯ জন। তাঁদের মধ্যে রাজ্য থেকে বাংলা বিষয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ৩ হাজার ৬৮৪ জনের মধ্যে প্রথম হয়েছেন নিলুফা এবং গণজ্ঞাপন এবং সাংবাদিকতায় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছেন মধ্যমগ্রামের রিক্তা চক্রবর্তী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ঘরে ফেরা। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আনসাদ চৌধুরী।

নদীভাঙন ঠেকাতে জয়গাঁয় নতুন তিনটি গার্ডওয়াল

১৩ কোটির কাজ করবে জেডিএ

জয়গাঁ, ২৪ জুলাই : ভুটান সীমান্তবর্তী জয়গাঁ ও জয়গাঁ সংলগ্ন এলাকাকে ঢেলে সাজাতে নানা ধরনের পরিকল্পনা নিয়েছে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদ। এলাকার উন্নয়নে প্রায় ১৩ কোটি টাকার কাজ হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল যোগীখোলা ও গোবরজ্যোতি নদীতে গার্ডওয়াল তৈরি এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প রক্ষার জন্য সীমানা প্রাচীর বানানো। পরিকল্পনামাফিক কয়েকটি কাজ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া শুরু হয়েছে। বাকিগুলিরও টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ চলছে বলে পর্ষদ সূত্রে খবর। বৃহস্পতিবার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের প্রাচীর ও যোগীখোলা নদীর গার্ডওয়াল পরিদর্শন করতে এলাকায় যান জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। তাঁর কথায়, 'নদীভাঙন বন্ধ করার ব্যাপারেই আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। সারা বছর ওই নদীগুলি শুকনো থাকলেও বর্ষায় ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। এছাড়া ভারী বৃষ্টি হলেও নদীর জল এলাকায় প্রবেশ করে। এভাবে অনেকেই ভিটেমাটিহারা হয়েছেন। সেই আতঙ্ক যাতে আর ফিরে না আসে সেই জন্যই প্রাচীরের কাজ শুরু করা হয়েছে।'

বর্তমানে চলা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে একটি হল জয়গাঁর খোকলাবস্তি এলাকার ভারত-ভুটান সীমান্তে প্রোটেকশন ওয়াল নির্মাণ। যোগীখোলা, গোবরজ্যোতি নদী এলাকায় এই প্রোটেকশন ওয়ালের কাজ চলছে। এছাড়া জয়গাঁ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের সামনেও সীমানা প্রাচীরের নির্মাণকাজ চলছে। তিনটি জায়গাতেই এক কিলোমিটার লম্বা প্রাচীর তৈরি হবে। গোবরজ্যোতি ও যোগীখোলা নদী দুটি বর্ষার সময় খোকলাবস্তি ও রাইগাঁও এলাকার ত্রাস হয়ে ওঠে। নদীগুলি থেকে জল বাড়লেই গ্রামগুলিতে জল ঢোকে। এর ফলে গ্রামবাসীদের ঘর থেকে কাদাজল পরিষ্কার করতে হয়। পাশাপাশি এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দার জমি ও সুপারি বাগান নদীর গ্রাসে চলে গিয়েছে। দীর্ঘদিনের ওই সমস্যা সমাধান করতেই এবার গার্ডওয়াল তৈরি করছে জেডিএ।

গোবরজ্যোতি নদী শুকনো থাকলে খোকলাবস্তির ইন্দ্রাণী এবং হিমালি টোলের মধ্যে হেঁটেই যাতায়াত করা যায়। এলাকাবাসী বহুদিন ধরে একটি সেতুর দাবি করলেও তা এখনও পূরণ হয়নি। এলাকার বাসিন্দা মায়া ছেত্রী বলেন, 'নদীর ধার ধরে পাকাপোক্ত গার্ডওয়াল তৈরি হচ্ছে। কাজ নিয়ে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই। এর ফলে পরের বর্ষায় আমাদের আর দুর্ভোগে পড়তে হবে না। তবে আমরা এবার একটি সেতু চাইছি। সেতু তৈরি হয়ে গেলে আমাদের আরও সমস্যা মিটে যাবে।'

অন্যদিকে যোগীখোলা নদী জয়গাঁর রাইগাঁও-এর পাশ দিয়ে বয়ে চলে। এই নদীটিও ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। ভরা বর্ষায় নদীর গভীরতা প্রায় ৩০ ফুটের কাছাকাছি চলে যায়। গত বছর থেকে রাইগাঁও এলাকাতেও নদীর জল প্রবেশ করে সমস্যা তৈরি করছে। এর ফলে বাসিন্দারা প্রায় ১৫ দিন এলাকার বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। গতবারের থেকে শিক্ষা নিয়ে যোগীখোলাতেও তাই গার্ডওয়াল নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছে। এবিষয়ে এলাকার বাসিন্দা অর্জুনা ছেত্রীর কথায়, 'ভুটান থেকে আসা প্রতিটি নদী, ঝোরা বর্ষাকালে ফুলেফেঁপে ওঠে। তবে যোগীখোলা গত বছর থেকে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।' অন্যদিকে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে গড়ে ওঠা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি যোগীখোলা নদীতে তলিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে এলাকার বাসিন্দারা। বিষয়টি নজরে আসতে সেখানেও প্রাচীরের কাজ শুরু করা হয়েছে।

যোগীখোলা নদীর গার্ডওয়াল পরিদর্শনে জেডিএ'র চেয়ারম্যান। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

আশার আলো

- গার্ডওয়ালের কাজ শুরু হয়েছে যোগীখোলা ও গোবরজ্যোতি নদীতে
- যোগীখোলা নদী সংলগ্ন সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প রক্ষার জন্যও প্রাচীর তৈরি করা হচ্ছে
- বৃহস্পতিবার গার্ডওয়াল পরিদর্শন করতে এলাকায় যান জেডিএ'র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা

ধান বাঁচাতে চাষিদের পরামর্শ

ফালাকাটা, ২৪ জুলাই : চলতি বছরে বৃষ্টির দেখা নেই। বৃষ্টি হলেও তা নিয়মিত নয়। এই পরিস্থিতিতে সেচ দিয়ে চাষিরা আমন ধানের চাষ করছেন। কিন্তু ধান রোপণের পর ফের জলের প্রয়োজন হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ধানের জলবায়ু সহনশীল পদ্ধতি নিয়ে ফালাকাটা ব্লক কৃষি দপ্তরের অফিসে এক সচেতনতামূলক আলোচনা হয়। সেখানে ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের ৫০ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

অনেক চাষি দুই-তিন সপ্তাহ আগেই সেচ দিয়ে আমন ধান রোপণ করেছেন। আবার কেউ কেউ এক সপ্তাহ আগে ধান লাগিয়েছেন। কিন্তু একটানা ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় জল শুকিয়ে যাচ্ছে।

ফালাকাটা ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাসের কথায়, 'চাষিদের এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। কয়েকদিন আগে কিছুটা ভারী বৃষ্টি হয়েছিল। তখন খাল, বিল, নয়ানজুলিতে কিছুটা জল জমে। আবার অনেকের ধানখেতের পাশে নদীও রয়েছে। তাই ধান রোপণের পর এখন এইসব জল চাষিরা কাজে লাগাতেই পারেন।' তবে ধান লাগানোর পর মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হলে জলের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

এদিনের আলোচনা সভায় ধনীরামপুর, খাউচাঁদপাড়া, বাগানবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার ৫০ জন চাষি উপস্থিত ছিলেন। সবাই

আমন ধানের চাষ করেছেন। তাই ধানের জলবায়ু সহনশীল পদ্ধতির বিষয়গুলি চাষিরা ভালোমতো শুনে নেন। অনিল বর্মন নামে এক চাষির বক্তব্য, 'ধানখেত রক্ষা করতেই হবে। সেজন্যই এদিনের আলোচনা সভায় যোগ দিই। কৃষি আধিকারিকরা নানাভাবে আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন। সেইসব পরামর্শ মেনেই এখন ধানখেত রক্ষার চেষ্টা করব।' নির্মল অধিকারী নামে আরেক চাষিরও একই বক্তব্য।

বেশি দাম নেওয়ায় বন্ধ সারের দোকান

মাদারিহাট, ২৪ জুলাই : মাদারিহাট বাসস্ট্যান্ডে থাকা একমাত্র সারের দোকান বন্ধ করে দিল আলিপুরদুয়ার জেলা কৃষি আধিকারিক। ওই দোকানে সারের সহায়কমূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দাম নেওয়া হত বলে অভিযোগ উঠেছে। এরফলে কৃষকরা সমস্যায় পড়েছিলেন। কৃষকদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা কৃষি আধিকারিক সর্বেশ্বর মণ্ডল। মাদারিহাট ছাড়াও ফালাকাটারও একটি সারের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সর্বেশ্বর আরও বলেন, 'আমরা প্রথমে ৭ দিন সময় দিয়েছি। এই কয়েকদিন দোকান বন্ধ থাকবে। তারপরেও ফের অবৈধ কাজ করলে আবার ৭ দিনের জন্য দোকান বন্ধ করে দেওয়া হবে। শেষপর্যন্ত কোনও কাজ না হলে আমরা দোকানের লাইসেন্স বাতিল করে দেব।' মাদারিহাট ও ফালাকাটার দুই ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে সারের জন্য অবৈধভাবে সহায়কমূল্যের

মাদারিহাট

থেকে অনেক বেশি দাম নিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। এবিষয়ে সর্বেশ্বর জানান, দোকানদারদের অনিয়ম ধরতে একটি দল তৈরি করা হয়েছে। দলের সদস্যরা জেলাজুড়ে নিয়মিত অভিযান চালাবেন। কৃষকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেই কারণে নজরদারি শুরু করা হয়েছে।

করাতকলে তালা

রাঙ্গালিবাজনা, ২৪ জুলাই : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা চৌপথির কাছে পশ্চিম খয়েরবাড়িতে বৃহস্পতিবার একটি করাতকল বন্ধ করে দিল বন দপ্তর। জলদাপাড়ার ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও ওই করাতকলে গাছের গুঁড়ি চেরাই করা হচ্ছিল।'

বন দপ্তর সূত্রের খবর, এটি সেকেন্ডারি ইউনিট। লাইসেন্স থাকলেও এখানে গুঁড়ি চেরাই করা যায় না। ওই করাতকল থেকে নথিপত্রবিহীন প্রায় ৩৫ সিএফটি সেগুন, গামারি, জারুল এবং শিশু গাছের গুঁড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত কাঠের বাজারদর প্রায় ৭০ হাজার টাকা বলে অনুমান। বন দপ্তরের মাদারিহাট রেঞ্জ সূত্রের খবর, করাতকলটির ওপর নজর রাখা হচ্ছিল আগে থেকেই। কারণ বিভিন্ন এলাকায় বন থেকে বেআইনিভাবে কাটা গাছের গুঁড়িগুলি সেখানে চেরাই করার খবর ছিল। গুঁড়িগুলি কোন জায়গা থেকে আনা হয়েছিল, জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

টুকরো খবর

কলেজ কমিটি

সোনাপুর, ২৪ জুলাই : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর পীযূষকান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয়ে পরিচালন সমিতি ঘোষণা করা হল বৃহস্পতিবার। পরিচালন সমিতির সভাপতি হয়েছেন সুবীর ঘোষ। আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের শিক্ষক সুবীর তৃণমূলের শিক্ষক নেতা। এছাড়াও তিনি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে'র জামাই। অন্যদিকে, তৃণমূলের আরেক শিক্ষক নেতা দেবব্রত পাল এবং আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি তুষারকান্তি রায়কেও সদস্য করা হয়েছে।

বাড়িতে দীপক

জটেশ্বর, ২৪ জুলাই : মঙ্গলবার সকাল থেকেই এনআরসি'র নোটিশ ইস্যুতে সরগরম জটেশ্বর। সেখানকার বাসিন্দা অঞ্জলি শীলের নামে একটি নোটিশ ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তারপর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা তাঁদের বাড়িতে ভিড় করছেন। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ সেখানে যান ফালাকাটার বিধায়ক বিজেপির দীপক বর্মন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল এনআরসি'র জুজু দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

হেনস্তা

ফালাকাটা, ২৪ জুলাই : ১১ বছরের এক নাবালিকাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বুধবার ফালাকাটায় ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, ফাঁকা বাড়িতে নাবালিকাকে একা পেয়ে ওই ব্যক্তি তাকে খারাপভাবে স্পর্শ করে। এমনকি তাকে হেনস্তাও করা হয় বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই অভিযুক্তকে ধরে স্থানীয়রা মারধর করেছেন। পরে অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মেয়েটির পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট

কুমারগ্রাম, ২৪ জুলাই : এভিবাড়িতে পাকা রাস্তার পাশে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারের উপর আচমকা গাছের ডাল ভেঙে পড়ায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হল এলাকা। বৃহস্পতিবার বিকেলে কুমারগ্রাম বাজার সহ আশপাশের এলাকায় প্রায় আধঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। পরে কুমারগ্রাম ৩৩ কেভি সাব-স্টেশনের বিদ্যুৎকর্মীরা গাছের ডাল সরিয়ে দেন।

হাসপাতালের বাইরে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃতদের আত্মীয়। -জয়দেব দাস

তোর্ষায় মৃত্যু তরুণ-তরুণীর

কোচবিহার, ২৪ জুলাই : তোর্ষায় নেমে ফের বিপর্যয়।

স্নান করতে নেমে দুই তরুণ-তরুণী তলিয়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন। বৃহস্পতিবার কোচবিহার শহর সংলগ্ন কাড়িশাল এলাকার ঘটনা। এদিন দুপুরে বেশ কয়েকজন মিলে সেখানে স্নানে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে চারজন তলিয়ে যেতে থাকেন। দুজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও শুভ্রজিৎ সরকার (১৮) ও রূপা দাস (১৮) তলিয়ে যান। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'ওই দুজনকে উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।' গত তিন বছরে তোর্ষার এই জায়গায় তিনজন তলিয়ে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। একই জায়গায় বারবার এধরনের ঘটনায় প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বেশ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে এদিন তোর্ষায় স্নানে নামলে প্রথমে দুজনকে ডুবতে দেখা যায়। সেই সময় বাকি বন্ধুরা তাঁদের বাঁচাতে নামেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরাও ডুবে যেতে থাকেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তা দেখতে পেয়ে তাঁদের বাঁচাতে নামেন। দুজনকে নদী থেকে তুলে আনা সম্ভব হলেও শুভ্রজিৎ ও রূপা প্রাণ হারান। উদ্ধারকারী সাহিনুর হোসেন বলেন, 'বেশ কয়েকজনকে ডুবতে দেখে আমরা দুজনকে টেনে তুলি। দুজন আগেই তলিয়ে গিয়েছে বলে তখন তাঁরা আমাদের জানান। তারপর আমরা বাকি দুজনকে পাই।'

কমলার চারা বিলি

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই : বক্সার কমলা চাষের হৃতগৌরব ফেরাতে এবার উদ্যোগ নিল আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। দার্জিলিংয়ের ম্যান্ডারিন প্রজাতির কমলা চাষ হবে এবার বক্সায়। সেজন্য বৃহস্পতিবার উদ্যানপালন দপ্তরের উদ্যোগে বক্সার কমলাচাষিদের মধ্যে সেই গাছের চারা বিতরণ করা হল। এদিন সান্তালাবাড়িতে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর দীপক সরকার বলেন, 'বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামের ১৫০ জন চাষিকে এদিন দপ্তরের পক্ষ থেকে ৮০টি করে চারাগাছ বিলি করা হয়। এদিন দুজন কৃষি বিজ্ঞানী কমলা চাষ নিয়ে চাষিদের নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন।'

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বক্সার তাপমাত্রা ও মাটি কমলা চাষের পক্ষে উপযুক্ত। বিশেষ করে ভুটান, নাগপুর ও দার্জিলিং প্রজাতির কমলা চাষ করা সম্ভব এখানে। তবে পোকা ও ফাঙ্গাসের জন্য অনেক সময় চারার ক্ষতি হয়। সে সব বাধা কী করে অতিক্রম করা যায় সে বিষয়েই এদিন পরামর্শ দেওয়া হয়। একেবারে নতুন প্রজাতির কমলার চারা পেয়ে স্বভাবতই খুশি বক্সার কমলাচাষিরা।

ইউজিসি'র শোকজ নিয়ে বিভ্রান্তি

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই : অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি গঠনে নিয়ম মানেনি আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন (ইউজিসি) শোকজ করেছে। বুধবার রাতেই ইউজিসির এমন শোকজ নোটিশ ঘিরে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, ইউজিসি ভুল করে নোটিশে তাদের নাম রেখেছে। ইউজিসির গাইডলাইন মেনেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অ্যান্টি র‍্যাগিংয়ের যাবতীয় কাজ অনলাইনে করে রেখেছে। তবে দেশের ৮৯টি বিশ্ববিদ্যালয় শোকজের তালিকায় রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে আলিপুরদুয়ারের নাম থাকা নিয়েই উত্তরবঙ্গের শিক্ষাজগতে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

যদিও আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরী জানিয়েছেন, গতকাল রাতেই বিষয়টি তাঁদের নজরে এসেছে। ইউজিসি ভুল করে তাঁদের নাম প্রকাশ করেছে বলে দাবি তাঁর। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা ইতিমধ্যেই ডকুমেন্টস সহ সব পোর্টালে আপলোড করেছি।'

ইউজিসি দেশের ৮৯টি বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে। তালিকায় ৭০ নম্বরে নাম রয়েছে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের। বুধবার রাতে ওই শোকজ নোটিশ পায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, ছাত্রছাত্রীদের সম্মতি ছাড়াই অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি তৈরি করেছে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় সহ ওই প্রতিষ্ঠানগুলি। পাশাপাশি, নিয়ম অনুযায়ী ইউজিসি-কে কোনও মতামত জমা দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ইউজিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিকবার নির্দেশিকা পাঠানো হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই নির্দেশ মানেনি। এমনকি বাধ্যতামূলক নিয়ম থাকা সত্ত্বেও, অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সম্মতিও জমা নেয়নি কর্তৃপক্ষ।

যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, নিয়ম মতোই তারা কাজ করেছে। এমনকি ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির সময় অ্যান্টি র‍্যাগিং অপশনে ক্লিক করে সম্মতিও দিয়েছেন। সেই মুচলেকা সহ যাবতীয় ডকুমেন্টস ইতিমধ্যেই ইউজিসি-কে পাঠানো হয়েছে।

বক্সা পাহাড়ে কৃষকবন্ধু

সমীর দাস

কালচিনি, ২৪ জুলাই : কালচিনি ব্লকের দুর্গম বক্সা পাহাড়ের সাত-আটটি গ্রামের মানুষ মূলত কৃষিকাজের ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। তাই তাঁদের কৃষিকাজে উন্নতিসাধনের জন্য উদ্যোগ নিল কৃষি দপ্তর। এবার বিশেষ শিবিরে নতুন করে এলাকার কৃষকদের কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ শুরু হল। সরকারি অনুদান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র জমা নেওয়ার কাজ শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। বক্সা পাহাড় থেকে ব্লক কৃষি কার্যালয়ের দূরত্ব অনেকটাই। যোগাযোগ ব্যবস্থাও তেমন ভালো নয়। সেজন্য পাহাড়ের কৃষকদের সুবিধার্থে বৃহস্পতিবার সান্তালাবাড়িতে আবেদনপত্র জমা নেওয়ার জন্য বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। কৃষকদের উৎসাহিত করতে আগেই বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের রাগি, মরুয়ার মতো মিলেটজাতীয় শস্যের বীজ বিতরণ করা হয়েছিল।

নতুন আবেদনপত্র নেওয়া ছাড়াও এর আগে যাঁরা প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদন করেছিলেন সেই কৃষকের আবেদনপত্রেও কিছু ভুল ছিল। সেই ভুল সংশোধনের কাজও এদিন করা হয়। এছাড়া নতুন করেও আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়েছে। এদিন প্রায় ২০ জন নতুন করে আবেদন করেন। অন্যদিকে ভুল সংশোধন করে প্রায় ১০০ জন কৃষকের আবেদনপত্র ফের জমা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কালচিনি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা প্রবোধকুমার মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'আগামী ১০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীরা সরকারি অনুদানের টাকা পাবেন।' কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষকরা জমির পরিমাণ অনুযায়ী বছরে দু'বার ৫ হাজার টাকা করে সর্বাধিক ১০ হাজার ও সর্বনিম্ন ২ হাজার করে ৪ হাজার টাকা পাবেন। বর্ষা ও শীতকালীন চাষবাসের জন্য তাঁরা এই টাকা খরচ করতে পারবেন।

জমি কর্ষণ, উন্নতমানের ফসলের বীজ কেনা ও চাষে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি দিতে প্রকল্পের টাকা কৃষকদের সাহায্য করবে। আদমা, চুনাভাটি, সান্তালাবাড়ি, বক্সা সহ ৪-৫টি গ্রামের কৃষকরা এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি এদিন উপস্থিত ১০০ জন কৃষককে ৭০টি করে কমলালেবু গাছের চারা বিতরণ করেছে উদ্যান বিভাগ। ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা ছাড়াও শিবিরে এদিন ছিলেন আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, কৃষি দপ্তরের জেলা ডেপুটি ডিরেক্টর সর্বেশ্বর মণ্ডল, আলিপুরদুয়ার মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা রজত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সান্তালাবাড়িতে বিশেষ শিবিরে কৃষকদের আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়।

ফালাকাটায় দুটি পথ দুর্ঘটনা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৪ জুলাই : বৃহস্পতিবার ভোরে ফালাকাটা-ধূপগুড়ি সড়কের বগরিবাড়িতে একটি পিকআপ ভ্যানকে ধাক্কা মারে ট্রাক। দুটি গাড়ির কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। অন্যদিকে, এদিন ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের শিশাগোড়ে চলন্ত গাড়ি থেকে চাকা খুলে যায়। পণ্যবাহী একটি ট্রাকের অ্যাক্সেল ভেঙে পেছনের চাকা খুলে গিয়ে পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে। বেহাল মহাসড়কের খানাখন্দের জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান ট্রাকের চালক।

বগরিবাড়িতে সড়ক দুর্ঘটনার পর ট্রাক ও পিকআপ ভ্যান দুটি রাস্তার ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল। ফালাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে আটক করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই বগরিবাড়িতে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। কয়েকদিন আগে এখানে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২০ জন যাত্রী জখম হয়েছিলেন। স্থানীয় পঙ্কজ বসাকের কথায়, 'এদিন ভোরে যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন আশপাশে সেরকম লোকজন ছিল না।'

অন্যদিকে, ফালাকাটা থেকে ট্রাকে রাসায়নিক সার নিয়ে আলিপুরদুয়ারের ভাটিবাড়ি যাচ্ছিলেন চালক তথা গাড়ির মালিক বিশ্বজিৎ মল্লিক। শিশাগোড়ে এসে তাঁর গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ট্রাকের চালক বিশ্বজিতের বক্তব্য, 'কৃষক বাজার মোড় থেকে ভাঙা রাস্তা শুরু। দোলং মোড়, সাইনবোর্ড, আসাম মোড়, বালুরঘাট, চরতোর্ষা ডাইভারশন এলাকায় সব থেকে রাস্তা খারাপ। রাস্তার বড় বড় গর্তের কারণেই এদিন দুর্ঘটনা ঘটেছে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যাই।' ফালাকাটা-পুণ্ডিবাড়ি রাস্তায় গেলেই এমন দুর্ঘটনায় পড়তে হত না বলে তিনি আক্ষেপ করেন।

গরম ও লো ভোল্টেজের গেরো, ক্লাস গাছতলায়

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ২৪ জুলাই : বাংলা ক্যালেন্ডার বলছে এখন শ্রাবণ মাস। কিন্তু আবহাওয়া দেখে বোঝার উপায় কোথায়! বৃষ্টির দেখা নেই। তীব্র তাপপ্রবাহে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের হাঁসফাঁস অবস্থা। ঘোর বর্ষাকালে এমন গ্রীষ্মের পরিবেশে সমস্যা আরও বাড়িয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। লো ভোল্টেজের কারণে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর পীযূষকান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষিকারা নাজেহাল।

অগত্যা গাছতলাই ভরসা। গরম থেকে স্বস্তি পেতে অধ্যাপকরা গাছতলায় এসে ক্লাস করালেন। বৃহস্পতিবার গাছতলায় বসে কলেজের বেশ কয়েকটি ক্লাস হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গরম থেকে স্বস্তি পেতেই এরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়। অন্যদিকে, এভাবে ক্লাস করে নতুন অভিজ্ঞতা হল বলে জানিয়েছেন কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও।

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু প্রায় ৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা অনুভূত হয়েছে। গরমে জেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হচ্ছে। পীযূষকান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে এখনও ব্লকের সোনাপুর বিকে হাইস্কুলে চলছে। ২০১৫ সাল থেকে স্কুলের কয়েকটি ক্লাসরুমে কলেজ চলে। এতদিন কোনওভাবে সহ্য করা গেলেও টিনের ছাউনি দেওয়া ক্লাসরুমগুলিতে প্রচণ্ড গরমে এদিন ক্লাস করানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল বলে অধ্যাপকরা জানিয়েছেন। যেমন কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সেলিম সুব্বা বলেন, 'কয়েকটা ক্লাসরুমে তবু গাছের ছায়া পড়ে সেখানে ক্লাস নেওয়া যায়। তবে বাকি কিছু ক্লাসরুমে তা অসম্ভব। এছাড়া লো ভোল্টেজের জন্য ফ্যানও ঠিক করে চলে না। সেজন্যই এদিন আমরা গাছতলায় ক্লাস নিতে বাধ্য হয়েছি।'

বৃহস্পতিবার তৃতীয় সিমেস্টারের ইতিহাস মেজর ও ইতিহাস পাশ কোর্সের ক্লাস হয় গাছের ছায়ায়। অন্যদিকে ভূগোল ও এডুকেশন বিভাগের ক্লাসও একইভাবে চলেছে। গরমে এদিন কলেজে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার কম ছিল। সে কারণেই এভাবে ক্লাস করানো সহজ হয়েছে। কলেজের ছাত্রী পায়েল রায়, প্রীতিকা লাকড়াদের মতে, গাছতলায় ক্লাসরুমের থেকে অনেক বেশি আরামদায়ক পরিবেশ ছিল।

অন্যদিকে কলেজের অধ্যক্ষ শংকরপ্রসাদ দে-র বক্তব্য, 'কলেজে মাঝেমধ্যেই লো ভোল্টেজের সমস্যা থাকে। গরমে এই সমস্যা আরও বেশি করে বোঝা যায়।'

তবে কেন দিনের পর দিন লো ভোল্টেজের সমস্যা চলছে? এব্যাপারে জানতে চাওয়ায় হলে বিদ্যুৎ দপ্তরের পুরানবাজার স্টেশনের ম্যানেজার সৌতন চৌধুরী বলেন, 'ওই এলাকায় লো ভোল্টেজ নিয়ে আমরা কোনও অভিযোগ পাইনি। তবুও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। তবে এদিন বিদ্যুতের একটি সমস্যা ছিল। বিভিন্ন জায়গায় কাজ চলছিল।'

গাছতলায় ক্লাস চলছে পীযূষকান্তি মুখার্জি কলেজে। -সংবাদচিত্র

এপাং ওপাং...

নদীর জলে ঝপাং

গরমে স্বস্তি পেতে ছোট্ট আউটিং

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই : কোথায় বৃষ্টি! গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা আলিপুরদুয়ারে। রোজ বাড়ছে গরমের তীব্রতা। এই পরিস্থিতিতে ঘামে ভেজা গা নদীর ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে শান্তি পেতে চাইছেন অনেকে। সেজন্য কেউ চলে যাচ্ছেন বেসরকারি ওয়াটার পার্কে তো কেউ শহরের গা ঘেঁষে থাকা পানিঝোরা বা গরম নদীতে। বাদ যাচ্ছে না ডিমা, কালজানি, নোনাই নদীও।

তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় নদীতে স্নান করার দৃশ্য আলিপুরদুয়ারে অবশ্য খুব স্বাভাবিক। আর হবে না-ই বা কেন, একেবারে শহর লাগোয়া দু'খানা নদী। একটু দূরে গেলেই মিলবে আরও নদীর খোঁজ। তাই সেইসব নদীতেও স্বস্তির খোঁজ করছেন অনেকে। কেউ যাচ্ছেন দুপুরে। কেউ কেউ আবার সকাল থেকেই নদীতে ঝাঁপাচ্ছেন।

যাঁদের রয়েছে বাইকে চেপে একটু দূরে যাওয়ার মতো সময় ও সুযোগ, তাঁদের তো পোয়াবারো। শহরের একদল তরুণ দুপুর হলেই ছুটে যাচ্ছেন শহর সংলগ্ন এলাকায়। বিশেষ করে দমনপুর, রাজাভাতখাওয়া দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলিতে স্নানের জন্য রীতিমতো ভিড় হয়ে যাচ্ছে। দুপুরে স্নানের পর আবার বিকাল হতেই অনেকে বেরিয়ে পড়ছেন ঘুরতে। সেক্ষেত্রে খুব দূরে না গেলেও ডিমা ব্রিজে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্য জিরিয়ে নিচ্ছেন শহরের বাসিন্দারা। সেখানে দাঁড়ালে শীতল হাওয়া তো জুটছেই আর উপরি পাওনা হিসেবে ভাগ্য প্রসন্ন হলে দেখা মিলছে হাতি, হরিণ বা বাইসনের। এদিক-ওদিক ঘুরে অনেকে বিকালের দিকে রাজাভাতখাওয়ায় থাকা একাধিক মোমোর দোকানে ভিড় করছেন। আলিপুরদুয়ার শহরের ইউনিভার্সিটির পড়ুয়া তন্ময় সরকারের কথায়, 'এখন পড়াশোনার তেমন চাপ নেই। দুপুরে ঘরের মধ্যে থেকে মনে হচ্ছে যেন সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। তাই বাধ্য হয়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে এখন মাঝেমধ্যেই চলে যাই স্নান করতে। কখনও পানিঝোরা তো তখনও গরম নদীতে স্নান সেরে বাড়ি ফিরে আসি। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নদীতে স্নান করার আনন্দটাই আলাদা।'

শহরের আরেক তরুণ পারিজাত সাহা নিয়মিত যাচ্ছেন কালজানি নদীতে। বললেন, 'গরমে বাড়িতে টেকা যায় না।' তবে তাঁর আক্ষেপ, এই গরমে নদীর জলও নাকি গায়ে খুব একটা ঠান্ডা লাগছে না।

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৌসুমি বায়ু দুর্বল হওয়ায় হঠাৎ বৃষ্টি উধাও সিকিম এবং উত্তরের পাহাড়-সমতলে। যার জেরে বাকি সব জায়গার মতো আলিপুরদুয়ারেও চড়চড় করে পারদ চড়ছে। সারাদিনের মতো রাতেও একই অবস্থা। বিকালের দিকে অনেকেই ভাবছেন রোদের তাপ কমবে। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। তাই গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে অনেকেই এখন চলে যাচ্ছেন রাজাভাতখাওয়ায় বা ডিমা ব্রিজে। দুই জায়গাতেই গাছগাছালির মধ্য দিয়ে মুগ্ধকর বাতাসে শান্তি খুঁজছেন শহরের আট থেকে আশি।

নদীতে স্নানের মজাই আলাদা, বলছেন শহরের প্রবীণরাও। মিলন সংঘ এলাকার শহরের প্রবীণ নাগরিক বাবলু রায় বলেন, 'আগে অবশ্য আলিপুরদুয়ার শহরে এতটা গরম পড়ত না। তবুও আমরা গরমের এই সময়টা উপভোগ করতে পানিঝোরা নদীতে স্নান করতে যেতাম। এখন সবাই বাইকে গেলেও আমরা অবশ্য সে সময় সাইকেলেই চলে যেতাম। তবে বন্যজন্তুর ভয়ে অবশ্য বিকালের আগেই আবার চলে আসতাম।'

কেউ কেউ আরেকটু সুদূরের পিয়াসি হলে শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছেন আরও ৮ থেকে ১০ কিমি দূরে। সেখানেও রয়েছে গরম নদী। সেই নদীতে স্নান সেরে দমনপুরের ধাবাগুলিতে মধ্যাহ্নভোজ সেরে, রোদের তেজ কমলে বাড়ি ফিরছেন।

গরম থেকে রেহাই পেতে পানিঝোরায়। বৃহস্পতিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

প্রাণ জুড়াতে জলে ঝাঁপ

- ভরদুপুরে স্নান সেরে দমনপুরের ধাবায় খেয়েদেয়ে বাড়ি ফিরছেন অনেকে
- ডিমা ব্রিজে হাওয়া খেতে ভিড় করছেন অনেকে
- ডিমা ব্রিজে দাঁড়ালে বুনো দর্শনও হচ্ছে কারও কারও
- সন্ধেবেলায় রাজাভাতখাওয়ায় মোমোর দোকান এখন পছন্দের তালিকায়

বাগানের জন্ম

- বাগান বলা হলেও আদতে ওটা বাগান নয়
- সেখানে আগে পূর্ত দপ্তরের অফিস ছিল
- অফিস উঠে যাওয়ায় জায়গাটা পরিত্যক্ত
- তবে রয়েছে কয়েকটি বহু বছরের পুরোনো মেহগনি, বট, পাকুড় গাছ
- বেয়াড়াভাবে বেড়ে উঠেছে গুল্ম, লতা, ঝোপঝাড়
- ওই গাছপালা ঝোপঝাড়ই যেন মহাত্মা গান্ধি রোডে মরূদ্যান

দুদণ্ড শান্তি অফিসের বাগানে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৪ জুলাই : আবহাওয়ার অ্যাপস বলছে, ৩৭ ডিগ্রি তাপমাত্রা। আর সেইসঙ্গে 'ফিলস লাইক' ৫০ ডিগ্রি! কাঠফাটা রোদ্দুরে দরদর করে ঘামছিলেন বীরপাড়াবাসী। শহরে ক্রমেই ঘন হয়ে ওঠা কংক্রিটের জঙ্গলে বিকিরণের জেরে বাড়ছে তাপমাত্রা। তার ওপর কমছে গাছপালার সংখ্যা। মহাত্মা গান্ধি রোডের বড় বড় গাছগুলির বেশিরভাগই কেটে ফেলা হয়েছে রাস্তা চওড়া করার সময়। কয়েকটি ঝড়ে উপড়ে পড়েছে, কিংবা মরে গিয়েছে। ফলে রোদ এড়িয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই বীরপাড়ায় নেই বললেই চলে। এসবের মধ্যেই মহাত্মা গান্ধি রোডে পূর্ত দপ্তরের বাগানটা যেন মরূদ্যান। এদিনও অনেকেই দু'দণ্ড জিরিয়ে নিলেন গাছের ছায়ায়।

বাগান বলা হলেও আদতে ওটা বাগান নয়। সীমানা প্রাচীর ঘেরা জায়গাটায় আগে পূর্ত দপ্তরের অফিস ছিল। অফিস উঠে যাওয়ায় জায়গাটা পরিত্যক্ত। তবে রয়েছে কয়েকটি বহু বছরের পুরোনো মেহগনি, বট, পাকুড় গাছ। অফিস উঠে যাওয়ায় চত্বরে কর্মীদের আনাগোনা নেই। এই সুযোগে বেয়াড়াভাবে বেড়ে উঠেছে গুল্ম, লতা, ঝোপঝাড়। আর ওই গাছপালা ঝোপঝাড়ই যেন মহাত্মা গান্ধি রোডে মরূদ্যান হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনভর রাস্তাজুড়ে বড় বড় গাছের ছায়া। দুপুরবেলা চৌপথি এলাকার ব্যবসায়ীরা একটু জিরিয়ে নিতে এখানে আসেন। সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে ফটিক বর্মনের চায়ের দোকান। চা পানের বাহানায় দিনভর ওই দোকানে স্থানীয়দের জটলা। ফটিক বলছিলেন, 'একটা গাছ থাকলেই পরিবেশ পালটে যায়। আর এখানে তো অনেকগুলি গাছ রয়েছে। বীরপাড়ার অন্য জায়গাগুলোর তুলনায় এই জায়গাটির পরিবেশ অনেক বেশি মনোরম। অসহ্য গরমেও এখানে তুলনামূলকভাবে আরামে রয়েছি।'

পাশেই তিলক মল্লিকের মোটর পার্টসের দোকান। তিলক বলছিলেন, 'মহাত্মা গান্ধি রোডের পাশে আগে অনেকগুলি বড় বড় গাছ ছিল। ৭-৮ বছর আগে রাস্তা চওড়া করার বাহানায় অনেকগুলি গাছ কেটে ফেলা হয়। পরে দেখা যায়, গাছ কাটা হলেও রাস্তা ততটা চওড়া করা হয়নি। মাঝখান থেকে অমূল্য গাছগুলি হারালাম আমরা। এখন মহাত্মা গান্ধি রোডের দক্ষিণ অংশের গাছবিহীন জায়গাগুলি যেন মরুভূমি।' দোকানকর্মী রাজ বর্মনের কথায়, 'কয়েকবছরে বীরপাড়ায় ঘরবাড়ির সংখ্যা বেড়েছে। আবার গাছের সংখ্যা কমেছে। তাই গরমও বেড়েছে। এছাড়া এবছর বর্ষাকালেও বৃষ্টি হচ্ছে না বললেই চলে। তাই অসহ্য গরমে ছটফট করছি আমরা। কিন্তু আমাদের দোকানের সামনে অনেকগুলি গাছ থাকায় তুলনামূলকভাবে তাপমাত্রা এখানে যেন কিছুটা হলেও কম।'

মহাত্মা গান্ধি রোড, বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রোডে আরও কয়েকটা গাছ রয়েছে। তবে কঙ্কালসার চেহারা। তাদের ডালপালা কেটে ফেলা হয়েছে। আবার কতগুলি গাছকে চেপে ধরা হয়েছে গোড়ায় দোকানপাট, ঘরবাড়ি তৈরি করে। গোড়াটা কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করে দেওয়ায় দম বন্ধ হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওই গাছগুলি। কেটে ফেলা হয়েছে পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরের বট গাছটাও। আর এসবের মাঝে যেন ব্যতিক্রম ওই পিডব্লিউডির অফিস চত্বরটাই।

বীরপাড়ায় পিডব্লিউডির পরিত্যক্ত অফিসের বাগানে জিরোনোর জায়গা।

পুলিশ পরিচয়ে কেপমারি নিউটাউনে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই : ফের পুলিশ পরিচয়ে কেপমারির অভিযোগ উঠল। বুধবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার নিউটাউন এলাকায়। শুভঙ্কর সাহা নামে এক প্রবীণ ব্যবসায়ীর গলার চেন ও তিনটি সোনার আংটি কেপমারি হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই ব্যবসায়ী আলিপুরদুয়ার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সন্ধ্যায় শুভঙ্কর টোটোতে চেপে কলেজ হল্ট সংলগ্ন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস লাগোয়া এলাকা থেকে আলিপুরদুয়ার চৌপথির দিকে যাচ্ছিলেন। মাঝপথে দুটি বাইকে চারজন তরুণ তাঁদের পথ আটকে দাঁড়ায়। দুজন তরুণ টোটোচালককে একথা-সেকথা বলে ব্যস্ত রাখে। অপর দুজন পুলিশ পরিচয়ে ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপচারিতা শুরু করে দেয়। পরিচয়পত্র দেখানোয় তারা পুলিশ বলে বিশ্বাস করেন নেন। একজন তরুণ ওই ব্যবসায়ীকে সোনার চেন ও আংটি খুলে রাখতে বলে। সেই কথামতো চেন সহ তিনটি আংটি খুলে তিনি একটি কাগজে মুড়ে রাখেন। অভিযুক্তরা চলে যেতেই সেই কাগজ খুলে ওই ব্যবসায়ী শুধু বালি-পাথর দেখতে পান। তারপরেই তিনি বুঝতে পারেন আসল ব্যাপারটা। এরপর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। শুভঙ্করের কথায়, 'টোটো থামিয়ে দুই তরুণ আমাকে মদ খাই কি না জিজ্ঞেস করে। আমি না বলায় একটি রুমাল মুখের সামনে তুলে ধরে। তারপর অর্ধচৈতন্য হয়ে পড়ি। পুলিশ পরিচয় দিয়ে আমার গলার চেন ও আংটি খুলে রাখতে বলে। তারপর সেসব নিয়ে চম্পট দেয়। সমস্ত ঘটনা পুলিশকে জানানো হয়েছে।'

এর আগেও একই কায়দায় নিউটাউন বলাই মোড় এলাকায় এক শিক্ষিকার গলার চেন কেপমারির অভিযোগ উঠেছিল। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে পুলিশ পরিচয় দিয়ে কেপমারি করা হয়। সেসময় বাইকে দুই তরুণ ওই শিক্ষিকার পথ আটকে দাঁড়ায়। গলার চেন সহ অন্য গয়না খুলে রাখতে বলে। অভিযুক্তদের কথামতো চলে তাঁকেও সর্বস্ব খোয়াতে হয়। নিউটাউন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তাপস সিংহের কথায়, 'জনবহুল এলাকায় রাস্তায় লোকজন থাকে। সন্ধ্যার সময় কেপমারি কীভাবে সম্ভব! একাধিকবার এধরনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করুক। পুলিশ পরিচয়ে এমন ঘটনা ভাবাচ্ছে। দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হোক।'

এছাড়া নিউটাউন এলাকায় প্রাতর্ভ্রমণের সময় হার কেপমারির অভিযোগ উঠেছিল। বারবার কেপমারির ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পুলিশ অবশ্য সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখছে বলে আশ্বস্ত করেছে।

সোমা সাহা নামে এক গৃহবধূর প্রতিক্রিয়া, 'রাস্তাঘাটে সোনার গয়না পরে অনেকে বের হয়ে থাকি। তবে বারবার এধরনের ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। একা কোথাও বের হতে হলে ভাবতে হচ্ছে।'

ছবি : এআই

ঘটনাক্রম

- বুধবার সন্ধ্যায় শুভঙ্কর টোটোতে চেপে আলিপুরদুয়ার চৌপথির দিকে যাচ্ছিলেন
- মাঝপথে দুটি বাইকে চারজন তরুণ তাঁর পথ আটকে দাঁড়ায়
- একজন তরুণ ওই ব্যবসায়ীকে সোনার চেন ও আংটি খুলে রাখতে বলে
- অভিযুক্তরা চলে যেতেই সেই কাগজ খুলে ওই ব্যবসায়ী শুধু বালি-পাথর দেখতে পান

আটক তরুণ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ জুলাই : কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকায় এক তরুণকে বৃহস্পতিবার আটক করে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। ওই তরুণের নাম আবদুল রাব্বানি। তিনি জয়গাঁর বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সকালে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে দেবেনবাবু চৌপথি এলাকায় পুলিশের নাকা চেকিং চলছিল। আবদুল ট্রাফিক আইন না মেনে বেশি গতিতে বাইক চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। ওই তরুণ কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশের ওসি সহ অন্য পুলিশকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়ারও চেষ্টা করে। পাশাপাশি সে পুলিশের সঙ্গে তর্ক করে। এরপর পুলিশ তাঁকে আটক করে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে নিয়ে আসে। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানিয়েছেন, ওই তরুণকে ট্রাফিক আইন না মেনে পুলিশের সঙ্গে খারাপ আচরণ করার জন্য আটক করা হয়েছে।

গাড়ি বাজেয়াপ্ত

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ জুলাই : কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে বুধবার জাতীয় সড়কে নাইট পেট্রলিং চলছিল। সেসময় তীব্রগতিতে যাওয়া অসম নম্বরের একটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়িকে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। তাঁরা সেই গাড়িটিকে ধাওয়া করেন। তাতে গাড়িচালক গতিবেগ আরও বাড়িয়ে জাতীয় সড়কের ধারে এক নির্জন এলাকায় গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ওভারস্পিডে গাড়ি চালানোর জন্য ট্রাফিক আইনের নির্দিষ্ট ধারায় ওই গাড়িচালকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

দিনবাজারে নজরদারি টাস্ক ফোর্সের। বৃহস্পতিবার ফালাকাটায়।

ফালাকাটায় বাজারে হানা টাস্ক ফোর্সের

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৪ জুলাই : চাষিরা ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। অথচ খোলা বাজারে নাকি সবজির দাম আকাশছোঁয়া। আবার গোডাউনগুলিতে নিয়ম মেনে রাখা হয় না খাদ্যসামগ্রী। পাশাপাশি ওজনে কারচুপি ও মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার বিক্রির অভিযোগকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরেই সরগরম ফালাকাটা। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এবিষয়ে ধারাবাহিক খবর প্রকাশ হতেই এবার নড়েচড়ে বসলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়ের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স হানা দিল ফালাকাটায়। এদিন ফালাকাটার কিষান মান্ডি এবং শহরের দিনবাজারে অভিযান চালান তাঁরা।

আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক বলেন, 'ফালাকাটা শহরে বিভিন্ন সামগ্রীর বাজারদর নিয়ন্ত্রণে আছে কি না, তা দেখতেই এই অভিযান।' এদিন তাঁরা ফালাকাটার কিষান মান্ডি ও দিনবাজারে নজরদারি চালিয়েছেন। কৃষক এবং খুচরো বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন আধিকারিকরা। জানালেন, এক-দু'জায়গায় অল্পস্বল্প অনিয়ম ধরা পড়েছে। তবে বড় কোনও অনিয়ম সামনে না আসায় এদিনের অভিযানে কোনও ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মহকুমা শাসক বলেন, 'এদিন আমরা ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে দিয়েছি। আমাদের এমন অভিযান ধারাবাহিক চলবে।'

ফালাকাটা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি কিষান মান্ডিতে কৃষক ও পাইকারদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনও হয়েছে। আবার ফালাকাটাতে ভেজাল নুন বাজেয়াপ্ত করা নিয়েও ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। নাগরিকরা এর পরেই ফালাকাটার কাঁচামাল সহ সব ধরনের দোকানে নজরদারির দাবি তুলেছেন। প্রশাসন এবিষয়ে উদাসীন বলে নাগরিকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় সরবও হয়েছেন। এরপরেই নড়েচড়ে বসল মহকুমা প্রশাসন। এদিন এসডিও দেবব্রত রায়, বিডিও অনীক রায় সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা ফালাকাটার বাজারে নজরদারি চালান। প্রথমে তাঁরা কিষান মান্ডিতে চাষিদের সঙ্গে কথা বলেন। বিভিন্ন সবজির পাইকারি দামও জেনে নেন। এমনকি তাঁদের সবজি বিক্রি করতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না তাও টাস্ক ফোর্সের টিম খতিয়ে দেখেন। সেখান থেকেই তাঁরা ফালাকাটা শহরের দিনবাজারে যান। এদিন দিনবাজারে গালামাল, সবজি ও মাছের দোকানে গিয়েও নজরদারি চালান তাঁরা। বিক্রেতাদের ওজন পরিমাপক যন্ত্র ঠিক আছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখেন। প্রশাসনের এমন উদ্যোগে খুশি শহরের বাসিন্দারা।

> ফালাকাটা শহরে বিভিন্ন সামগ্রীর বাজারদর নিয়ন্ত্রণে আছে কি না, তা দেখতেই এই অভিযান।
>
> **দেবব্রত রায়,** *মহকুমা শাসক*

হাসপাতালের আবর্জনা সরাল পুরসভা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই : অবশেষে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের আবর্জনার সমস্যা মেটানোর উদ্যোগ নিল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। বৃহস্পতিবার জেলা হাসপাতালে আসেন পুরসভার সাফাইকর্মীরা। তাঁরা এসে আবর্জনা নিয়ে যান। তবে একদিনেই অবশ্য সব আবর্জনা নেওয়া যায়নি। আরও দু'দিন কাজ করলে তবে সম্পূর্ণ আবর্জনা সরানো সম্ভব হবে।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে আবর্জনা জমে থাকার সমস্যা দীর্ঘদিনের। তার একটা অংশ নিয়মিত সাফ করার কথা পুরসভারই। তবে পুর কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে সেই কাজ নিয়মিত করা হচ্ছিল না বলে অভিযোগ উঠেছিল। ফলে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও পরিজনদের ভোগান্তি বাড়ছিল। বৃহস্পতিবারই সেই খবর প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে। আর সেই খবরের জেরে টনক নড়ে পুরসভার আধিকারিকদের। এদিন থেকেই আবার আবর্জনা নেওয়া শুরু হল। এবিষয়ে পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা জেলা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য আনন্দকুমার জয়সওয়াল বলেন, 'আবর্জনা নেওয়া নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছিল। সেটা মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে। সাধারণ আবর্জনা ও মেডিকেল বর্জ্য একসঙ্গে হয়ে যাওয়ায় এই সমস্যা হয়েছিল। সব আবর্জনা যেন একসঙ্গে না করা হয় সেটা হাসপাতালের কর্মীদের বলা হয়েছে।'

এদিন দুপুরে হাসপাতাল চত্বরে গিয়ে দেখা যায়, জেলা হাসপাতালে পুরসভার সাফাইকর্মীরা এসে শিশুদের আউটডোরের পাশে জমে থাকা আবর্জনা এবং ডাস্টবিনগুলো থেকে আবর্জনা সরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। গাড়িতে করে সেই আবর্জনা পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে পাঠানো হয়। তবে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিটের পাশে বিভিন্ন জায়গায় যে আবর্জনা জমে রয়েছে, তা কিন্তু সরানো হয়নি এদিন। পুরসভার কর্মীরা জানান, শুক্রবার ওই আবর্জনা সরানো হবে। হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গা থেকে আবর্জনা সরানোর কাজ শুরু হওয়ায় খুশি হাসপাতালের কর্মী, রোগী ও রোগীর পরিজনরা। এদিন আউটডোরে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন চ্যাংপাড়ার বাসিন্দা দেবিকা কর্মকার। পুরকর্মীদের হাসপাতালের আবর্জনা পরিষ্কার করতে দেখে দেবিকা বলেন, 'এই আবর্জনা পরিষ্কার করলে তো হাসপাতালের পরিবেশ ভালো থাকে। এগুলো করার জন্য তো কর্মীও রয়েছেন। যদি সঠিকভাবে দেখভাল করা হয়, তাহলেই কাজ ভালো হয়।'

অন্যদিকে, হাসপাতালের আবর্জনার বিষয়টি নিয়ে রোগীর পরিজনদেরও সতর্ক থাকা উচিত বলে মত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। রোগীর পরিজনদের অনেকেই যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলে দেন। এটা যেন না করা হয় সেটা নিয়েও সকলের সচেতন হওয়া উচিত বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জের

আবর্জনা নেওয়ার জন্য এসেছে পুরসভার গাড়ি। বৃহস্পতিবার।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ৮ শ্রাবণ ১৪৩২

প্রতিরোধের মুখে ইউনূস

ঘুরেফিরে সেই জুলাই। ২০২৪-এর জুলাইয়ে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন। তারপর এই জুলাইয়েও উত্তপ্ত বাংলাদেশ। ক'দিন আগে ঘটে গেল গোপালগঞ্জের ঘটনা। তার জের কাটতে না কাটতেই রাজধানী শহরের এক স্কুলে বায়ুসেনার বিমান ভেঙে পড়ে বত্রিশজনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ছাত্র বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ ঢাকা। নেমেছে সেনা।

গোপালগঞ্জে গত ১৬ জুলাই নিষিদ্ধ আওয়ামী লিগ কর্মী-সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ নিশ্চিতভাবে রক্তচাপ বাড়িয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তারপর পরিস্থিতি সামলাতে তেরো দলের সঙ্গে বৈঠক করে আওয়ামী লিগের জুজু দেখিয়ে সকলকে সতর্ক করেছেন।

২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর এই প্রথম অন্তর্বর্তী সরকার চরম প্রতিরোধের সম্মুখীন হল জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মভিটে গোপালগঞ্জে। সরকারের অন্যতম ঘনিষ্ঠ ন্যাশনাল সিটিজেন্স পার্টির (এনসিপি) মিছিলকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংঘর্ষ ছড়ায় সেখানে। অভিযোগ, মুজিবুরের আদি নিবাস এবং তাঁর স্মৃতিসৌধ ভাঙতে গোপালগঞ্জে গিয়েছিলেন এনসিপি কর্মী-সমর্থকরা।

সেরকম সম্ভাবনা আঁচ করে ওই স্মৃতিসৌধ পাহারা দেন আওয়ামী লিগের কর্মীরা। দু'পক্ষের তুমুল সংঘর্ষ বাধলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনা মোতায়েন হয়। হিংসার বলি হন ৪ জন। জারি করা হয় কার্ফিউ। কবর খুঁড়ে তিনটি মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। নিহতের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে। আওয়ামী লিগের দাবি, নিহতের সংখ্যা পনেরো।

ঘটনার দিন ভারতে আশ্রিত শেখ হাসিনা তাঁর গোপন আস্তানা থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে 'যার যা হাতের কাছে আছে, তা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে' প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিলেন। হাসিনার সেই আহ্বান তাঁর বাবা মুজিবুর রহমানের ১৯৭১-এর ঐতিহাসিক গর্জনকেই মনে পড়িয়ে দেয়, 'দাবায়ে রাখতে পারবা না।'

একটি মার্কিন মানবাধিকার সংগঠন গোপালগঞ্জের ঘটনায় রাষ্ট্রসংঘের তদন্ত চেয়ে মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে আগেই চিঠি দিয়েছিল। এবার বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নামে আরেকটি সংগঠন রাষ্ট্রসংঘে চিঠি পাঠিয়েছে। গোপালগঞ্জে গণহত্যা এবং সেনা তাণ্ডবের অভিযোগ জমা পড়েছে রাষ্ট্রসংঘে।

বেশ কিছুদিন ধরেই ইউনূস কোণঠাসা। তিনি শুরু থেকেই ২০২৬ এপ্রিলের আগে সংসদ নির্বাচনের বিরোধী ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, নির্বাচনি সংস্কার শেষ না করে ভোটগ্রহণ করা উচিত হবে না। বেগম খালেদা জিয়ার দল বিএনপি বরাবর ইউনূসের এই যুক্তির বিরোধী। সম্প্রতি লন্ডনে খালেদা-পুত্র তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকের পর ইউনূস অবশ্য ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে ভোট করাতে রাজি হয়েছেন।

এতে বিএনপি খুশি। কিন্তু সব দল খুশি নয়। এর মধ্যে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক বাড়ি এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়ি ভাঙচুরে তোলপাড় হয়েছে আন্তর্জাতিক মহল। উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িটি নিয়ে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে। হালে গোপালগঞ্জে গণহত্যার অভিযোগকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মহলের ক্রমাগত কূটনৈতিক চাপ বাড়ছে ইউনূস সরকারের ওপর।

হাসিনার বিদায়ের সময় থেকে অন্তর্বর্তী সরকার একতরফা ছড়ি ঘোরাচ্ছিল। কোথাও বাধা পায়নি। এই প্রথম গোপালগঞ্জে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হল ইউনূস প্রশাসনকে। এটা আওয়ামী লিগকে নিঃসন্দেহে অক্সিজেন জোগাবে। গত এক বছর ধরে আওয়ামী কর্মী-সমর্থকরা কার্যত একতরফা মার খেয়েছেন। দলের নিহতের সংখ্যাও প্রচুর বলে অভিযোগ। হাসিনার দলের হাজার হাজার কর্মী-সদস্য গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে দিন কাটাচ্ছেন।

বাংলাদেশ সরকারের কাছে অবিলম্বে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের দাবি জানিয়েছে ভারতও। অন্তর্বর্তী সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে রোজ যাঁরা দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছেন, তাঁরা চাইছেন হাসিনার প্রত্যাবর্তন। মুজিব-কন্যা আবার দেশের হাল ধরুন, এটাই তাঁদের দাবি। ঘরে-বাইরে এখন চাপের মুখে ইউনূস। হিমসিম খাচ্ছেন পরিস্থিতি মোকাবিলায়। এর মধ্যে ঘৃতাহুতি দিয়েছে গোপালগঞ্জ ও বিমান দুর্ঘটনা।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

ধনকরের পদত্যাগ ও কিছু উপলব্ধি

তিনি পদত্যাগ করেছেন নাকি তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল? দুটি প্রশ্নই একে অপরের সঙ্গে জড়িত।

গৌতম হোড়

ভারতে এর আগে যে কোনও উপরাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেননি এমন নয়। ভিভি গিরি করেছিলেন, আর বেঙ্কটরামন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা পদত্যাগ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লড়ার জন্য। জগদীপ ধনকরের মতো কোনও উপরাষ্ট্রপতি এভাবে হঠাৎ পদত্যাগ করেননি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে নতুন একটা নজির তৈরি হল।

তাঁর পদত্যাগপত্রে ধনকর যে কারণ দেখিয়েছেন তা হল, স্বাস্থ্যের কারণে ও চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিছুদিন আগে ধনকর হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে দিল্লির এইমসে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসা হয়েছে। তারপর তিনি হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরেছেন। গত সোমবার সারাদিন রাজ্যসভার কাজ পরিচালনা করেছেন। তাঁকে দেখে একবারের জন্যও মনে হয়নি, তিনি গুরুতর অসুস্থ বা সভার কাজ পরিচালনা করতে পারছেন না। আগের মতোই তিনি সভার কাজ পরিচালনা করেছেন। এমনকি তাঁর সচিবালয় থেকে এটাও জানানো হয়েছিল, তিনি ২৩ জুলাই জয়পুর সফরে যাবেন। তিনি দুপুরে বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক করেছেন। বিকেলে আবার বৈঠক ডেকেছেন। অপেক্ষা করেছেন রাজ্যসভার নেতা জেপি নাড্ডা ও কিরণ রিজিজুর জন্য। তাঁরা বৈঠকে আসেননি। তারপর তিনি মঙ্গলবার সকালের জন্য সেটা মুলতুবি রেখেছেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি ইস্তফাপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেন।

এই ঘটনাক্রম থেকে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক, ধনকরের ইস্তফার কারণ আর যাই হোক না কেন, সম্ভবত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নয়। একাধিক বিরোধী সাংসদ বলেছেন, স্বাস্থ্যের কারণ হলে তিনি সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে পদত্যাগ করতেন। প্রথম দিন সভার কাজ পরিচালনা করার পর এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করতেন না। কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, ধনকরের সঙ্গে সোমবার তিনি অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। ফোনে কথা বলেছেন। তাঁর এই পদত্যাগের পিছনে এমন কিছু আছে যা খালি চোখে দেখা যায় না। হিন্দিতে একটা চালু কথা আছে, সমঝদার কে লিয়ে ইশারা কাফি হ্যায় অর্থাৎ, যাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। জয়রাম সেই ইশারাটুকু করে দিয়েছেন।

এরপর দুটো প্রশ্ন আসে। ধনকর হঠাৎ কেন পদত্যাগ করলেন? তিনি পদত্যাগ করেছেন নাকি তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল? এই দুটি প্রশ্নই একে অপরের সঙ্গে জড়িত। ধনকরের পদত্যাগের পর অনেকগুলি কারণ নিয়ে মিডিয়ায় আলোচনা হয়েছে। বলা হচ্ছে, সোমবার জেপি নাড্ডা যেভাবে ধনকর চেয়ারে থাকা সত্ত্বেও বলেন, শুধুমাত্র তাঁর কথাই রেকর্ডে যাবে, অন্য কারও কথা নয়, তাতে ধনকর ক্ষুব্ধ হন। তিনি মনে করেন, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসাবে এই নির্দেশ তিনিই দিতে পারেন, আর কেউ নন। তাই তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগ করেছেন। দ্বিতীয় যে কারণটা উঠে এসেছে, তা হল, বিচারপতি যশবন্ত বর্মাকে পদ থেকে অপসারণ করা নিয়ে বিরোধীরা একটি প্রস্তাব আনে। ধনকর সরকারকে না জানিয়ে সেই প্রস্তাব গ্রহণ

সুখের দিন।। ভারতের ১৪তম উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে জগদীপ ধনকর।

করেন। লোকসভায় সরকার এই প্রস্তাব এনেছিল, বিরোধী সাংসদরাও তাতে সই করেছেন। কিন্তু রাজ্যসভায় শুধু বিরোধীদের প্রস্তাব ধনকর গ্রহণ করে নেন, ফলে সেখানে বিজেপি বা সরকারের তরফে কেউ সই করেননি। প্রস্তাবটিও সরকার আনেনি। সরকার লোকসভার মতো রাজ্যসভাতেও প্রস্তাবটি আনতে চেয়েছিল। সরকার চায়, বিচার বিভাগে দুর্নীতির বিষয়টি তারা কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, সেই বার্তা দিতে। কিন্তু ধনকর বিরোধীদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে তা লঘু করে দিয়েছেন বলে বিজেপি নেতৃত্ব মনে করে।

সূত্রের খবর, ধনকরের উপর ক্ষুব্ধ শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং একটি বৈঠক করেন। তাতে কিছু বিজেপি সাংসদকে ডাকা হয়। একটি প্রস্তাবে তাঁরা সই করেন। পরে অন্য বিজেপি ও এনডিএ সাংসদদের সই নেওয়া হয়। সবাইকে দিল্লিতে থাকতে বলা হয়। তাঁদের বলা হয়, এই বিষয়ে কেউ যেন মুখ না খোলেন। ওই প্রস্তাবটি ছিল ধনকরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব। ধনকরের সঙ্গে শীর্ষ নেতৃত্বের ফোনে কথাও হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। সেখানে ধনকর যুক্তি দিয়েছিলেন, এইসব ব্যাপারে তাঁকে কেন আগে থেকে জানাতে হবে। তিনি এই সিদ্ধান্ত তো নিতেই পারেন। তখন তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তিনি হয় পদত্যাগ করুন, অথবা তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হবে। এর আগে অবশ্য বিরোধীরা ধনকরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল। তখন সরকারপক্ষ তাঁর দিকে থাকায় তা খারিজ হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে রাজস্থানের ঝুনঝুনু'র একটি গ্রাম থেকে উঠে আসা জগদীপ ধনকরের রাজনৈতিক জীবনটা একবার দেখে নেওয়া দরকার। তিনি প্রথমে জনতা দলে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে ১৯৯১ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি আজমের থেকে লোকসভা নির্বাচনে লড়েন এবং হারেন। পরে ১৯৯৩ সালে তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৯৮ সালে ঝুনঝুনু থেকে তিনি লোকসভা নির্বাচনে লড়েন এবং তৃতীয় স্থানে থেকে পরাজিত হন। ২০০৩ সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। ২০১৬ সালে তিনি বিজেপি-র আইন বিষয়ক সেলের প্রধান হন। ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল করা হয় তাঁকে। ২০২২ সালে তিনি উপরাষ্ট্রপতি হন। তাঁর রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, রাজস্থানেও তিনি যে খুব জনপ্রিয় নেতা ছিলেন এমন নয়। না হলে, নিজের এলাকা ঝুনঝুনুতে তিনি তৃতীয় হয়ে হারতেন না। আজমেরেও তাঁকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হত না।

> কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, ধনকরের সঙ্গে সোমবার তিনি অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। ফোনে কথা বলেছেন। তাঁর এই পদত্যাগের পিছনে এমন কিছু আছে যা খালি চোখে দেখা যায় না। হিন্দিতে একটা চালু কথা আছে, সমঝদার কে লিয়ে ইশারা কাফি হ্যায় অর্থাৎ, যাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। জয়রাম সেই ইশারাটুকু করে দিয়েছেন।

ফলে বিজেপিতে তাঁর উত্থান নরেন্দ্র মোদির আমলেই। আরএসএসের সঙ্গে সম্পর্কহীন ধনকরকে মোদিই রাজস্থানের নেতা থেকে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে নিয়ে আসেন এবং বেঙ্কাইয়া নাইডুর পর উপরাষ্ট্রপতির পদে বসান। গত তিন বছর তিনি উপরাষ্ট্রপতি থাকার পর ইস্তফা দিলেন বা দিতে বাধ্য হলেন।

তাঁর এই ইস্তফায় বিজেপি যে ভয়ংকর বিপাকে পড়ল এটা মনে করা ভুল হবে। নরেন্দ্র মোদির আমলে বিজেপি শুধুমাত্র তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। ফলে এখানে বিজেপি-র মধ্যে অন্য কেউ থাকলেন না গেলেন তাতে দলের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় বলে মনে হয় না। ধনকরের ইস্তফার ফলে যেটা হয়েছে, বিরোধীরা হাতে আরেকটা বিষয় পেয়ে গিয়েছে, যা নিয়ে তারা সরকারকে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিতে ফেলার চেষ্টা করতে চায়। কিন্তু তার প্রভাবই বা কতদূর হতে পারে? বিরোধীরা তো হাতে বড় বড় বিষয় পেয়েও মোদি সরকারকে গত ১১ বছরে কোণঠাসা করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে ধনকরের মতো নেতার ইস্তফাকে কেন্দ্র করে তারা কীই বা করতে পারে। খুব বেশি হলে রাজস্থানে জাঠদের কাছে কংগ্রেস বঞ্চনার প্রচার করতে পারে।

বরং উলটো একটা বার্তাই যাচ্ছে। সেটা হল, সর্বোচ্চ নেতৃত্বের বিরোধিতা করলে কী ফল হয়, সেটা ধনকরের এই বিদায়ের মধ্যে দিয়ে আরেকবার প্রমাণিত হল। সেখানে ঠিক-ভুল, মর্যাদা-অমর্যাদার প্রশ্নটা আলাদা, দলের ভিতরে ও বাইরে কী বার্তা গেল সেটাই বড় কথা। অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় একটা বিতর্ক প্রায়ই হত, বাজপেয়ী কি দলের থেকে বড় হয়ে যাচ্ছেন? নরেন্দ্র মোদির আমলে সে ধরনের কোনও বিতর্কও হয় না। এখন এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য, বিজেপি মোদিকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। তাঁর আলোতেই অন্যরা উজ্জ্বল হচ্ছেন। ফলে তাঁর কথাই শেষকথা হবে এতে আর আশ্চর্যের কী আছে!

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৭৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন শিকারি জিম করবেট।

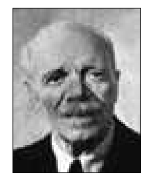

১৯২৯

লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী নই। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায়। সেগুলিকে শোধন করার জন্য যা করার দরকার করব। কোনও লুকোছাপার ব্যাপার নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যা কথা, আমারও তাই কথা।

- হুমায়ুন কবীর

ভাইরাল/১

হিমাচলপ্রদেশের কাংড়ায় একটি ঝরনায় প্লাস্টিকের প্যাকেট সহ নানা আবর্জনা ফেলা হয়েছিল। ভিনদেশি এক পর্যটক সব কুড়িয়ে আলাদা করে রাখতেই প্রশংসায় ভাসলেন। অন্যদিকে, স্থানীয় পর্যটকদের একাংশের ভূমিকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

ভাইরাল/২

রাস্তার ধারে ডাস্টবিন। লোকেরা সেখানে আবর্জনা না ফেলে যত্রতত্র ছুড়ে দেয়। ডাস্টবিনের ব্যবহার শিখিয়ে দিল একটি ছোট্ট হাতি। মায়ের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল সেটি। রাস্তায় আবর্জনা দেখে শুঁড়ে তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়।

জনমন
জনমত

রুদ্ধদ্বারে অবরুদ্ধ চারুচন্দ্র

উত্তরবঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে, চর্চায়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যাঁর ভূমিকাকে সবার আগে স্মরণ করা উচিত সেই ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের জন্মদিন উচ্চারণহীনভাবে কেটে গেল। ২৩ জুলাই ছিল তাঁর জন্মদিন।

উত্তরবঙ্গের সমাজবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ডাঃ সান্যালের (১৮৯৭-১৯৮০) জন্মদিন বিগত বছরগুলোতে প্রায় নীরবেই বিদায় নিচ্ছে। এই নিয়ে উত্তরবঙ্গের সারস্বত সমাজের খুব একটা মাথাব্যথা দেখা যাচ্ছে না। না কোনও সংবাদমাধ্যম, না কোনও সমাজমাধ্যম, কোথাও কোনও হেলদোল নেই।

যখন জেলা গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতির সম্পাদক ছিলাম তখন চারুচন্দ্রের শতবর্ষে গ্রন্থাগারে তাঁর ব্রোঞ্জের মূর্তি বসানো হয়। কারণ আমরা বিশ্বাস করি চারুচন্দ্রকে ভুলে যাওয়াটা অপরাধ। তাঁর নামে উত্তরবঙ্গ চর্চার কেন্দ্র হিসাবে একটি বিভাগ খোলা হয়েছিল, 'চারুচন্দ্র কক্ষ' - স্থানীয় জনজাতি চর্চা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি প্রদর্শনী ও বইপত্র সহ চালু করা হয়েছিল।

জন্মদিনে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে দেখলাম, রুদ্ধদ্বারে অবরুদ্ধ তিনি। সবাই ভুলে গিয়েছে এই মানুষটাকে। 'রাজবংশীজ অফ নর্থবেঙ্গল', 'টোটোস অ্যান্ড মেচেস', 'দ্য লিম্বুস' প্রভৃতি অজস্র বইয়ের রচয়িতা তিনি। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদক, সাম্যবাদীর ইস্তাহারে তিনিই প্রথম 'সাম্যবাদ' শব্দটা ব্যবহার করেন। রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য, স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য ডাক্তারির পাঠ অসমাপ্ত করে চলে আসা, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ পদের স্বাভাবিক চয়েস মানুষটাকে এত সহজে আমরা ভুলে গেলাম!

জলপাইগুড়ি আর্ট কমপ্লেক্সের প্রদর্শনী কক্ষ তাঁর নামে। একটি ছবিও আছে। এখানেই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। না, কেউই একটা ফুলের পাপড়ি রেখে তাঁকে স্মরণ করার অবকাশ পাননি।

গৌতম গুহ রায়, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড় ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৯৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ভিউয়ের দাপটে ব্যাকফুটে ভ্রমণসাহিত্য

ভ্রমণসাহিত্য কোনও অংশে কবিতা, গল্প বা উপন্যাসের চেয়ে কম নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সেই কদর কই!

শৌভিক রায়

সমাজমাধ্যম খুললেই অজস্র ছবি ও ভিডিও। নতুন কিংবা পুরোনো পর্যটনকেন্দ্রের। ছবির ওপর বিস্তৃত পরিচিতি। ভাষার বর্ণচ্ছটা। ভিডিওতে গাঢ়স্বরে বর্ণনা। স্বর প্রক্ষেপণ বলে দিচ্ছে বর্ণনাকারীর হর্ষ ও উচ্ছ্বাস।

এই প্রজন্মের অধিকাংশই ভ্রমণসাহিত্য বলতে এগুলিকেই বোঝেন। এতে অবশ্য বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এই চটজলদির যুগে সাহিত্য সম্পর্কেই যখন আমাদের অনেকের ধারণা সুস্পষ্ট নয়, তখন ভ্রমণসাহিত্য অনেক দূরের ব্যাপার। নিশ্চিত করে বলতে পারি বর্তমান সময়ের অনেক পাঠকই জানেন না প্রবোধকুমার সান্যাল, শঙ্কু মহারাজ কিংবা উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। পড়েননি সুবোধকুমার চক্রবর্তীর 'রম্যাণী বীক্ষ' বা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ'।

কিন্তু এতে কি কিছু যায় আসে? সাধারণভাবে দেখলে হয়তো কিছুই যায় আসে না। বরং সমাজমাধ্যমে এইসব ভিডিও ও ছবি দেখে কোনও পর্যটনকেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। সেখানে কীভাবে যাওয়া যাবে, কী কী দেখা যাবে, কোথায় থাকা যাবে ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য জানা থাকলে সুবিধে প্রত্যেকের। ফলে, এই জাতীয় পোস্টের চাহিদা তুঙ্গে। তাই ক্রমে বাড়ছে ট্রাভেল ব্লগের চাহিদা। গুগল ম্যাপেও অনেকে বিস্তারিত জানিয়ে দিচ্ছেন নানা তথ্য। এতে যেমন বর্ণনাকারীর লাভ, তেমনি যাঁরা দেখছেন তাঁদেরও। কেননা ভিউয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অর্থ সমাগম হতে পারে। আর তথ্যনির্ভর এইসব পোস্ট দেখে সেই ভিউয়ার নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারেন বেড়াতে। কিন্তু ট্রাভেল ব্লগ বা এই জাতীয় বিবরণ আর ভ্রমণসাহিত্য এক নয়।

অপরূপ রিম্বিক।। উত্তরবঙ্গের পর্যটনে আরেক আকর্ষণ।

সত্যি বলতে, ভ্রমণসাহিত্য কোনও অংশে কবিতা, গল্প বা উপন্যাসের চেয়ে কম নয়। কেননা শুধু দেখে ও বর্ণনা করেই ভ্রমণসাহিত্য রচিত হয় না। সঠিক অবলোকন, পর্যবেক্ষণ ও রসময় বর্ণনা না থাকলে, ভ্রমণসাহিত্য জাতে ওঠে না। ফলে ভ্রমণ নিয়ে প্রচুর লেখা হলেও, সেগুলি নিতান্তই ভ্রমণবৃত্তান্ত হয়ে রয়েছে। সাহিত্য হয়নি। বাংলায় ভ্রমণসাহিত্যের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এর টান এতটাই যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত তা এড়াতে পারেননি। অবশ্য তিনি প্রথম নন। কিন্তু সাহিত্যের এই শাখাকে তিনি অন্য মাত্রা দিয়েছিলেন তাঁর ভ্রমণকথার আটটি গ্রন্থে। স্বামী বিবেকানন্দ, অবধূত, সতীনাথ ভাদুড়ী, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, নারায়ণ সান্যাল, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, নবনীতা দেবসেন প্রমুখ সেই ধারাকেই সমৃদ্ধতর করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের লেখাতেই যে অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মদর্শনের পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ ও বোধের যে গভীরতা রয়েছে, সেটিই ভ্রমণসাহিত্যের সবচেয়ে বড় শর্ত। তাঁদের লেখা পাঠককে মানসলোকে নিজস্ব কল্পনার উড়ান ভরতেও সক্ষম।

আরও অনেক কিছুর মতোই আমরা ভ্রমণসাহিত্য ভুলে গেছি। অন্তর্দৃষ্টির অভাবে পার্থক্য করতে পারছি না ট্যুরিস্ট আর ট্রাভেলারের মধ্যে। পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে ভিড় উপচে পড়লেও, লাভ কতটা হল, তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। ভ্রমণের রস আস্বাদন ও জানার আগ্রহের চাইতে, অন্যকে দেখানোর আর অর্থ লাভের ইচ্ছে যদি বেশি হয়, তবে সেটি ভ্রমণ থাকে না। দুর্ভাগ্য, এখন সেটিই চলছে। ফলে একদিকে যেমন ভ্রমণসাহিত্যের অপমৃত্যু হয়েছে, তেমনি ভিড় বাড়লেও সফল হচ্ছে না পর্যটনের আসল উদ্দেশ্য।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২০১

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। নচেৎ, অন্যথায় ৩। কিস্তি, বার, অবস্থা ৫। দুর্গাদেবী ৬। অসুর, দৈত্য ৮। পালন, আমল দেওয়া, ভারতের ভাষা ১০। ঈশ্বরে বিশ্বাসী, মনসাদেবীর পুত্র ১২। চড়াই পাখি, বাহার, আড়ম্বর ১৪। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ১৫। টকটকে লাল, ঘোর লাল রঙের ১৬। নতুন, নব, আধুনিক, তরুণ।

উপর-নীচ : ১। অগ্নি, বৈদিক ঋষিবিশেষ ২। উদ্বায়ী তেল ৪। বাংলা বছরের একটি মাস ৭। বক-এর আঞ্চলিক ও গ্রাম্য রূপ ৯। ঝাল ও কটু কন্দবিশেষ ১০। পুরুষদের পরিধেয় শেরওয়ানিজাতীয় লম্বা জামাবিশেষ ১১। মধুর ধ্বনি ১৩। হুঁশ, খেয়াল, মনোযোগ।

সমাধান ■ ৪২০০

পাশাপাশি : ১। কাকুতি ৩। মর্মকথা ৪। মির্মির ৫। মলমল ৭। জিরা ১০। রাজি ১২। হাঁকাহাঁকি ১৪। কানাই ১৫। ঘরকন্না ১৬। তিতির।

উপর-নীচ : ১। কারসাজি ২। তিমির ৩। মরমর ৬। মন্দিরা ৮। রাধিকা ৯। নাকিকান্না ১১। জিম্মাদার ১৩। বাইতি।

বিন্দুবিসর্গ

১৬ বছরেই সম্পর্কে সম্মতির সওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : স্বেচ্ছায় সম্পর্কে সম্মতির ক্ষেত্রে আইনগত বয়স ১৮ থেকে কমিয়ে ১৬ করার পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করলেন প্রবীণ আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং। তিনি 'নিপুণ সাক্সেনা বনাম ভারত সরকার' মামলায় সহায়তা করছেন সুপ্রিম কোর্টকে। লিখিতভাবে তিনি জানিয়েছেন, ২০১২ সালের 'পকসো' আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা অনুযায়ী ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌথ সম্মতিতে তৈরি হওয়া সম্পর্ককে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা অসাংবিধানিক।

ওই মামলায় আদালতবন্ধু (অ্যামিকাস কিউরি) ইন্দিরার দাবি, বর্তমান আইন কৈশোরের পারস্পরিক রোমান্টিক ও যৌন সম্পর্ককে অপরাধ হিসাবে দেখায়। এতে তাদের সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তিনি বলেন, কিশোর-কিশোরীরা এখন আগেই যৌবনে পৌঁছোচ্ছে। তারা স্বেচ্ছায় সম্পর্ক গড়তে সক্ষম। অথচ আইন তাদের প্রাপ্তবয়স্কদের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেয় না।

ইন্দিরা বলেন, ২০১৩ সালের ফৌজদারি আইন সংশোধনের আগে পর্যন্ত ৭০ বছর ধরে ভারতের আইনে সম্মতিপূর্ণ সম্পর্কের বয়সসীমা ১৬-তেই ছিল। কোনও বড় বিতর্ক ছাড়াই এটি ১৬ থেকে ১৮ করা হয়েছিল, যা বিচারপতি ভার্মা কমিটির সুপারিশেরও বিরোধী। তিনি জাতীয় স্বাস্থ্য সমীক্ষার তথ্য দিয়ে বলেন, দেশের বহু কিশোর-কিশোরীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক এখন সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু পকসো আইনে মামলা বাড়ছে। ২০১৭ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ১৬-১৮ বছর বয়সিদের ক্ষেত্রে মামলা ১৮০ শতাংশ বেড়েছে।

ইন্দিরা জানান, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অভিযোগ পরিবারের তরফে দায়ের হয়, বিশেষ করে ভিন্ন জাত বা ধর্মের সম্পর্ক হলে। এতে কিশোর যুগলরা গোপনে বিয়ে করতে বা লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এই পরিস্থিতি তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। তিনি আদালতকে অনুরোধ করেছেন, ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিপূর্ণ সম্পর্কের জন্য 'ক্লোজ-ইন-এজ' নিয়ম চালু করা হোক, যাতে তাদের আর পকসো বা ধর্ষণ মামলায় ফাঁসতে না হয়।

ব্রিটেনের গিলিক বিধি এবং ভারতের পুত্তস্বামী গোপনীয়তা মামলার রায় উদ্ধৃত করে ইন্দিরা বলেন, 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গোপনীয়তার অধিকার কিশোরদের যৌন স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।'

দেশের নানা হাইকোর্টও এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। মুম্বই, মাদ্রাজ, মেঘালয় হাইকোর্ট বলেছে, সব যৌন সম্পর্কই জোর করে হয় না। সম্মতির ভিত্তিতে তৈরি হওয়া সম্পর্ক আর নির্যাতনের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে দেশের বিচারব্যবস্থাকে।

ইন্দিরার কথায়, 'কিশোর-কিশোরীদের সম্মতিপূর্ণ সম্পর্ককে অপরাধ হিসাবে দেখা উচিত নয়। যৌন স্বাধীনতা মানুষের মর্যাদার অংশ। তাদের নিজেদের শরীর নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারও সংবিধানের অধীনে সুরক্ষিত।'

সুপ্রিম কোর্টে আর্জি

- কিশোর-কিশোরীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক এখন সাধারণ ব্যাপার
- ২০১৭-'২১ পর্যন্ত পকসো আইনে ১৬-১৮ বছর বয়সিদের ক্ষেত্রে মামলা ১৮০ শতাংশ বেড়েছে
- ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পর্কের জন্য 'ক্লোজ-ইন-এজ' নিয়ম চালু করার আর্জি
- ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গোপনীয়তার অধিকার কৈশোরে যৌন স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য
- মুম্বই, মাদ্রাজ, মেঘালয় হাইকোর্ট বলেছে, সব যৌন সম্পর্কই জোর করে হয় না। সম্মতির ভিত্তিতে সম্পর্ক আর নির্যাতনের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে

বৃহস্পতিবার সংসদের সামনে মহুয়া মৈত্র। (নীচে) এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদে শামিল সোনিয়া গান্ধি সহ বিরোধী সাংসদরা। নয়াদিল্লিতে।

নির্বাচন কমিশনারকে চ্যালেঞ্জ রাহুলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : বিহারে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর নিয়ে উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এই প্রক্রিয়ার নামে বিধানসভা ভোটের মুখে যেভাবে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ছে তাতে ক্ষুব্ধ বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। নির্বাচন কমিশনের যুক্তি, যাঁরা মারা গিয়েছেন বা ভূতুড়ে ভোটার তাঁরাই শুধুমাত্র তালিকাচ্যুত হচ্ছেন। কিন্তু এই যুক্তি মানতে নারাজ বিরোধী শিবির। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সাফ কথা, নির্বাচন কমিশন আদৌ তাদের কাজ করছে না।

বিহারে এখনও পর্যন্ত মোট ৫৬ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। এসআইআর নিয়ে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার প্রথমবার মুখ খুলেছেন। তাঁর প্রশ্ন, 'নির্বাচন কমিশন কি তাহলে ভোটার তালিকায় মৃত ভোটারদের রাখতে পারে? যাঁদের হাতে নকল এপিক কার্ড রয়েছে তাঁদেরও কি তালিকায় রাখা হবে? বিদেশিদের ভোটার তালিকায় রাখতে পারে কি কমিশন? তাহলে আপত্তিটা উঠছে কীসে?' জ্ঞানেশ কুমারের দাবি, 'সফল গণতন্ত্রের ভিত্তি হল নির্ভুল ভোটার তালিকা। সংবিধান হল ভারতের গণতন্ত্রের জননী। মৃত, পাকাপাকিভাবে অন্যত্র চলে যাওয়া, নকল, জাল এবং বিদেশি ভোটারদের নামে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বিভ্রান্ত করা হতে পারে বলে ভয় পাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সেই কারণেই বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং সারাদেশে আগামীদিনে তা করা হবে।'

সিইসি এদিনের দাবি শুনে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্ট কথা বলে দিতে চাই। আপনারা যদি ভাবেন এইসব করে আপনারা পার পেয়ে যাবেন, আপনাদের অফিসাররা পার পেয়ে যাবেন তাহলে আপনারা ভুল ভাবছেন। আমরা আপনাদের দেখে নেব।' সিইসির যুক্তি খারিজ করে রাহুল বলেন, 'আজ কমিশন কিছু বলছে। ওসব ফালতু কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভোটের সময় কর্ণাটকের একটি আসনে যে কমিশন কারচুপি করেছে সেই ব্যাপারে আমাদের কাছে ১০০ শতাংশ প্রমাণ আছে। আমরা একটি আসন দেখে এটা বলেছি। একের পর এক আসনে এই নাটক চলছে। হাজার হাজার নতুন ভোটারদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।' রাহুলকে হাইকোর্টের নির্দেশ আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়েছে কমিশন।

এদিকে তৃণমূল অভিযোগ করেছে এসআইআরকে সামনে রেখে বিহারে ভোটার বাতিলের যে খেলায় বিজেপি নেমেছে তা ক্রমশ ভয়ঙ্কর আকার নিচ্ছে। দলের নেতা কুনাল ঘোষ বলেন, '২২ জুলাই কমিশনের পরিসংখ্যানে বলা হয়েছিল, খোঁজ মেলেনি এমন ভোটারের সংখ্যা ছিল ১১,৪৮৪ জন। অথচ ২৩ তারিখ এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে এক লক্ষ।' একই অভিযোগ তোলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রও। তিনি বলেন, 'এসআইআর হল ভোটারদের বঞ্চনা অভিযান।'

বিরোধীদের এসআইআর বিক্ষোভের মুখে কেন্দ্র সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বিহারে এই প্রক্রিয়া নিয়ে সরকার কোনওপ্রকার আলোচনা করবে না। কেন্দ্রের একটি সূত্র বলেছে, 'নির্বাচন কমিশনের হয়ে সরকার কোনও কথা বলতে পারে না। যে বিষয়টি পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের মতো একটি সাংবিধানিক সংস্থার হাতে রয়েছে সেখানে সরকার কীভাবে কথা বলবে? এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সংসদে কোনও আলোচনা হবে না। নির্বাচন কমিশনের কাজে সরকার নাক গলাবে না।'

এই অবস্থায় বিরোধী ইন্ডিয়া জোট বৃহস্পতিবারও সংসদের বাইরে এসআইআরের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ দেখায়। তাতে হাজির ছিলেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং তাঁর মেয়ে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও। বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভের মূল বার্তা ছিল, এসআইআর গণতন্ত্রের ওপর আঘাত। তৃণমূল অবশ্য বাঙালিদের হেনস্তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ দেখায়। বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে এদিনও সংসদের কাজকর্ম ভন্ডুল হয়ে যায়। এই নিয়ে বাদল অধিবেশনের চারদিনই ভেস্তে গেল। বৃহস্পতিবার প্রথমে দুপুর ২টো পর্যন্ত লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন স্থগিত করে দেওয়া হয়।

চর্চায় বিশেষ সংশোধনী

যাঁদের হাতে নকল এপিক কার্ড রয়েছে তাঁদেরও কি তালিকায় রাখা হবে? বিদেশিদের ভোটার তালিকায় রাখতে পারে কি কমিশন? তাহলে আপত্তিটা উঠছে কীসে?
জ্ঞানেশ কুমার

আপনারা যদি ভাবেন এইসব করে আপনারা পার পেয়ে যাবেন, তাহলে আপনারা ভুল ভাবছেন। আমরা আপনাদের দেখে নেব।
রাহুল গান্ধি

এসআইআর হল ভোটারদের বঞ্চনা অভিযান।
মহুয়া মৈত্র

তদন্ত রিপোর্টে সায় রাজ্যের

বেঙ্গালুরু, ২৪ জুলাই : বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্টের ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট অনুমোদন করল কর্ণাটক মন্ত্রীসভা। বিচারপতি জন মাইকেল ডি'কুনহা কমিশনের রিপোর্টে আইপিএল দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি), কর্ণাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (কেএসসিএ), ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা ডিএনএ এন্টারটেইনমেন্ট এবং বেঙ্গালুরু পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর গাফিলতির অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্তে পুলিশের গাফিলতি বলা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে আরসিবি, কেএসসিএ, ডিএনএ এন্টারটেইনমেন্ট এবং দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আইনি ও বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইডি'র ফাঁসে অনিল আম্বানি

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে বড় আকারে তদন্ত শুরু করে দিল ইডি। বৃহস্পতিবার দিল্লি ও মুম্বই মিলিয়ে অনিলের সংস্থার প্রায় ৩৫টি ঠিকানায় হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। দিনভর তাঁরা তল্লাশি চালান। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এই অভিযানে ৫০টিরও বেশি কোম্পানির ২৫ জনেরও বেশি আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। যদিও অনিলের ব্যক্তিগত বাসভবনে তল্লাশি অভিযান চলছে না।

প্রাথমিক তদন্তের পর ইডি জানিয়েছে, ব্যাংক, শেয়ারহোল্ডার ও সাধারণ জনগণকে প্রতারণা করে বিপুল পরিমাণ টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলার 'সাজানো ছক' মিলেছে।

নোটিশ এয়ার ইন্ডিয়াকে

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পর এবার এয়ার ইন্ডিয়ার কেবিন ক্রুদের বিশ্রাম ও কাজের নিয়ম, প্রশিক্ষণের নিয়ম না মানার জন্য এয়ার ইন্ডিয়াকে চারটি শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে ডিজিসিএ। তার ভিত্তিতে বুধবার চারটি শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে ডিজিসিএ। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, 'নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই আমরা ওই নোটিশগুলির জবাব দেব। আমরা আমাদের ক্রু সদস্য এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে দায়বদ্ধ।' কর্মীদের দিয়ে অত্যধিক পরিশ্রম করানো, প্রশিক্ষণ দেওয়া সবেতেই এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। এদিকে বিমান দুর্ঘটনার চারদিন পর এয়ার ইন্ডিয়ার ১১২ জন পাইলট অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ছুটি নিয়েছিলেন। লোকসভায় জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহোল।

রাশিয়ায় বিমান ভেঙে মৃত ৪৯

মস্কো, ২৪ জুলাই : বৃহস্পতিবার চিন সীমান্ত ঘেঁষা রাশিয়ার আমুর এলাকায় মাঝ আকাশ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল আনগারা এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রী বিমান। প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর উদ্ধার হল বিমানটির ধ্বংসাবশেষ। ভেঙে পড়া বিমানের ৪৩ জন যাত্রী এবং ৬ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আমুরের আঞ্চলিক গভর্নর ভ্যাসিলি অরলভ জানিয়েছেন, আনগারা এয়ারলাইন্সের এএন-২৪ বিমানটি ব্লাগোচেশচেনস্ক থেকে উড়েছিল। পূর্ব আমুরের টাইন্ডা বিমানবন্দর থেকে প্রায় ১৬ কিমি দূরে একটি জঙ্গলের মধ্যে সেটি ভেঙে পড়েছে। সব যাত্রী ও বিমানকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ৫টি শিশু।

রাশিয়ার জরুরি মন্ত্রক বিবৃতিতে বলেছে, 'যেখানে বিমানটি ভেঙে পড়েছে সেটি পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা। একটি হেলিকপ্টার ওই এলাকা দিয়ে ওড়ার সময় বিমানের ধ্বংসাবশেষ থেকে ওঠা ধোঁয়া দেখে দুর্ঘটনাস্থলকে চিহ্নিত করে। উদ্ধারকর্মীরা সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। যাত্রী ও বিমানকর্মীদের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে ৫০ বছরের পুরোনো এএন-২৪ বিমানটি ভেঙে পড়েছে।' অতীতেও বেশ কয়েকবার বিমানটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছিল বলে খবর।

এদিকে ইতালির ব্রেসিয়া শহরে ব্যস্ত রাস্তায় ভেঙে পড়েছে একটি ছোট যাত্রীবিমান। ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু হয়। ২ জন গুরুতর আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দাবানলের গ্রাসে তুরস্ক : মঙ্গলবার সকাল থেকে এসকিসেহির প্রদেশের একটি জঙ্গলে আগুন লাগে। দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে বন দপ্তর ও উদ্ধারকারী দলের ১০ সদস্যের। আহত ১৪ জন।

ভারতীয়দের আর চাকরি নয় : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৪ জুলাই : আর ভারত থেকে কর্মী নেওয়া চলবে না। এবার থেকে আমেরিকানদেরই চাকরি দিতে হবে বলে গুগল, মাইক্রোসফট ইত্যাদি বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে কড়া বার্তা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ওয়াশিংটনে কৃত্রিম মেধা বিষয়ক এক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে ট্রাম্প বলেন, আমেরিকান কোম্পানিগুলি যেন বিদেশে কারখানা বানানো বা ভারতীয় প্রযুক্তি কর্মীদের চাকরি দেওয়ার বদলে দেশে নতুন কর্মসংস্থান বাড়ায়।

ট্রাম্পের অভিযোগ, বড় টেক কোম্পানিগুলি 'গ্লোবালিস্ট' মানসিকতা নিয়ে চলেছে। তারা আমেরিকার স্বাধীনতা থেকে লাভ তুলেছে, অথচ কারখানা বানানোর সময় বেছে নিয়েছে চিনকে। কর্মী নিয়োগ করেছে ভারত থেকে, আর মুনাফা লুকিয়ে রেখেছে আয়ারল্যান্ডে। তাঁর কথায়, 'আমার আমলে এসব আর চলবে না।' এআই খাতে আমেরিকাকে বিশ্বের সেরা করতে ইতিমধ্যে তিনটি নতুন এগজিকিউটিভ অর্ডার সই করেছেন ট্রাম্প। এর মধ্যে রয়েছে—দেশের মধ্যেই কৃত্রিম মেধা (এআই) সংক্রান্ত ডেটা সেন্টার দ্রুত গড়ে তোলা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি-মুক্ত এআই তৈরি এবং আমেরিকায় তৈরি এআই সরঞ্জামগুলিকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে দেওয়া। তাঁর কথায়, 'আমরা চাই, তোমরা আমেরিকাকেই আগে রাখো। এটাই আমাদের একমাত্র চাওয়া।'

এআই টুলে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থাকলে তা বন্ধের হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছেন ট্রাম্প। 'ওয়োক' নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা ওয়োক সরিয়ে দিচ্ছি। এআই মডেল নিরপেক্ষ ও নির্ভুল হতে হবে। দেখতে হবে, এটা যেন কোনওভাবেই কোনও মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত বা পরিচালিত না হয়।'

ফের জামিন নাকচ চিন্ময়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ২৪ জুলাই : বাংলাদেশের সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিন ফের নাকচ করে দিল চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা আদালত। বৃহস্পতিবার তাঁর জামিন না-মঞ্জুর হয়েছে। চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে আইনজীবী খুন, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, আদালত অবমাননা সহ পাঁচটি মামলা রয়েছে। জুন মাসে তাঁর জামিন খারিজ করে দিয়েছিল চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

রবি-মূর্তির ভাবনা নেই

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : জালিয়ানওয়ালাবাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনও মূর্তি নেই। মূর্তি স্থাপনের কোনও পরিকল্পনাও কেন্দ্রের নেই। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের জবাবে এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তিনি বলেছেন, গণহত্যাস্থলে শুধু শহিদ স্মৃতিসৌধ এবং ঐতিহাসিক কুয়ো আছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

ঋতব্রত দাবি করেছিলেন, জালিয়ানওয়ালাবাগের বধ্যভূমিতে রবীন্দ্রনাথের একটি মূর্তি থাকা উচিত। তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'যে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইটহুড ত্যাগ করেছিলেন, জালিয়ালওয়ালাবাগ শহিদ স্মৃতিসৌধে সসম্মানে সেটি প্রদর্শিত হোক। আমরা জানতে চেয়েছিলাম, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনও মূর্তি আছে কি না এবং না থাকলে মূর্তি বসানোর কোনও পরিকল্পনা আছে কি না । জবাবে কেন্দ্র জানিয়েছে, সেরকম কোনও পরিকল্পনা নেই।'

ভারত-ব্রিটেন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর

লন্ডন, ২৪ জুলাই : ব্রিটেনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলল ভারত। দু'দিনের সফরে বুধবার লন্ডন পৌঁছোন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার তাঁর এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের উপস্থিতিতে দু-দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে ভারতের তরফে সই করেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং ব্রিটেনের বাণিজ্যসচিব জনাথন রেনল্ডস। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে যখন ধোঁয়াশা বহাল রয়েছে, সেইসময় দিল্লি-লন্ডনের এদিনের সমঝোতা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এর ফলে ব্রিটেনে ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্কের গড় হার ১৫ শতাংশ থেকে কমে ৩ শতাংশ হতে চলেছে। ভারতে প্রথমবারের মতো ব্যবসা করতে চলেছে ২৬টি ব্রিটিশ সংস্থা। চুক্তির পর দৃশ্যতই উচ্ছ্বসিত দেখিয়েছে মোদি ও স্টারমারকে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মোদি বলেন, 'আজ আমাদের সম্পর্কের একটা ঐতিহাসিক দিন। কয়েক বছরের কঠিন পরিশ্রমের পর আমাদের দু-দেশের বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এর ফলে ভারতের পোশাক, জুতো, রত্ন, অলংকার, সামুদ্রিক খাবার সহ বিভিন্ন পণ্য ব্রিটেনে আরও ভালো বাজার পাবে। ভারতের কৃষিপণ্য এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য এখানকার বাজারে নতুন সুযোগ তৈরি করতে সক্ষম হবে। এই চুক্তি বিশেষ করে ভারতীয় তরুণ, কৃষক, মৎস্যজীবী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পকে উপকৃত করবে।'

স্টারমার বলেন, 'এটি এমন একটি চুক্তি যা আমাদের দু'দেশের জন্য বিরাট সুবিধা বয়ে আনবে। মজুরি বৃদ্ধি পাবে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং কর্মজীবী মানুষের পকেটে বাড়তি টাকা ঢুকবে। এই চুক্তি কর্মসংস্থানের পক্ষে ভালো, ব্যবসার জন্য ভালো, শুল্ক কমবে এবং বাণিজ্যকে সস্তা, দ্রুত এবং সহজ করে তুলবে।'

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ব্রিটেনে ভারতের রপ্তানি ১২.৬ শতাংশ বেড়ে ১৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে গিয়েছে। এইসময় ব্রিটেন থেকে আমদানি ২.৩ শতাংশ বেড়ে ৮.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে দুই দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করে ১২০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে।

উপস্থিত মোদি, স্টারমার

বন্ধুত্ব যেন অটুট থাকে। স্টারমারের সঙ্গে মোদি। লন্ডনে বৃহস্পতিবার।

ভারতের প্রাপ্তি

- গড়ে মাত্র ৩ শতাংশ শুল্কে ব্রিটেনে পণ্য রপ্তানির সুযোগ
- ব্রিটেনের সাড়ে ৩৭ বিলিয়ন ডলারের কৃষিবাজার ভারতীয় কৃষকদের নাগালে আসবে
- দুগ্ধশিল্প চুক্তির আওতায় না থাকায় সুবিধা হবে ভারতের
- এদেশের কাঁঠাল, মিলেট ও ভেষজশিল্প নতুন বাজার পাবে
- ব্রিটেনের শুল্ক কবচের বাইরে থাকবে ভারতীয় পণ্য। দিতে হবে না কোনও ধরনের জরিমানা

জয়হিন্দ কলোনিতে উচ্ছেদ স্থগিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : ভোটার তালিকার এসআইআর এবং বাঙালি হেনস্তা নিয়ে তোলপাড়ের মধ্যেই জয়হিন্দ কলোনি নিয়ে স্বস্তি পেল তৃণমূল। পাতিয়ালা হাউজ আদালত বসন্তকুঞ্জ সংলগ্ন জয়হিন্দ কলোনির বাঙালি বাসিন্দাদের উচ্ছেদ অভিযান আপাতত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখে যেভাবে বাংলাভাষীদের জীবনযাপন দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রতিবাদ ও আইনি লড়াই এই স্থগিতাদেশ এনে দিয়েছে বলে দাবি করেছে জোড়াফুল শিবির।

দলের সাংসদ সাগরিকা ঘোষ এক্সে লিখেছেন, 'বাংলাভাষীদের ন্যায়বিচার দেওয়ার জন্য তৃণমূল এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের প্রথম ধাপ এটি। বাংলাবিরোধী নরেন্দ্র মোদির সরকার এবং বাংলাবিদ্বেষী বঙ্গ বিজেপি আর বাংলাভাষীদের নিশানা করলেও সফল হবে না।' এই ইস্যুতে লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মেদিনীপুরের দলীয় সাংসদ জুন মালিয়া। সম্প্রতি তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল জয়হিন্দ কলোনিতে গিয়ে বাংলাভাষীদের পাশে দাঁড়ান। তাঁরা ২৪ ঘণ্টার জন্য ধর্নায় বসেন এবং আইনি সাহায্যের আশ্বাস দেন। দোলা সেন বলেন, 'আমরা সর্বত্র বাঙালিদের রক্ষা করার চেষ্টা করছি। যে কোনও ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি।'

তৃণমূল বলেছে, 'ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী ভারতীয়দের প্রতি যে অন্যায় আচরণ চলছে, তার বিরুদ্ধে দল রাস্তায় নামবে, আইনি লড়াই লড়বে, প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হবে, কিন্তু মাথা নোয়াবে না।'

উচ্ছ্বসিত তৃণমূল

থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়ার সংঘাতের বলি ১২

ব্যাংকক, ২৪ জুলাই : ফের যুদ্ধের দামামা। এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। হাজার বছরের পুরোনো একটি হিন্দু মন্দির এবং তার আশপাশের এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তীব্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়া। হামলা-পালটা হামলায় দু'পক্ষের অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৩। হতাহতদের অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। কম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীর গোলাগুলির জবাবে শুক্রবার এফ-১৬ যুদ্ধবিমান থেকে গোলা বর্ষণ করেছে থাইল্যান্ডের সেনা।

সেদেশের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম কম্বোডিয়ার অদ্দার মিনচেই প্রদেশ সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত মোয়ান থম মন্দিরের কাছে প্রথমে গুলি চালায় কম্বোডিয়ার সেনারা। থাই বাহিনী জবাব দিলে দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বেধে যায়। ওই এলাকায় ড্রোন ও বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করেছে কম্বোডিয়া। তাদের বাহিনী ভারী অস্ত্রশস্ত্র, কামান এবং মাঝারি পাল্লার বিএম-২১ রকেট ব্যবহার করছে।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেখানকার ৮৬টি গ্রামের প্রায় ৪০ হাজার থাই বাসিন্দাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিকে সীমান্ত সংঘাতের জন্য থাইল্যান্ডকে দায়ী করেছে কম্বোডিয়া। সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের দাবি, থাইল্যান্ডের সেনারা প্রথমে আক্রমণ করেছিল। আত্মরক্ষায় পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে কম্বোডিয়া। কম্বোডিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হুন সেন সামাজিক মাধ্যমে করা একটি পোস্টে লিখেছেন, 'থাইল্যান্ডের সেনাবাহিনী কম্বোডিয়ার দুটি সীমান্ত প্রদেশ অদ্দার মিনচেই এবং প্রাহ ভিহেয়ারে গোলাবর্ষণ করেছে। পালটা আক্রমণ ও হামলা প্রতিহত করা ছাড়া কম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীর কাছে অন্য কোনও পথ খোলা নেই।'

উপরাষ্ট্রপতি পদে 'এক' প্রার্থী দেবে ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিচ্ছে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'। এবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সর্বসম্মত প্রার্থী দিতে কোমর বাঁধছে তারা। বৃহস্পতিবার এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন বিরোধী নেতারা। কংগ্রেসের এক বর্ষীয়ান নেতার কথায়, 'আমরা সর্বসম্মত প্রার্থী দেব ঠিকই। কিন্তু তার আগে দেখে নিতে চাই, এনডিএ কাকে প্রার্থী করছে।'

২০২২ সালে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জগদীপ ধনকড়ের বিরুদ্ধে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা মার্গারেট আলভাকে প্রার্থী করেছিল 'ইন্ডিয়া'। ১৭টি বিরোধী দল সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিলেও বেঁকে বসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। ভোটদান থেকে বিরত থাকে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল। এবার অবশ্য তৃণমূলও সেই 'ভুল' করবে না বলে ইঙ্গিত দিয়েছে। দলের এক শীর্ষস্থানীয় নেতার কথায়, 'সহযোগী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে। আশা করছি, এবার ঐক্যমত্যে আসতে কোনও সমস্যা হবে না।'

সার্চলাইট বিলি

ফালাকাটা, ২৪ জুলাই : বৃহস্পতিবার দুপুরে জলদাপাড়া বনাঞ্চল সংলগ্ন ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাউচাঁদপাড়া এবং বাদাইটারি এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা করা হয়। মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত রুখতেই ওই সভা হয়েছে। ঐকতান ও স্নেহের পরশ নামে দুই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সভা থেকে ৩০ জন গ্রামবাসীকে সার্চলাইট দেওয়া হয়েছে।

অপেক্ষা।। দার্জিলিং লোকোশেডে। বৃহস্পতিবার শুভঙ্কর শানু চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ড্রাগবিরোধী প্রচার

শামুকতলা, ২৪ জুলাই : চেপানি হাইস্কুলে বৃহস্পতিবার ড্রাগবিরোধী প্রচার অভিযান হল। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এদিন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুব্রত তালুকদার জানিয়েছেন। এছাড়া এদিন আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের উদ্যোগে চেপানি হাইস্কুলের পড়ুয়াদের বিবিএ পাঠক্রম নিয়ে আগ্রহ তৈরি জন্য একটি প্রচার অভিযান চালানো হয়।

মাছ চাষের প্রশিক্ষণ

ফালাকাটা, ২৪ জুলাই : কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে ফালাকাটায় প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন চলছে। এই উপলক্ষ্যে ব্লকের গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোকুলনগর গ্রামে মাছচাষিদের জন্য আয়োজিত দু'দিনের প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হল বৃহস্পতিবার। কিছুদিন আগে বালাসুন্দর গ্রামে মাছচাষিদের জন্য একটি খামার বিদ্যালয় খোলা হয়। ব্লক কৃষি ও মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতায় অ্যাগ্রিকালচার টেকনলজি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি সেই বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। ১৫০ জন মাছচাষি সেখানে যুক্ত রয়েছেন। সেখানে অনুষ্ঠিত শিবিরে তাঁদের আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের নানা কৌশল শেখানো হয়। এদিন মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিনের শিবিরে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ পেয়ে তাঁরা অনেকটাই উপকৃত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন মাছচাষিরা।

গ্রেপ্তার

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ জুলাই : বুধবার রাতে টহলদারি চালানোর সময় ২ তরুণকে গ্রেপ্তার করে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশের অভিযোগ, ওই দুজন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিপাড়া মা কালী গেট সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুজনেই দক্ষিণ তেলিপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা রাতে ওই এলাকায় একটি প্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন মাঠে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। এবিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল বলেন, 'ওই এলাকা থেকে পুলিশকর্মীরা ওই দুই তরুণকে ধরে নিয়ে আসেন। পরে, বৃহস্পতিবার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

সেমিনার

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই : বারাণসীর রুদ্রাক্ষ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে নেশামুক্তি নিয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়া তিনদিনের জাতীয় সেমিনারে যোগ দেয় আলিপুরদুয়ার বৈদিক সমাজ। যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রকের উদ্যোগে দেশের ১২৩টি আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংস্থা এতে অংশগ্রহণ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি সংস্থা সেখানে আমন্ত্রিত হয়। অনুষ্ঠানে মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে যুবসমাজকে কীভাবে সচেতন ও শক্তিশালী করা যায় তা নিয়ে প্রস্তাব ও কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার বৈদিক সমাজের সাধারণ সম্পাদক অমিত চক্রবর্তী বলেন, 'যুবসমাজকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করার পথ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

তথ্য বদল

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই : আলিপুরদুয়ারে অসম রেলগেট সংলগ্ন এলাকার এক ক্যাফে মালিকের বিরুদ্ধে ইনকাম সার্টিফিকেটের তথ্য বদলে ফেলার অভিযোগ উঠল। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সহ অনেকে দোকানের সামনে জড়ো হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে ক্যাফের মালিক এলাকা ছেড়ে পালায়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মিঠু নাগের অভিযোগ, 'এই দোকানদার এক বাসিন্দার ইনকাম সার্টিফিকেটে নাম সহ নানা তথ্য বদলে দেয়। বিষয়টি পঞ্চায়েত অফিসের নজরে আসে। তারপরেই পুলিশ ডাকা হয়।' এনিয়ে বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মণিকা পণ্ডিত জানান, এভাবে সরকারি তথ্য বদলে দেওয়ায় কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

অনুমতি নিয়ে চাপানউতোর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ৫৬ জন তরুণী উদ্ধারের ঘটনায় এবার নয়া মোড়। যে সংস্থার বিরুদ্ধে ভুয়ো প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তরুণীদের পাচারের অভিযোগ উঠেছে, সেই সংস্থার নাম কেন্দ্রীয় সরকারের কুশলভারত ওয়েবসাইটে জ্বলজ্বল করছে। শুধুমাত্র ভবেশ মোড় নয়, ওই সংস্থার আরও একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র রয়েছে সেবক রোডের হিমাঞ্চল সরণিতে। শিলিগুড়ি শহরে কেন্দ্রীয় সরকারের কুশলভারত প্রকল্পের প্রশিক্ষণকেন্দ্র রয়েছে ১৪টি। এর মধ্যে দার্জিলিং জেলায় আট এবং জলপাইগুড়ি জেলায় পড়ছে ছয়টি। দুটো অভিযুক্ত সংস্থার অধীনে। দুটির ঠিকানা সহ স্টাডি সেন্টার কোড এবং নাম সরকারি ওয়েবসাইটে রয়েছে। এরপর থেকে জটিলতা বাড়তে শুরু করেছে।

এদিকে সংস্থার কর্মকর্তাদের দাবি, উদ্ধার হওয়া তরুণীদের একটি ব্যাটারিচালিত স্কুটার সংস্থায় কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সংস্থার তরফেই নাকি তাঁদের ট্রেনের টিকিট কেটে দেওয়া হয়। সংস্থার নথিপত্র রয়েছে তরুণীদের কাছে। ইতিমধ্যে প্রতিটি তথ্য যাচাই শুরু করেছেন শিলিগুড়ি জিআরপির আধিকারিকরা। সংস্থার আরও এক কর্মী মনোজ শর্মাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটরের সঙ্গে তিনিও হোটেলে ছিলেন। তাঁকে প্রথমে আটক দেখানো হয়। পরবর্তীতে গ্রেপ্তার করা হয়। দুজনকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে জিআরপি। শিলিগুড়ির রেল পুলিশের সুপার কূঁয়রভূষণ সিংয়ের বক্তব্য, 'তদন্ত চলছে। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জলঘোলা। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্যা মনীষা রায়, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা সুকান্ত কর সহ অন্যরা সাংবাদিক সম্মেলন করে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকারের দিকে আঙুল তুলেছেন। মনীষার প্রশ্ন, 'কীভাবে ওই সংস্থাকে এনওসি দেওয়া হল। এনওসি দেওয়ার আগে কেন যাচাই করা হল না। বাড়ির মালিক একজন সক্রিয় বিজেপি কর্মী। এক লক্ষ টাকা করে ভাড়া পাচ্ছিলেন। তাঁকে সুবিধা পাইয়ে দিতে কি এসব হয়েছে।' পালটা মিতালির দাবি, '২০১৪ সাল থেকে ওই এলাকায় অফিস চলছে। সেসময় তো তৃণমূলের প্রধান ছিলেন। ওদের বোর্ড ছিল। অর্থাৎ ওরাই দিয়েছে অনুমতি তখন।'

তরুণীদের উদ্ধারের সময় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দুজনকে। পুলিশের দাবি, ওই তরুণীদের কাজ দেওয়ার নামে তামিলনাড়ুর হসুর জেলায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল। তবে সংস্থার দাবি, বেঙ্গালুরুতে একটি ব্যাটারিচালিত স্কুটার তৈরির সংস্থায় কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাদের। পাঁচটি পিএনআর নম্বর দিয়ে ১২টি করে টিকিট কাটা হয়েছিল। পুলিশ ভবেশ মোড়ে সংস্থার কার্যালয়ে অভিযান চালিয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, তল্পিতল্পা গোটাতে ইতিমধ্যে অফিসের একাধিক সামগ্রী বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। বাড়ি ছেড়ে দেবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল মালিককে।

এতে সরকারি ওয়েবসাইটে নাম এবং স্টাডি সেন্টার কোড থাকা সংস্থার বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপে জড়িত থাকার সন্দেহ আরও জোরালো হচ্ছে। পুলিশের অবশ্য দাবি, সংস্থাটি একাধিক জায়গায় একই কায়দায় মেয়েদের পাচার করেছে।

চালককে মারধরের প্রতিবাদ

দার্জিলিং রুটে গাড়ি বন্ধে ভোগান্তি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : রোহিণীতে গাড়িচালককে মারধর এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং রুটের সমস্ত যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকল। এর জেরে পর্যটক থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রী, সকলেই চরম হয়রানির শিকার হয়েছেন। কার্সিয়াং, দার্জিলিং যাওয়ার জন্য গাড়ি পেতে তাঁদের দার্জিলিং মোড়, দাগাপুরে চড়া রোদে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। তবে, সন্ধ্যায় দু'পক্ষের আলোচনায় বিষয়টি মিটমাট হয়ে গিয়েছে বলে তরাই চালক সংগঠনের সম্পাদক মেহেবুব খান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'শুক্রবার থেকে পাহাড়ের সমস্ত রুটে যাত্রীবাহী ছোট গাড়িগুলি চলাচল করবে।'

কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়ের কথা, 'ছোট গাড়িচালকের অভিযোগের ভিত্তিতে কার্সিয়াং থানা মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।'

বুধবার দুপুরে পর্যটকদের নিয়ে দার্জিলিং যাচ্ছিলেন গাড়িচালক মানিক বণিক। রোহিণীর কারগিলদাড়ায় একটি পণ্যবাহী লরিকে পাশ কাটানো নিয়ে সমস্যার সূত্রপাত। অভিযোগ, লরিচালক কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পর্যটক ভর্তি গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে মানিককে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করতে শুরু করে। এরপর একে একে আরও কয়েকটি লরি সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। সেই লরির চালকরাও মানিককে বেধড়ক মারধর করে এবং তাঁর কাছে থাকা নগদ টাকা, মোবাইল কেড়ে নেয়। খবর পেয়ে ওই রুটের অন্য যাত্রীবাহী গাড়ির চালকরা ঘটনাস্থলে এসে মানিককে কার্সিয়াং থানায় নিয়ে যান। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মানিককে প্রথমে কার্সিয়াং হাসপাতাল এবং পরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়।

> শুক্রবার থেকে পাহাড়ের সমস্ত রুটে যাত্রীবাহী ছোট গাড়িগুলি চলাচল করবে।
>
> **মেহেবুব খান** সম্পাদক
> তরাই চালক সংগঠন

তরাই চালক সংগঠনের সম্পাদক মেহেবুব খানের বক্তব্য, 'পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে উলটে ঘটনাস্থলের প্রত্যক্ষদর্শীকে নিয়ে আসতে বলে। থানার ডিউটি অফিসার মানিককে বলেন, আপনাকে যে মারধর করা হয়েছে তার প্রমাণ কোথায়? এরপরই সংগঠনের তরফে পুলিশের সঙ্গে কথা বলা হয়। পুলিশ অভিযোগ নিলেও জেনারেল ডায়েরি (জিডি) নম্বর দেয়নি। এমনকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপও দিনভর করেনি। এর প্রতিবাদেই বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, কার্সিয়াং রুটের সমস্ত যাত্রীবাহী গাড়ি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।'

এদিন সকালে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং, কার্সিয়াং রুটে চলাচলকারী শতাধিক যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি নিয়ে চালকরা দাগাপুর ট্রাকস্ট্যান্ডে জমায়েত হন। তাঁদের অভিযোগ, মারধরে অভিযুক্ত লরিচালকরা এই স্ট্যান্ড থেকেই চলাচল করেন।

ঘটনার জেরে আচমকা দার্জিলিং রুটের সমস্ত ছোট গাড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হন। ইসলামপুরের নিউটাউনের বাসিন্দা অনিন্দ্য দাস স্ত্রীকে নিয়ে দার্জিলিং যাওয়ার জন্য দার্জিলিং মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চড়া রোদে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তিনি গাড়ি পাননি।

অবশ হাতে পদ্য লেখেন অমিত

প্রথম পাতার পর

সাদরি ভাষার নবীন প্রজন্মের কবিদের মধ্যে অমিত লোহরা নামটি এখন উল্লেখযোগ্য একটি নাম।

তাঁর জীবন প্রথম থেকেই সংঘর্ষে ভরা। ২০০০ সালে বাগান বন্ধ ছিল। সেই সময় বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে শিরদাঁড়ায় চোট পেয়েছিলেন অমিত। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তিন বছর চিকিৎসা চললেও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি তিনি। ডান হাত তখন থেকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এর জন্য লেখাপড়াতেও সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। তবে সংঘর্ষ থেমে থাকেনি। ওই পরিস্থিতিতেও তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

বাড়িতে বাবা, মা এবং স্ত্রী রয়েছেন। রায়মাটাং চা বাগানের বিরসা চক লাইনে বাড়ি অমিতের। অনলাইনে বিভিন্ন ফর্ম ফিলআপের কাজ করেন। সেসব অবশ্য বাঁ হাতেই করেন। আর মাতৃভাষার প্রতি অমিতের ভালোবাসা কেবল কবিতায় সীমাবদ্ধ নেই। সাদরি ভাষাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে সাদরি ভাষার সংগঠন 'সাদরি-নাগপুরি সাহিত্য বিকাশ সমিতি'। যাদের উদ্যোগে কালচিনি ব্লক সহ আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন চা বাগানে নিঃশুল্ক সাদরি পাঠশালা গঠন করা হয়েছে।

অমিতের লেখা জনপ্রিয় কবিতা হল 'ঝাঁই ঝাঁই পানি' এবং 'সাদরি আইও বুলাথে'। এছাড়াও গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মোর আইও'। অমিত বললেন, 'ছোটবেলা থেকেই সাদরি ভাষায় গান লিখতাম। বড় হয়ে ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কবিতা লেখা শুরু করি।' তাঁর কবিতা ও গল্পে স্থান পায় চা বাগানের শ্রমিকদের সংঘর্ষ। এছাড়াও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে নেশার কবলে না পড়ে সেজন্য সচেতনতার কথাও বলেন কবিতায়।

ভাষাকে ভালোবেসে অমিতের যে প্রচেষ্টা তাতে সবসময় পাশে পেয়েছেন সাদরি ভাষার গুণীজনদের। একসময় অমিতকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি জয়প্রকাশ টিগ্গা। তরুণ এই কবির মধ্যে যে প্রচুর প্রতিভা রয়েছে, মানছেন তিনিও।

অসুস্থ ৩ ছাত্রী

প্রথম পাতার পর

তার কিছুক্ষণ বাদে আরেক ছাত্রী, নবম শ্রেণির স্বস্তিকা ওরাওঁ গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রীতিকার বাবা জাহির ওরাওঁয়ের মন্তব্য, 'মেয়ের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল রয়েছে।'

অন্যদিকে, এদিন গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ে গাঙ্গুটিয়া চা বাগানের বাসিন্দা ও উত্তর লতাবাড়ি হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্রী সিমরন ওরাওঁ। গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার পর এখন সে সুস্থ রয়েছে।

মাসখানেক আগেও অত্যধিক গরমে আটিয়াবাড়ি চা বাগানের ৩-৪ জন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বারবার এমন ঘটনা ঘটতে থাকায় উদ্বেগ বাড়ছে। তাহলে কি এবার জেলার স্কুলগুলোয় সকালে পঠনপাঠন শুরু করা হবে? অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেড মাস্টার্স অ্যান্ড হেড মিসট্রেসেস সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সভাপতি মানস ভট্টাচার্য পড়ুয়াদের সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'গরমে দুপুরের পর ক্লাস করা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় লোডশেডিং ও লো ভোল্টেজের সমস্যা রয়েছে। অনেক সময় টিনের ছাউনির নীচে ক্লাস করতে পড়ুয়ারা গরমে নাজেহাল হচ্ছে।' অগাস্টের প্রথম দিকে সামেটিভ পরীক্ষা। সকালের দিকে ক্লাস হলে পড়ুয়াদের সুবিধা হবে বলে জানিয়েছেন মানস।

বাংলাদেশে পুশব্যাক

প্রথম পাতার পর

গোয়ালপোখরেরও প্রায় ২০০ শ্রমিক হেনস্তার শিকার। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল বলেন, 'আতঙ্কে রয়েছি। পুলিশ সুপারকে জানানো হয়েছে।' রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পালের বক্তব্য, 'যথাযথ পরিচয়পত্র থাকলে অবশ্যই সহযোগিতা করা হবে।' এই আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না কেউ। উত্তর দিনাজপুরেরই চোপড়া থানার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর হাঁসখারি গ্রামের জহির মহম্মদকেও যে বৃহস্পতিবার হরিয়ানার পানিপতে পুলিশ আটক করেছে। জহিরের বাবা আবদুল হক বলেন, 'দুপুরে কারখানায় কাজ করার সময় ছেলেকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে।'

অনেককে অবশ্য ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরের ৭ এবং গঙ্গারামপুরের ২ জনকে আটকের পাঁচদিনের মাথায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরীও বৃহস্পতিবার হরিয়ানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও অসমের ১৫০ জন শ্রমিককে ছাড়িয়ে এনেছেন। ছাড়া পেলেও নতুন সমস্যা, বাংলার শ্রমিকদের আর বাড়িভাড়া দিতে চাইছেন না হরিয়ানার কেউ।

চাঁচল ১ ব্লকের ছয় পরিযায়ীকে বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেপ্তার করে গুরুগ্রামে বাদশাহপুর পুলিশস্টেশনে শনিবার থেকে আটকে রাখার পর নথিপত্র যাচাই করে বুধবার রাতে ছাড়া হয়। অভিযোগ, পুলিশি হেপাজতে তাঁদের খাবার, এমনকি পানীয় জল দেওয়া হয়নি। থানা চত্বর পরিষ্কার, পুলিশকর্মীদের পোশাক ধোয়ানো হয়েছে তাঁদের দিয়ে।

এরকমই একজন চাঁচলের মুলাইবাড়ির আনেসুর রহমান হরিয়ানা থেকে ফোনে বলেন, 'আট বছর ধরে আছি। এখন বাড়িভাড়া পাচ্ছি না। ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।' সকলে সন্দেহের চোখে দেখছেন বলে জানালেন নুর আলম। পঞ্জাবে এখনও জেলবন্দি চাঁচলের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ছয়জন। রাজনীতিও কম হচ্ছে না। শ্রমিকদের এই হেনস্তা নিয়েও রাজনৈতিক তর্জা কম নয়। রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের অভিযোগ, 'অন্যায়ভাবে নিরপরাধদের আটক করে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চাইছে।' অন্যদিকে, বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরীর বক্তব্য, 'রোহিঙ্গা বাছতে অভিযান চলবেই।'

তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর আশ্বাস, 'কেউ ফিরে আসতে চাইলে আসুন, আমরা এখানে কাজ দেব।' উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর পালটা অভিযোগ, 'তৃণমূল হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারীকে জায়গা না দিলে এমন ঘটনা ঘটত না।'

ছাত্রীদের যৌন হেনস্তা, গ্রেপ্তার

প্রথম পাতার পর

এরপরই প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের ডেকে আলোচনা করে বিষয়টি স্কুলে মিটমাট করে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনওভাবে খবর চলে যায় আলিপুরদুয়ার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে। তারাই পুলিশকে জানায়। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বুধবার গভীর রাতে গ্রেপ্তার করা হয় ওই স্কুল শিক্ষককে।

প্রধান শিক্ষক মুখে কুলুপ এঁটেছেন। আর ওই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক নবেন্দু মণ্ডলও সংবাদমাধ্যমকে বিশেষ কিছু বলতে নারাজ। কেবল বলেন, 'এটা একটি বিচারাধীন বিষয়। তাই এই নিয়ে আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে আমরা, স্কুলের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই ঘটনায় হতবাক। প্রশাসনের ওপরমহল থেকে আমাদের কাছে এই ঘটনার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই রিপোর্ট পাঠিয়েওছিল। তার পরও কেন এই ঘটনা ঘটল, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না।'

স্কুল কর্তৃপক্ষ কিছু বলতে না চাইলেও সরব হয়েছে হেনস্তার শিকার হওয়া ছাত্রীরা। এমনই এক ছাত্রী বলে, 'আমাকে ব্যাড টাচ করছিলেন ভূগোলের শিক্ষক। আমি স্যারকে বলি, এটা আমার পছন্দ নয়। এগুলো করবেন না। পরে আমি শুনি, অন্যদের সঙ্গেও তিনি এমন করেছেন। আমি মা-বাবাকে গোটা বিষয়টি জানাই।'

এক অভিভাবকের কথায়, 'আমার মেয়ে বাড়িতে এসে ভূগোল শিক্ষকের খারাপ আচরণের কথা জানায়। আমি সেটা প্রধান শিক্ষককে জানাই। তারপরে স্কুলে মিটিং ডেকে বলা হয়, এধরনের ঘটনা আর হবে না। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা স্কুলে ঘটলে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের কার ভরসায় স্কুলে পাঠাব?'

এত কিছু হওয়ার পরেও কেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আলোচনা করে মিটমাট করার চেষ্টা করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। মনোজ বলেন, 'একজন দায়িত্বশীল প্রধান শিক্ষক কী করে এই ঘটনার মিটমাট করার জন্য চেষ্টা করলেন, সেটা আশ্চর্যের।' খুব শীঘ্রই তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলে দাবি মনোজের।

ঔদ্ধত্যের মাঝে বেঁচে থাক

প্রথম পাতার পর

এ 'শ্মশান'-এর বদলে 'মহাশ্মশান' বলে ফেলেন।

বামপন্থীরা যদি সুকান্ত-নজরুলেও 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল' বলে হাহুতাশ করেন, তা হলে আর ববি-সুকান্তকে নিয়ে অত চর্চার রইল কী?

ঘুরেফিরে এই ভুলে ডুবে যেতে যেতে একটা প্রশ্ন বিদ্ধ করে বারবার। এত অন্যের উদ্ধৃতির দরকার কী? বক্তা তো নিজেই অন্য কথা বলতে পারেন। নতুন কথা। যে কথা কেউ বলেনি আগে।

কিছু না ভেবে বক্তৃতা দিলে এক সমস্যা। আবার পেশাদার লেখকরা বক্তৃতা লিখে দিলে অন্য সমস্যা। এই যে দুর্গাপুরে নরেন্দ্র মোদি ভাষণ দিয়ে গেলেন, সেটাই ধরা যাক। সর্বভারতীয় হিন্দি সংবাদমাধ্যমে সেদিন দেখলাম হেডিং, 'মোদি এসে বাংলার ছয় মহাপুরুষের নাম নিয়েছেন, মমতার জন্য এটা বার্তা।'

এই ছয় মহাপুরুষ কে কে? শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিধানচন্দ্র রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বীরেন মুখোপাধ্যায়, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিষ্ণু দে। বেঁচে থাকলে, এসব দেখে, হতভম্ব বিষ্ণু দে নিশ্চয়ই আবৃত্তি করতেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা, 'জন সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,/ হৃদয় আমার চড়া।/চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি--/ কোথায় ঘোড়সওয়ার?'

সত্যিই তো, কোথায় আসল ঘোড়সওয়ার? কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না।

দেখা যাচ্ছে শুধু প্রসেনজিৎ এবং রাজু বিস্টের মতো অসংবেদনশীল মানুষকে। যাঁদের বাঙালির সংবেদনশীলতা নিয়ে ধারণা নেই। তাঁর এক হিট সিনেমায় প্রসেনজিতের সংলাপ ছিল, 'বিশ্বাস করো মা, আমি চুরি করিনি।' তিন স্টাইলে তিনি সংলাপটা শুনিয়েছিলেন পর্দার মা, অভিনেত্রী অনামিকা সাহাকে। আর একবার, বছর কুড়ি আগে প্রসেনজিৎ একটা সিনেমা করেছিলেন। নাম আঙ্কল রাজু। তা সাংসদ রাজুর গলায় সেই মডিউলেশন নেই। কাজের ক্ষেত্রেও অষ্টরম্ভা। লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য তাঁর আকুলতা দেখে অবাক হয়েছিলাম, যখন হর্ষবর্ধন শ্রিংলার নাম উঠছিল। এত কীসের অঙ্ক? এত কীসের লোক ধরাধরি? রাজুর সম্পত্তি গত ভোটের সময় ছিল ৪৭.৫ কোটি, আয় ৭ কোটি।

বাংলা প্রশ্ন শুনে 'হিন্দি মে বলিয়ে না' বলা রাজুকেই মানায়। কেননা এই 'রাজু বন গয়া রুডম্যান' শিলিগুড়ির বাঙালি পাড়াগুলোতে নিয়মিত যাওয়ার চেষ্টা করেননি, গুরুত্ব দেননি বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায়। টানা দু'বার সাংসদ হলেও তাঁর সঙ্গে কোনও ফারাক নেই দার্জিলিংয়ের আগের পরিযায়ী পদ্ম সাংসদদের। নেহাত শ্বশুরবাড়ি শিলিগুড়ির কাছে। তাই তাঁকে একটু বেশি দেখা যায় শহরের চারধারে। নিরাপত্তারক্ষী পরিবৃত। মাঝে মাঝে পাহাড়ে যান। সমতলের জনতার ধরাছোঁয়ার বাইরে। কাজ কোথায়? সাংবাদিকদের ছাড়া কাউকেই পাত্তা দেন না। ঔদ্ধত্যে, উন্নাসিকতায় গৌতম দেবকেও পর্যন্ত তিন গোলে হারিয়ে দেবেন। গৌতমের অন্তত রাজুর মতো কর্পোরেট কালচার নেই।

জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় তবু একটা ট্রেন এনেছেন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের জন্য। বিজেপির যুব মোর্চার জাতীয় সচিব রাজু সেখানে শূন্য হাত। বাঙালিদের উপেক্ষাই তাঁর অস্ত্র।

'হিন্দি মে বলিয়ে না' বলেও রাজ্যে রাজু ট্রোল থেকে বেঁচে গিয়েছেন একটা কারণে। শিলিগুড়ির বাইরে বাংলায় তাঁকে কেউ চেনেই না। চেনার মতো কিছু করেনওনি। তাঁকে নিয়ে লেখা মানে উলুবনে মুক্তো ছড়ানো। তাঁকে বিজেপির বোঝানো উচিত, 'ভাই, বাংলা না জেনে, বাংলায় কথা না বলে অনীত থাপা বা বিমল গুরুংদের চলতে পারে। তাঁদের রাজনীতি শুধু পাহাড়ভিত্তিক। তুমি সাংসদ, সমতলেও প্রচুর ভোটার।' আপনাকে রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, অতুলপ্রসাদ বলতে হবে না। বাংলাটা শিখুন অন্তত। আপনি যেখান থেকে এসেছেন, সেই মণিপুরের অনেকে ভালো বাংলা বলেন। সেখানে বর্ণমালা কিন্তু বাংলার মতোই।

বঙ্গজ ভোটারদের সাম্প্রতিকতম সমস্যা, এ সব নেতাদের নিয়েই চলতে হবে। আমরা ভুল উদ্ধৃতি ও ঔদ্ধত্যের রাজনীতিতেই ঘুরপাক খেয়ে যাব।

বাঙালি ডাক্তাররা

প্রথম পাতার পর

ওই চেম্বারের ডাক্তার একজন বাঙালি। এত বাঙালি ডাক্তার কেন? হরিয়ানায় কি ডাক্তারের অভাব? আদৌ তা নয়। রোহিত জানালেন, অর্শ কিংবা ভগন্দরের মতো রোগের চিকিৎসায় হরিয়ানাবাসীর কাছে বাঙালি ডাক্তারই প্রথম পছন্দ।

যদিও ওই ক্লিনিকগুলোতে যাঁরা রোগী দেখেন, তাঁরা সবাই এমবিবিএস পাশ নন। অধিকাংশই রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। শুধু এঁদের মতো ডাক্তার নন, আরও অনেক বাঙালি হরিয়ানায় আইটি সেক্টর বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি কিংবা অন্য কোনও কর্পোরেট ক্ষেত্রে চাকরি করছেন নির্বিবাদে। কয়েক হাজার বাঙালি তরুণ-তরুণীর কেউ থাকেন দিল্লিতে, কেউ গুরুগ্রামে। তাঁদের ওপর ঝামেলার এখনও কোনও খবর মেলেনি। যত সমস্যা হচ্ছে গরিব বাঙালি শ্রমিকদের। আরও স্পষ্ট করে বললে সংখ্যালঘু বাঙালিদের। তাঁদের সবাই বাংলাদেশি বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ উঠছে, এঁরা বেআইনিভাবে ভারতে বসবাস করছেন। আদতে কলকাতার বাসিন্দা, হরিয়ানার একটি অফিসের চাকুরে টুইঙ্কল বসু জানালেন, রোহিঙ্গা সন্দেহে যাঁদের পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে, তাঁদের সবাই ভারতীয় নাগরিক নাও হতে পারেন। তাঁর কথায়, 'কিছু মানুষ সত্যিই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।'

আইটি সেক্টরে কর্মরত গুরুগ্রামের বাসিন্দা হিমাংশু সিং ছোট থেকে এলাকায় বাঙালিদের দেখেছেন। তাঁর বাড়ির কাছে ২০-২৫ বছর ধরে বাঙালি ক্লিনিক রয়েছে। যেখানে ডাক্তারও বাঙালি। তবে তাঁর কথায়, 'শহরে যে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কথা বলা হচ্ছে, তা পুরোপুরি হয়তো মিথ্যা নয়।' শুধু রোহিঙ্গা নন, বাংলাদেশ থেকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অনেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করে বসবাস করছেন বলে কারও কারও দাবি।

দাবিটা পুরো মিথ্যা নাও হতে পারে। যেমন বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ হিসাবে পরিচিত ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের বাসিন্দা রঘুনাথ রায় বলেন, 'হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ সত্যিই বেড়েছে। এদের সবাই সংখ্যালঘু নয়। অনেক সংখ্যাগুরু লোকজনও ভারতে বেআইনিভাবে এসে পরিচয় লুকিয়ে বসবাস করছেন, কাজ করছেন।'

ভাঙা পায়ে ম্যাঞ্চেস্টার মহাকাব্য ঋষভের

বদলি হয়তো জগদীশান

ভাঙা পা নিয়ে মাঠে নামতে চলা ঋষভ পন্থকে বাহবা শার্দূল ঠাকুরের।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জুলাই : শার্দূল ঠাকুর আউট হতেই উঠে দাঁড়াল পুরো মাঠ। শুরু হল টানা করতালি।

আর সেই করতালির অভিবাদনের মধ্যেই ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারতীয় সাজঘরের সিঁড়ি বেয়ে রেলিং ধরে মাঠে নামলেন ঋষভ পন্থ। শরীরীভাষায় অস্বস্তির ছাপ স্পষ্ট। হাঁটতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তাতে কী?

তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। মৃত্যুকে খুব

> ঋষভকে কুর্নিশ। ভাঙা পায়ে এমন যন্ত্রণা নিয়ে খেলা কত কঠিন, সবাই বোঝে। তুমি সেটা করে দেখালে। অত্যন্ত সাহসী প্রচেষ্টা। ওয়েল প্লেড ঋষভ।
>
> **শচীন তেন্ডুলকার**

কাছ থেকে দেখে লড়াই করে ফিরে এসেছেন ক্রিকেট মাঠে, জীবনের মূলস্রোতে। এহেন ঋষভের কাছে পায়ের পাতার হাড় ভাঙা আর কী এমন ব্যাপার। হোক না যন্ত্রণা। দেশের জন্য, দলের জন্য কিছু করতে পারার তৃপ্তিই যে আলাদা।

ধারাবাহিকভাবে ১৪০ কিলোমিটার গতিতে বল করা ক্রিস ওকসের মতো পেসারকে রিভার্স সুইপ মারতে যাওয়ার 'সাহস' ঋষভই দেখাতে পারেন। আর সেই সাহস দেখাতে গিয়েই গতকাল, প্রথম দিনের খেলার শেষ দিকে ঘটে অঘটন। ওকসের ডেলিভারি সরাসরি আছড়ে পড়ে ঋষভের পায়ে। মাঠে তখনই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়েছিলেন তিনি। টিম ইন্ডিয়ার ফিজিয়ো যখন ঋষভের পা থেকে জুতো ও মোজা খুলে দিলেন, টিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ল অল্প সময়ের মধ্যেই ঋষভের ডান পা ফুলে গিয়েছে। মাঠ থেকে গলফ কার্টে চড়ে বেরিয়ে যান ঋষভ। সেখান থেকে সোজা ম্যাঞ্চেস্টারের এক হাসপাতালে। দ্রুত স্ক্যান হয় তাঁর পায়ে। ভারতীয় সময় গভীর রাতের দিকে সেই রিপোর্টে জানা যায়, ঋষভের পায়ের পাতার হাড় ভেঙেছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ, অন্তত ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।

কিন্তু তিনি ঋষভ যে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। বৃহস্পতিবার বিকেলে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরুর ঘণ্টাখানেক পর ভারতীয় দলের তরফে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টে ব্যাটিং করবেন ঋষভ। তবে কিপিং করতে পারবেন না। উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন ধ্রুব জুরেল। শার্দূলের আউট হওয়ার পর ঋষভ যখন রীতিমতো কষ্ট করে সাজঘরের সিঁড়ি বেয়ে বাইশ গজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই দুনিয়া দেখে ফেলল তাঁর মানসিক শক্তি। ভাঙা পায়ে, মূলত এক পায়ে ওকস, জোফ্রা আর্চার, বেন স্টোকসদের বিরুদ্ধে ব্যাটিং। গতকালের অপরাজিত ৩৭ থেকে শুরু করে আজ ৫৪ রানে আর্চারের বলে যখন বোল্ড হলেন ঋষভ, তার মাঝেই একসঙ্গে অনেক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন তিনি। আর্চারকে মিড উইকেটের উপর দিয়ে ছক্কা হাঁকিয়েছেন। স্টোকসের বলে চার মেরে অর্ধশতরান করেছেন। একইসঙ্গে 'ম্যায় হুঁ না'-র ঢংয়ে টিম ইন্ডিয়াকে ভরসাও দিয়েছেন ঋষভ। শুধু তাই নয়, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে রোহিত শর্মাকে টপকে দেশের সর্বাধিক রান সংগ্রাহকও হলেন ঋষভ।

ওভালে ৩১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের শেষ টেস্ট। সেই টেস্টে ঋষভ খেলছেন না নিশ্চিতভাবেই। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে প্রথমে ঈশান কিষানের কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু ঈশানের চোট থাকায় ঋষভের ব্যাকআপ হিসেবে তামিলনাড়ুর নারায়ণ জগদীশানের কথা ভাবা হয়েছে। বিলেতের ভিসা নেই তাঁর। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে জগদীশানের দ্রুত ভিসার ব্যবস্থা করে ইংল্যান্ড পাঠানো হচ্ছে। রাতের দিকের খবর, বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে এখনও ঋষভের ব্যাকআপের নাম ঘোষণা না হলেও দ্রুত সেটা হয়ে যাবে। ঋষভের সাহসিকতা ও দায়বদ্ধতা অবাক করেছে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন প্রধান তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার এমএসকে প্রসাদকেও। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি বলেছেন, 'ঋষভকে বহু বছর চিনি। এমন মানসিক কাঠিন্য খুব কম ক্রিকেটারের মধ্যে রয়েছে। যেভাবে ভাঙা পা নিয়ে ও ব্যাট করল, কুর্নিশ করতেই হবে ওকে।' কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ঋষভকে। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'ঋষভকে কুর্নিশ। ভাঙা পায়ে এমন যন্ত্রণা নিয়ে খেলা কত কঠিন, সবাই বোঝে। তুমি সেটা করে দেখালে। অত্যন্ত সাহসী প্রচেষ্টা। ওয়েল প্লেড ঋষভ।'

ভারতীয় ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসে বাইশ গজের লড়াইয়ে মহাকাব্যের অভাব নেই। ২০০২ সালে অ্যান্টিগায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে ভাঙা চোয়াল নিয়ে বল করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতকে ভরসা দিয়েছিলেন অনিল কুম্বলে। আজ কুম্বলের লড়াইয়ের ঐতিহ্য দেখা গেল ঋষভের মধ্যে। তাছাড়া ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে ২০১৯ সালে একদিনের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারের পর মহেন্দ্র সিং ধোনির কান্নাও ভারতীয় ক্রিকেটে মিথ হয়ে রয়েছে। অতীত ঐতিহ্যের পতাকা বহন করার তালিকায় নয়া সংযোজন ঋষভ।

ঋষভপন্তি

- ভারতীয়দের মধ্যে টেস্টে বীরেন্দ্র শেহবাগের সঙ্গে যুগ্মভাবে সর্বাধিক ছক্কা হয়ে গেল ঋষভ পন্থের (৯০টি)।
- ইংল্যান্ডের মাটিতে উইকেটকিপারদের মধ্যে একটি সিরিজে সর্বাধিক রান (৪৭৯) করলেন ঋষভ। টপকে গেলেন অ্যালেক্স স্টুয়ার্টকে (৪৬৪ রান, বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা)।

সব চোটেই দাবি পরিবর্তনের

ঋষভ-ইস্যুতে সরব সানি-ভনরা

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৪ জুলাই : মাথার চোটে 'কনকাশন সাব'-এর নিয়ম রয়েছে।

পরিবর্ত হিসেবে একই ধরনের প্লেয়ার নামাতে পারে সংশ্লিষ্ট দলগুলি। তবে শুধু মাথার চোট নয়, সব ধরনের চোটেই পরিবর্ত ক্রিকেটার নামানোর নিয়ম চালু করা উচিত। ঋষভ পন্থের চোট নিয়ে আলোচনায় এমনই দাবি উসকে দিলেন সুনীল গাভাসকার, মাইকেল ভনরা।

প্রাক্তনদের মতে, অন্যান্য খেলার মতো খেলোয়াড় পরিবর্তনের নিয়ম চালু করা উচিত। বিশেষত, চোট পাওয়া ক্রিকেটারদের পরিবর্ত। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভনের কথায় সেই সুর। তিনি বলেছেন, 'ক্রিকেটেও পরিবর্ত খেলোয়াড় নিয়ম চালুর সময় এবার এসে গিয়েছে। চোট আঘাত খেলার অঙ্গ। যে কোনও সময় চোট লাগতে পারে ক্রিকেটারদের। সেক্ষেত্রে তো একটা দল ১০ জনে খেলবে, অপর দল ১১ জনে? আমার মতে আইসিসি-র এটা নিয়ে ভাবা উচিত এবার।'

চলতি সিরিজে কমেন্ট্রি বক্সের সতীর্থ ভনের যুক্তিকে সমর্থন জানিয়েছেন গাভাসকারও। কিংবদন্তি ব্যাটার জানান, সংগত দাবি। যে দাবির প্রতি তাঁরও পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আইসিসি-র উচিত অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করা। যাঁরা সবদিক দেখে আইসিসি-র কাছে সুপারিশ করবে।

গাভাসকার আরও যোগ করেছেন, 'বর্তমানে আইসিসি-র চেয়ারম্যান পদে জয় শা। ক্রিকেট কমিটির নেতৃত্বে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে নিয়মে রাতারাতি বদল আসলে ভারতের দিকে আঙুল উঠবে। প্রশ্ন উঠবে, ভারত সমস্যায় পড়েছে বলে নিয়ম বদলের ভাবনা। তাই নিরপেক্ষ আলাদা কমিটি গঠন করে পদক্ষেপ করা উচিত।'

পার্থিব প্যাটেল পরিবর্ত প্লেয়ারের দাবিকে সমর্থন জানিয়েও মনে করিয়ে দিলেন নিয়মের অপব্যবহারের কথা। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন, 'চলতি কনকাশন নিয়মে কিছু সমস্যা রয়েছে। অনেক দল যার ফায়দা নিচ্ছে। টি২০ ক্রিকেটে বিশেষত এই নিয়মের অপব্যবহার হচ্ছে। তবে হঠাৎ চোট পেলে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় বা দলের কিছু করার থাকে না। পরিবর্ত নিয়ম থাকা উচিত। অবশ্য তা যেন উইকেটকিপারের জায়গায় উইকেটকিপার, এভাবেই পরিবর্তন হয়।'

নাসের হুসেন যদিও উলটো পথে হাঁটলেন। যুক্তি, এই নিয়মের অপব্যবহার হবে। পরিবর্ত ক্রিকেটারের সুবিধা নিয়ে দলগুলি ম্যাচের রং বদলে দেবে। কনকাশনের মতো নিয়ম রাখা যেতে পারে। তবে অফস্পিনারের বদলে লেগস্পিনার, ব্যাটিং অলরাউন্ডারের বদলে বোলিং অলরাউন্ডার হলে হবে না। তাহলে কিন্তু বিতর্ক বাড়বে। জটিলতা তৈরি হবে। তাই কনকাশন নিয়ম ব্যতিরেকে পরিবর্তের পক্ষপাতী নন, পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছেন নাসের।

বাউন্ডারি মেরে অর্ধশতরান সম্পূর্ণ করলেন ঋষভ পন্থ।

সামিকে নিয়ে অন্ধকারে সিএবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাই : 'পুল' ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। ৫০ জন ক্রিকেটারের সেই পুলে প্রথম নামটাই মহম্মদ সামির। কিন্তু কোথায় তিনি?

বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা দ্রুত সামিকে বাংলার প্রাক মরশুম অনুশীলনে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও সামিকে অনুরোধ করেছেন বাংলার অনুশীলনে যোগ দেওয়ার। কিন্তু সামি নিয়ে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত সিএবি বা বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে কোনও খবর নেই। সামি কিন্তু সমাজমাধ্যমে সক্রিয় রয়েছেন। দিন দুয়েক আগে তিনি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। যেখানে দেখা গিয়েছিল, সামি নেটে ব্যাটিং অনুশীলনে ডুবে। তিনি নিয়মিত বোলিং শুরু করেছেন বলেও খবর। কিন্তু বাংলার অনুশীলনে কবে যোগ দেবেন সামি? আপাতত উত্তর নেই। শেষ ঘরোয়া মরশুমে চোট সারিয়ে ফেরার পর বাংলার জার্সি গায়ে বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলেছিলেন সামি। তিনি এবারও খেলবেন, এমন ভাবনা থেকেই প্রাক মরশুম পুলে রাখা হয়েছে সামিকে। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট সামিকে চেন্নাই ও পুদুচেরিতে আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সামিকে কবে পাওয়া যেতে পারে, সেই তথ্যই নেই কারও কাছে। আপাতত কলকাতার বাইরে অফিস ক্রিকেট লিগ খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকা বাংলার বোলিং কোচ শিবশংকর পালও সামিকে নিয়ে অন্ধকারে। সোজাকথায়, সামিকে নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে বাংলা ক্রিকেটের অন্দরে।

রান পেয়ে আত্মবিশ্বাসী সুদর্শন, সমর্থন অশ্বীনের

টুকরো টুকরো ক্রিকেটাররা জেতাবে না : সিধু

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৪ জুলাই : করুণ নায়ারের জায়গায় প্রত্যাবর্তন।

টিম ম্যানেজমেন্টের ভরসার মর্যাদা রাখলেন সুযোগ কাজে লাগিয়ে। প্রথম দিন মাঝের সেশনে পরপর উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া দলকে বি সাই সুদর্শন টানলেন ৬১ রানের দায়িত্বশীল ইনিংসে। খুশিটা ঝরে পড়ল প্রথম দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে।

হেডিংলেতে অভিষেকে ০ ও ৩০। পরের দুই টেস্টে বাদ। ম্যাঞ্চেস্টারে কেরিয়ারের চাকা ঘোরানোর প্রতিশ্রুতি। সাফল্য পেয়ে কৃতিত্বটা ভাগ করে নিলেন অধিনায়ক তথা বন্ধু শুভমান গিলের সঙ্গে। আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে ওপেন করেন দুজনে। বন্ধুত্ব, বোঝাপড়া সেখান থেকে।

> কৃতিত্ব প্রাপ্য সুদর্শনের। বাদ পড়ার পর ফিরে আসা। তার ওপর দল সিরিজে ১-২ পিছিয়ে। যে কোনও তরুণ ক্রিকেটারের জন্য মোটেই সহজ পরিস্থিতি নয়। আমার বিশ্বাস, তিন নম্বর পজিশনটা দ্রুত নিজের করে নেবে ও।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

চলতি সিরিজে যা কাজে লাগছে। দ্বিতীয় টেস্টে কেন বাদ, সুদর্শনের কাছে সেই কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন শুভমান। টিম কম্বিনেশন, পিচ পরিস্থিতি, দল কী চাইছে, তা পরিষ্কার করে দেন। প্রত্যাবর্তন ম্যাচে ৬১-র দৃষ্টিনন্দন ইনিংসের পর সে কথা সুদর্শনের মুখে।

সুদর্শনের কথায়, প্রথম ম্যাচের পর শুভমান তাঁর সঙ্গে একান্তে কথা বলেছিল। পরিষ্কার জানিয়ে দেন, পরবর্তী টেস্টে কেন দলে রাখা সম্ভব হবে না তাঁকে। কারণ হিসেবে, টিম কম্বিনেশন, পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে। বাদ পড়ে যাতে সতীর্থ হীনম্মন্যতায় না পড়ে। মানসিকভাবে যা সাহায্য করেছিল, দাবি সুদর্শনের।

এদিকে, সুদর্শনের ১৫১ বলের ইনিংসকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। বলেছেন, 'কৃতিত্ব প্রাপ্য সুদর্শনের। বাদ পড়ার পর ফিরে আসা। তার ওপর দল সিরিজে ১-২ পিছিয়ে। যে কোনও তরুণ ক্রিকেটারের জন্য মোটেই সহজ পরিস্থিতি নয়। আমার বিশ্বাস, তিন নম্বর পজিশনটা দ্রুত নিজের করে নেবে ও।'

সুদর্শনের মধ্যে রাহুল দ্রাবিড়, চেতেশ্বর পূজারার ছায়াও দেখছেন অশ্বীন। তাঁর দাবি, নির্ভরতার প্রতিশ্রুতি সুদর্শনের ব্যাটিংয়ে। বল ছাড়তে জানে। প্রতিটি রানের জন্য ঘাম ঝরায়। একটাই আক্ষেপ, আশা করেছিলেন তিন অঙ্কের স্কোর করে ফিরবেন তার পছন্দের ব্যাটার।

নভজ্যোৎ সিং সিধু আবার দল নির্বাচনেই ভুল দেখছেন। উসকে দিলেন পুরোনো 'টুকরো টুকরো ক্রিকেটার' বিতর্ক। দাবি, টেস্ট ক্রিকেটে সাফল্য পেতে হলে বিশেষজ্ঞ খেলোয়াড় দরকার। আধা ব্যাটার, আধা বোলার-এরকম ক্রিকেটার দিয়ে সাফল্য পাওয়া অসম্ভব।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সিধু বলেছেন, 'শার্দূল ঠাকুর যদি হাফ সেঞ্চুরিও করে, তা-ও বলব টুকরো টুকরো ক্রিকেটার দিয়ে টেস্ট চলে না। ওডিআই ক্রিকেটে সাফল্য আসতে পারে, কিন্তু টেস্টে বিশেষজ্ঞ খেলোয়াড় প্রয়োজন। শার্দূলের উপস্থিতিতে ব্যাটিং গভীরতা হয়তো বাড়বে, কিন্তু বোলিং কমজোরি হবে।'

রবীন্দ্র জাদেজার পারফরমেন্সেও হতাশ। সিধুর দাবি, প্রথম দুই টেস্টে উইকেটে ক্ষত তৈরি হয়েছিল। যদিও জাদেজা তা কাজে লাগাতে পারেনি। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং-সবমিলিয়ে জাদেজা কার্যকর ক্রিকেটার। কিন্তু ভারতীয় দলের দরকার উইকেট-টেকিং বোলার। ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে গিয়ে বোলিংয়ের সঙ্গে সমঝোতা করছেন গৌতম গম্ভীররা।

তিন নম্বরে নেমে ৬১ রানে দলকে ভরসা দেন বি সাই সুদর্শন।

সেপ্টেম্বরেই হতে পারে এশিয়া কাপ

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : বৈঠক হল। দীর্ঘসময় ধরে চলল। শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল সমাধানও।

আর সেই সমাধান ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য নিয়ে এসেছে সুখবর। সব ঠিকমতো চললে, এশিয়া কাপ হচ্ছেই। আগামী সেপ্টেম্বরেই সেই প্রতিযোগিতা হবে। সম্ভবত এশিয়া কাপ হবে দুবাইয়ে। বৃহস্পতিবার এশীয় ক্রিকেট সংস্থার বৈঠকের পর এমন তথ্য সামনে এসেছে।

শেষ কয়েকদিন ধরেই এশিয়া কাপ নিয়ে চলছিল অচলাবস্থা। প্রতিযোগিতার আয়োজক দেশ এবার ভারত। আর সেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এশীয় ক্রিকেট সংস্থার বৈঠক ঢাকায় হওয়ায় প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল। বিসিসিআইয়ের তরফে ঢাকার বৈঠকে ছিল না কোনও প্রতিনিধিও। জানা গিয়েছে, বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা আজ দুপুরের দিকে ভার্চুয়ালি ঢাকার বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। এশিয়া কাপ নিয়ে বোর্ডের ভাবনা ও অবস্থান তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তারপরই প্রতিযোগিতা আয়োজনের জট কেটেছে বলে খবর। বৈঠক শেষে সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে

ঢাকার বৈঠকে কাটল জট

রাজীব বলেছেন, 'এশিয়া কাপ নিয়ে আজ আলোচনা হয়েছে। সম্ভবত প্রতিযোগিতা হচ্ছে।' এশীয় ক্রিকেট সংস্থার একটি সূত্রের দাবি, সেপ্টেম্বরেই প্রতিযোগিতা হবে। ভারত এবারের প্রতিযোগিতার আয়োজক হলেও এশিয়া কাপ হবে দুবাইয়ে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বিসিসিআইয়ের তরফেই এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা হবে।

প্রতিযোগিতা আয়োজন নিয়ে জট কাটলেও প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের আসরে টিম ইন্ডিয়া খেলবে কিনা, সেই প্রশ্নের জবাব এখনও মেলেনি। বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, দুবাইয়ে এশিয়া কাপের আসরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়া খেলবে কিনা, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির অপেক্ষায় বোর্ড। সেই অনুমতি পাওয়ার পরই এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা হবে বলে খবর। উল্লেখ্য, অতীতের মতো এবারও এশিয়া কাপের আসরে ভারত-পাকিস্তান একই গ্রুপে থাকার কথা। ৫-২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দুবাইয়ে এশিয়া কাপ হওয়ার সম্ভাবনা।

শ্রীজেশ ইস্টবেঙ্গলের 'ভারত গৌরব'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাই : 'ভারত গৌরব' সম্মানে চমক ইস্টবেঙ্গলের।

রীতি মেনে ১ অগাস্ট সাড়ম্বরে পালিত হবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস। সকালে ক্লাবতাঁবুতে পতাকা উত্তোলন। বিকালে মূল অনুষ্ঠান কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলনকেন্দ্রে। ভারতীয় পুরুষ হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক পিআর শ্রীজেশকে এবার 'ভারত গৌরব' সম্মানের জন্য মনোনীত করেছে

ইস্টবেঙ্গল। জানা গিয়েছে, ১ অগাস্ট অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন তিনি। এছাড়া লাল-হলুদের বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন পুরুষ দল থেকে সৌভিক চক্রবর্তী এবং মহিলা দলের সৌম্যা গোগুলথ। সেরা উদীয়মান ফুটবলারের সম্মান পাবেন পিভি বিষ্ণু। 'প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মেমোরিয়াল' সম্মান পাচ্ছেন সঞ্জয় সেন ও ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের কোচ অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুস। 'প্রাইড অফ বেঙ্গল' সম্মান দেওয়া হচ্ছে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের সংগীতা বাসফোরকে।

এছাড়া এবার ইস্টবেঙ্গলের 'জীবনকৃতি সম্মান' পাবেন সত্যজিৎ মিত্র ও মিহির বসু। লাল-হলুদের বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন কনিষ্ক শেঠ। স্বপন বল মেমোরিয়াল 'সেরা সমর্থক' সম্মানে সম্মানিত করা হবে ননীগোপাল বণিককে। এছাড়া আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ড মাস্টার শ্রী আরণ্যক ঘোষকে প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ সম্মান জানানো হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

সিন্ধুকে হারিয়ে চমক উন্নতির

বেজিং, ২৪ জুলাই : চিন ওপেন ব্যাডমিন্টনে যাত্রা শেষ পিভি সিন্ধুর। ২১-১৬, ১৯-২১, ২১-১৩ পয়েন্টে তাঁকে হারিয়ে চমকে দিয়েছেন ১৭ বছরের উন্নতি হুড্ডা। পুরুষদের সিঙ্গলস থেকে বিদায় নিয়েছেন এইচএস প্রণয়। ২১-১৮, ১৫-২১, ৮-২১ পয়েন্টে তিনি পরাজিত হয়েছেন চাইনিজ তাইপেইয়ের চিয়াও তিয়েন-চেনের কাছে। তবে ডাবলসে শেষ আটে উঠেছেন সাত্ত্বিক সাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। ইন্দোনেশিয়ার মাউলানা-কারনাডোকে তাঁরা ২১-১৯, ২১-১৯ পয়েন্টে হারিয়েছেন।

মোহনবাগান সিনিয়ার দলের অনুশীলন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাই : বৃহস্পতিবার থেকে অনুশীলন শুরু করে দিল মোহনবাগান। প্রথমদিনেই অনুশীলনে যোগ দিলেন টেকচাম অভিষেক সিং।

এদিন অনুশীলনে বারোজন ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। সহকারী কোচ বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে হালকা গা ঘামালেন তারা। তবে অনুশীলনে ছিলেন না সাহাল আব্দুল সামাদ ও শুভাশীস বসু। ভারতীয় দলের শিবির থেকে চোট নিয়ে ফিরেছিলেন শুভাশিস। তাঁর চোট না সারায় অনুশীলনে যোগ দেননি এই ডিফেন্ডার। এদিন প্রায় সারাক্ষণ ফিজিক্যাল ট্রেনারের তত্ত্বাবধানে দৌড়লেন আশীস রাই।

প্রথম দিনের অনুশীলনে নজর ছিল নয়া ডিফেন্ডার অভিষেক টেকচামের দিকে। বৃহস্পতিবার অনুশীন শুরুর আগে তাঁর নাম সরকারীভাবে ঘোষণা করে মোহনবাগান। উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের আগেই অভিষেক টেকচামের যোগদানের খবর জানানো হয়েছিল।

ফিটনেস ট্রেনিংয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের টেকচাম অভিষেক সিং। ছবি : ডি মণ্ডল

বৃহস্পতিবার সিনিয়ার দলের অনুশীলন শেষে জুনিয়ার ফুটবলাররা ডার্বির প্রস্তুতি শুরু করেন। বিশাস কাইথ, অনিরুদ্ধ থাপা, মনবীর সিংকে দেখা গেল অনুশীলন শুরুর আগে জুনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলতে। ডার্বিতে তিন সিনিয়ার ফুটবলার কিয়ান নাসিরি, দীপেন্দু বিশ্বাস ও সুহেল আহমেদ ভাটকে রেখেই ছক কষছেন জুনিয়ার দলের কোচ ডেগি কার্ডোজো। কলকাতা লিগে লাল-হলুদ রক্ষণের দুর্বলতা চোখ এড়ায়নি বাগান কোচের। সেই কারণে এদিন আক্রমণে বাড়তি জোর দিতে দেখা গেল সবুজ-মেরুন শিবিরকে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ স্নিগ্ধা মজুমদার (টুম্পা), আজকে তোমার আগমন দিবস, ২৫-এ জুলাই ঈশ্বরের কৃপায় এই শুভময় দিন তোমার জীবনে ফিরে আসুক শত শতবার। তোমার শুভকামনায়-সুব্রত মজুমদার (স্বামী), আয়ুশ এবং আদিত্য মজুমদার (পুত্র), হরিদাশ মণ্ডল (পিতা), রিতা মণ্ডল (মাতা)। সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

ঋষভের লড়াইয়ে জল ঢালছেন বোলাররা

ভারত : ৩৫৮
ইংল্যান্ড : ২২৫/২
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৪ জুলাই : পায়ের পাতায় চিড় ধরেছে। পা ফুলে ঢোল। রক্তক্ষরণও হয়েছে। পা মাটিতে ফেলতে পারছেন না। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ফের মাঠে দেখা যাবে কিনা, তা নিয়ে ঘোর সংশয়। ঘুরপাক খাচ্ছে সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা। যদিও সবাইকে চমকে দিয়ে ভাঙা পা নিয়েই ব্যাট হাতে ঋষভ পন্থ!

ইনিংসের ১০২তম ওভার। শার্দূল ঠাকুরের লড়াকু ইনিংসে ইতি পড়ার পর ব্যাট-প্যাড পরে, ব্যাট হাতে মাঠে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি দিয়ে নামার ছবিটা মাঠের জায়েন্ট স্ক্রিনে ভেসে উঠতেই গোটা স্টেডিয়াম করতালিতে মুখরিত। ভারত-ইংল্যান্ড নির্বিশেষে দর্শকদের কুর্নিশ যোদ্ধা ঋষভকে।

ভাঙা চোয়াল, মাথায় জড়ানো ব্যান্ডেজ নিয়ে অনিল কুম্বলের বোলিংয়ের ছবি আইকনিক। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে হ্যামস্ট্রিংয়ের গ্রেড-২ চোট নিয়ে একপায়ে ঘণ্টা দুয়েক ক্রিজে কাটিয়ে ম্যাচ বাঁচিয়েছিলেন হনুমা বিহারি। সুনীল গাভাসকার শোনাচ্ছিলেন বিজয় মঞ্জরেকারের ভাঙা কবজি নিয়ে নিজের সবটুকু নিঙড়ে দেওয়ার কাহিনী।

ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের লড়াইয়ের তালিকায় যুক্ত হল ঋষভ-অধ্যায়। শার্দূল আউট হয়ে সাজঘরে ফেরার পথে ঋষভের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। চাপড়ে দিলেন পিঠ। ঠিকভাবে দাঁড়াতেই পারছেন না। সেখানে জোফ্রা আর্চারদের দেড়শো কিলোমিটার গতি বল সামলানো! রানের জন্য দৌড়! আসলে ঋষভ এই রকমই। গতকাল ডান পায়ে চোটের পর দৌড়োতে হয় হাসপাতালে।

আজ দলের স্বার্থে ঝুঁকি নিয়ে, যন্ত্রণা উপেক্ষা করে মাঠে। বেন স্টোকস, আর্চারদের দ্রুতগতির বলে ঠিকঠাক পা যাচ্ছিল না। কিন্তু তাতে কী? লড়াইটা তো বুকচিতিয়ে করতে হয়। ৩৭ রান থেকে শুরু করেন। ভাঙা পা নিয়ে আরও ২৭ বল খেললেন। আর্চারকে ছক্কা হাঁকিয়ে চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিলেন। শেষপর্যন্ত আর্চারের দুরন্ত বলে ইতি ঋষভ-কাহিনীতে (৫৪)।

আউটের আবেদন নাকচ হওয়ার পর হতাশ মহম্মদ সিরাজ। ম্যাঞ্চেস্টারে।

ফেরার আগে গড়লেন একাধিক নজির। পকেটে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বাধিক রানে রোহিত শর্মাকে (২৭১৬ রান) পিছনে ফেলে ভারতীয় রেকর্ড। ৪৩ টেস্টেই স্পর্শ করেন টেস্টে বীরেন্দ্র শেহবাগের সর্বাধিক ছক্কার (১০৩ ম্যাচে ৯০টি) নজিরও। গড়লেন ইংল্যান্ডের মাটিতে এক টেস্ট সিরিজে উইকেটকিপারদের মধ্যে সর্বাধিক রানের রেকর্ডও পরিসংখ্যান ছাপিয়ে দলের জন্য জীবনপণ করা লড়াই।

পাঁচ শিকার স্টোকসের

ব্যাট হাতে লড়লেন শার্দূল (৪১), সুন্দরও (২৭)। উলটো ছবি অংশুল কম্বোজের (৩ বলে ০) ক্ষেত্রে। শেষপর্যন্ত বেন স্টোকস (৭২/৫), জোফ্রা আর্চারের (৭৫/৩) দাপটের সামনে ৩৫৮-এ গুটিয়ে যায় ভারত। দিনের বাকি সময়ে ঋষভের যুদ্ধ, শার্দূলদের প্রচেষ্টায় জল ঢেলে বাজবলের দাপট।

ভারতের ৩৫৮-র জবাবে শুরুটা আক্রমণাত্মক মেজাজে করেন ইংল্যান্ডের ওপেনাররা। জসপ্রীত বুমরাহদের নতুন বলে প্রত্যাঘাতের অঙ্ক গুলিয়ে দিয়ে তারা ৩২ ওভারে ১৬৬ রানের জুটি গড়েন। জ্যাক ক্রলিকে ৮৪ রানে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন রবীন্দ্র জাদেজা। কয়েক ওভার পর অংশুলের প্রথম শিকার হয়ে সাজঘরে ফেরেন বেন ডাকেট (৯৪)। দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের স্কোর ৪৬ ওভারে ২২৫/২। ক্রিজে ওলি পোপ (২০) ও জো রুট (১১)।

দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই অশনিসংকেত ভারতীয় শিবিরে। গতকালের ২৬৪/৪ স্কোরের সঙ্গে ২ রান যোগ করে সাজঘরে জাদেজা (২০)। আর্চারের বল কানায় লাগিয়ে বসেন। ডানদিকে ঝাঁপিয়ে হ্যারি ব্রুক নীচু ক্যাচ তালুবন্দি করেন।

ক্রিজে শার্দূল, ওয়াশিংটন সুন্দর। প্রথম দিনের শেষবেলায় ভরসা জুগিয়েছিলেন শার্দূল। আজ দ্বিতীয় নতুন বলের সামনে তা জারি। ওয়াশিংটনের ব্যাটিংয়ে অপরদিকে আগাগোড়া টেস্ট সুলভ মানসিকতার প্রতিফলন। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্রিসবেনে যুগলবন্দিতে জয়ের ভিত গড়েন শার্দূল-সুন্দর। ম্যাঞ্চেস্টারেও সেই সম্ভাবনা উসকে দিচ্ছিলেন। চাপের মুখে ৪৮ রানের জুটি। কিন্তু ফের স্টোকস-জাদু। শার্দূলের জমাটি ইনিংসে ইতি টানার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন ডাকেটও। গালিতে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে দুরন্ত ক্যাচ। ৮৮ বলে ৪১। ৫টি বাউন্ডারি। শার্দূলের চেষ্টা, টিকে থাকার পুরস্কার। সেই তাগিদ, দায়িত্বের টানে ভাঙা পা নিয়ে এরপর মাঠে ঋষভ। পা লক্ষ্য করে স্টোকস-আর্চারদের ইয়র্কারও ধেয়ে এল। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল ঋষভের চোখমুখও। লাঞ্চে ৩২১/৬। ক্রিজে ঋষভ-সুন্দর।

চারশো পারের আশায় বুক বাঁধছে ভারতীয় শিবির। ভাঙা পা নিয়ে গুটিগুটি পায়ে এগোচ্ছিলেন ঋষভ। কিন্তু স্টোকসের বলে সুন্দরের পুল ক্রিস ওকসের হাতে জমা পড়তেই ধস। ৩৩৭/৬ থেকে ৩৫৮ রানে গুটিয়ে যায় ভারত। একই ওভারে সুন্দর, কম্বোজকে ফিরিয়ে পাঁচ শিকার পকেটে পোরেন স্টোকস।

দিনের সেরা বলে ঋষভকে ফেরান আর্চার। লর্ডস টেস্টের পুনরাবৃত্তি। ঢুকে আসা বলে ছিটকে যায় উইকেট। আক্ষেপ নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফেরা। আবারও দাঁড়িয়ে কুর্নিশ গোটা মাঠের।

প্রোটিয়াদের ওডিআই দলে প্রিটোরিয়াস

জোহানেসবার্গ, ২৪ জুলাই : সামনের মাসে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার অস্ট্রেলিয়া সফর। ৩টি টি২০ ও সমসংখ্যক ওডিআই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করল প্রোটিয়ারা। প্রত্যাশামতোই দলে ফিরেছেন আইডেন মার্করাম ও টেম্বা বাভুমা।

প্রথমবার একদিনের দলে ডাক পেলেন ১৯ বছরের লুহান-ড্রে প্রিটোরিয়াস। এর আগে প্রিটোরিয়াস কনিষ্ঠতম হিসেবে টেস্টে ১৫০ করেছিলেন। এছাড়াও প্রথমবার টি২০ দলে জায়গা পেলেন অফস্পিনার প্রিনিলান সুব্রায়েন। তিনি ছাড়াও দলে রয়েছেন আরও তিন অফস্পিনার- জর্জ লিন্ডে, সেনুরান মুথুস্বামী ও নাকাবা পিটার। অন্যদিকে, ২০২৩ সালের পর প্রথমবার ওডিআই দলে ফিরেছেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ সুকরি কনরাড বলেছেন, 'সামনের বছরের টি২০ বিশ্বকাপ ও ২০২৭ সালে ঘরের মাঠে একদিনের বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই আমাদের প্রতিটি সিরিজে নামতে হবে। অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিটি কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়তে হবে। চ্যালেঞ্জ নিতে আমরা প্রস্তুত।'

ফিরলেন মার্করাম, বাভুমা

টি২০ দল ঃ আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), করবিন বশ, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, নান্দ্রে বার্জার, জর্জ লিন্ডে, কোয়েনা মাফাকা, সেনুরান মুথুস্বামী, লুঙ্গি এনগিডি, নাকাবা পিটার, লুহান-ড্রে প্রিটোরিয়াস, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবস, প্রিনেলান সুব্রায়েন ও রাসি ভ্যান ডার ডুসেন

ওডিআই দল ঃ টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), করবিন বশ, ম্যাথু ব্রিৎজকে, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, নান্দ্রে বার্জার, টনি ডি জর্জি, আইডেন মার্করাম, সেনুরান মুথুস্বামী, কেশব মহারাজ, উইয়ান মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিডি, লুহান-ড্রে প্রিটোরিয়াস, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবস ও প্রিনেলান সুব্রায়েন।

আলিপুরদুয়ারের ৪ সিএবি ট্রায়ালে

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য দল গঠনের ট্রায়াল ইডেন গার্ডেন্সে হবে শুক্রবার। ট্রায়ালে সুযোগ পেয়েছে আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির শিখা শীল, স্নেহা সাহা ও সুমি সাহা। বৃহস্পতিবার তারা রওনা হয়েছে। পাশাপাশি, প্লেয়ার্স ইলেভেন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সংগীতা বাসফোর ওই ট্রায়ালে অংশ নিতে ইতিমধ্যে কলকাতা পৌঁছে গিয়েছে।

সেপ্টেম্বরেই হতে পারে এশিয়া কাপ

- খবর এগারোর পাতায়

৮ গেম জিতে খেতাবি লড়াইয়ে হাম্পি

দাবা বিশ্বকাপে অল ইন্ডিয়ান ফাইনাল

বাতুমি, ২৪ জুলাই : মহিলাদের দাবা বিশ্বকাপে বুধবার দিব্যা দেশমুখ ফাইনালে উঠে সিনিয়ার সতীর্থের জন্য মঞ্চ গড়ে দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার চিনের তিংজেই লেইয়ের বিরুদ্ধে ৮ গেমের টাইব্রেকার জিতে দিব্যার সঙ্গে অল ইন্ডিয়ান ফাইনাল সেট করে ফেললেন কোনেরু হাম্পি। দাবা বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথমবার দুই ভারতীয় খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি হবেন।

দিব্যার মতো অবশ্য সহজ জয় আসেনি ৩৮ বছরের গ্র্যান্ডমাস্টার কোনেরুর। সেমিফাইনালে জোড়া

ক্ল্যাসিকাল গেম ড্র হওয়ায় এদিন টাইব্রেকারে নেমেছিলেন কোনেরু ও লেই। টাই ভাঙার খেলাতেও র‍্যাপিডের প্রথম দুই গেম ড্র থাকায় স্কোর দাঁড়ায় ২-২। তৃতীয় র‍্যাপিড গেমের শেষদিকে হাম্পি ভুল করায় ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যান লেই।

এখান থেকেই সাদা ঘুঁটি নিয়ে প্রত্যাবর্তন শুরু কোনেরুর। র‍্যাপিডের চতুর্থ গেম জিতে স্কোরলাইন ৩-৩ করেন তিনি। এরপর আসল 'খেল' দেখান কোনেরু। ব্লিৎজের প্রথম গেমে উত্তেজক লড়াইয়ে জয় পান ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। ৪-৩ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর পিছনে তাকাননি কোনেরু। কালো ঘুঁটি নিয়ে খেললেও ৫-৩ ব্যবধানে টাইব্রেকারে জিতে ফাইনালে পা রাখেন তিনি।

খালিদেই আস্থা টেকনিকাল কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাই : কোচ হিসাবে ফিরিয়ে আনার জন্য ওয়েন কোয়েলের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে জামশেদপুর এফসি।

খবরটা আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন বলে মনে হলেও এর গুরুত্ব এক লাফে বেড়ে গিয়েছে বুধবার ভারতীয় জাতীয় দলের কোচ নিয়োগের বাছাই

তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর। খালিদ জামিল আবেদন করার পর তিনিই যে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের শীর্ষ কর্তা থেকে টেকনিকাল কমিটি, সকলেরই প্রথম পছন্দ একথা আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়। তাঁর কথাই একমাত্র ভাবা হচ্ছে, এই নিশ্চয়তা পাওয়ার পরই সম্ভবত আবেদন করেন তিনি। তাই খালিদের পরিবর্ত হিসাবে জামশেদপুরের ভাবনায় ঢুকে পড়েছেন কোয়েল। বাছাই তালিকায় তিনিই একমাত্র ভারতীয়। বাকি দুইজনের মধ্যে স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন ভারতের জাতীয় দলে তৃতীয়বারের জন্য কাজ করতে আগ্রহী। তবে স্লোভাকিয়ান স্টেফান তারকোভিচ অবশ্য একেবারেই নতুন মুখ। তিনি আপাতত কিরগিজস্তানের হেড কোচ হিসাবে কাজ করছেন। ফলে তিনি নিশ্চিতভাবেই বাড়তি অর্থ দাবি করবেন। ফলে তাঁর সম্ভাবনা খুবই কম। স্টিফেনকেও চাইছেন না টেকনিকাল কমিটির সদস্যরা। শুধুমাত্র সুব্রত পালই তাঁর হয়ে সওয়াল করেছেন। এমনকি দুই পরামর্শদাতা বিনল ঘোষ ও আর্মান্দো কোলাসোও খালিদের পক্ষে। আর তাঁর হাতেই সম্ভবত দায়িত্ব তুলে দিতে চলেছে এআইএফএফ কার্যনির্বাহী কমিটি।

খালিদকে হেড কোচ নিয়োগ করা হলে সুখবিন্দার সিংয়ের পর তিনিই প্রথম ভারতীয় কোচ হিসাবে পূর্ণ দায়িত্ব পাবেন। মাঝে সেভিও মেডেইরা ও কোলাসো অন্তর্বর্তী কোচ হলেও পূর্ণ দায়িত্ব পাননি।

বার্সেলোনার জার্সি হাতে মার্কাস র‍্যাশফোর্ড।

র‍্যাশফোর্ডের নতুন 'পরিবার' বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২৪ জুলাই : মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের বেড়ে ওঠা ম্যাঞ্চেস্টারে। শৈশব থেকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সমর্থক। পেশাদারি ফুটবলের শুরুটাও সেখানেই। সেই র‍্যাশফোর্ড এবার বার্সেলোনায়।

গ্যারি লিনেকারের পর দ্বিতীয় ইংলিশ ফুটবলার হিসাবে বার্সায় যোগ দিলেন র‍্যাশফোর্ড। বুধবার নিজেদের ফুটবলার হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করল বার্সা। আপাতত এক মরশুমের লোন চুক্তিতে বার্সেলোনায় যোগ দিলেন র‍্যাশফোর্ড। পারফরমেন্স ভালো হলে তাঁর সঙ্গে আগামী বছর স্থায়ী চুক্তিও করতে পারে বার্সা।

রুবেন অ্যামোরিম লাল ম্যাঞ্চেস্টারের দায়িত্ব নিতেই দলে ব্রাত্য ছিলেন র‍্যাশফোর্ড। শীতকালীন দলবদলের সময় লোনে অ্যাস্টন ভিলায় যোগ দেন। মরশুম শেষ হতেই জানা যায়, ইউনাইটেড ছাড়ছেন তিনি। বার্সেলোনায় যোগ দিয়ে র‍্যাশফোর্ড বলেছেন, 'এটা এমন একটা ক্লাব যেখানে স্বপ্নপূরণ হয়। এই ক্লাব বেছে নেওয়ার সেটাই অন্যতম কারণ। এই জায়গাটা আমার পরিবারের মতোই। বার্সেলোনায় খেলার জন্য মুখিয়ে আছি।' ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রতি কোনও ক্ষোভ নেই র‍্যাশফোর্ডের। তিনি বলেছেন, 'ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড শুধু ক্লাব নয়, আমার কেরিয়ার, জীবনেরও অংশ। ভবিষ্যতের জন্য ওদের শুভেচ্ছা।'

সুপার লিগ শুরু আজ

তুফানগঞ্জ, ২৪ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগের সুপার লিগ পর্যায়ের খেলা শুক্রবার শুরু হবে। সংস্থার সচিব চানমোহন সাহা জানিয়েছেন, সংস্থার মাঠে প্রথম ম্যাচ খেলবে যুবশ্রী সংঘ রসিকবিল ও ধলপল সিনিয়ার ফুটবল একাদশ। সুপার লিগের বাকি দুই দল হল কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ ও চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।

বিপিনের পারফরমেন্সে আশা ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাই : প্রথম ম্যাচেই ফাইভস্টার পারফরমেন্স! তবু যেন আশা-আশঙ্কার দোলায় দুলছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা।

গত পাঁচ বছর, কোনও সময়েই শেষটা ভালো হয়নি ইস্টবেঙ্গলের। তাই শুরুটা দুর্দান্ত করেও যেন সেভাবে আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের। সকলেরই এখন প্রার্থনা, এই রকমই যেন যায় গোটা বছরটা। কাকতালীয়ভাবে গত মরশুমেরও প্রথম ম্যাচে গোল পেয়েছেন সাউল ক্রেসপো এবং দল জিতেছিল ৩-১ গোলে। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনায়ে শিলংয়ে গিয়ে শিলং লাংজয়ের কাছে সেই দৌড় থেমে থেমে যায়। এরপরের গল্পটা ব্যর্থতার। আইএসএলে শুরুতেই ৬ ম্যাচে টানা হেরে মুখ থুবড়ে পড়ার পর আর উঠে দাঁড়াতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল। ঠিক সেই জায়গা থেকেই এবার সমর্থকদের মতোই সাবধানী কোচ অস্কার ব্রুজোঁও। তাই সাউথ ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে বুধবার পাঁচ গোলে জিতেও উচ্ছ্বসিত দেখায় না তাঁকে।

বৃহস্পতিবার লাল-হলুদ জার্সি গায়ে প্রথম মাঠে নামলেন মহম্মদ রশিদ, বিপিন সিং ও মার্তন্ড রায়না। এঁদের মধ্যে বিপিন এসেই তাঁর জাত চিনিয়েছেন। তিন নম্বর গোলটা করলেন সবথেকে দুরূহ কোণ থেকে।

আর নিজের সহজাত বাঁ পা নয় ডান পায়ে। ফলে দিনের সেরা গোল ওটাই। অস্কারও বললেন, 'বিপিন ওর চেনা ছন্দ দেখিয়েছে প্রতিটা মুভমেন্টে। ওকে আমি ডান ও বাঁ দুই দিকেই ব্যবহার করতে পারব। আসলে ও ঠিক কোথা দিয়ে পৌঁছে যাবে, আগে থেকে কেউ বুঝতেই পারে না। ফলে আপফ্রন্টে বাড়তি শক্তি যোগ হল আমাদের। গত মরশুমে এটাই আমাদের বারবার সমস্যায় ফেলেছে।' বিপিন, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ও মাঝমাঠে জিকসন সিং নামতেই লাল-হলুদ আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়ে। গত মরশুমে গোলমুখে ব্যর্থতাই ডুবিয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। যা মেনে নিয়েছেন অস্কারও। এবার কি সমস্যা মিটল, প্রশ্ন করতে তাঁর ব্যাখ্যা, 'আমরা ২৭টা শট নিয়েছি। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট, ক্রস, সুযোগ তৈরি, ওয়ান-টু খেলা, সেকেন্ড বল ঠিকঠাক ধরা, সবই মোটামুটি সঠিকভাবে করতে পেরেছি আমরা। কিন্তু শেষ ১৫ মিনিটে তিন গোল করা ছাড়া আমরা গোলের সংখ্যা বাড়াতে পারিনি। আমি মনে করি, প্রথমার্ধে আমরা যত সুযোগ পেয়েছি, তার থেকে আরও বেশি গোল করা উচিত ছিল আমাদের।'

অনেক প্রাপ্তির মধ্যে দুশ্চিন্তা বাড়াল পিভি বিষ্ণুর চোট। সপ্তাহ দুয়েক লাগবে বলে দল সূত্রে খবর। অর্থাৎ আসন্ন কলকাতা ডার্বি তো বটেই ডুরান্ডে নামধারি এফসি-র বিপক্ষেও সম্ভবত নেই তিনি।

বিতর্ক এড়াতে ডার্বিতে ভিনরাজ্যের রেফারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাই : বিতর্কহীন ডার্বি আয়োজনের চেষ্টায় ত্রুটি রাখছে না আইএফএ।

শনিবার কলকাতা ফুটবল লিগে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট মহারণ। দর্শক স্বাচ্ছন্দ্য, সাজসজ্জা এসব তো রয়েছেই। মাঠের ভিতরেও বিতর্ক এড়াতে বড় ম্যাচর জন্য রেফারি নিয়ে আসা হচ্ছে ভিনরাজ্য থেকে। শুধু বাঁশিমুখেই থাকবেন অন্য রাজ্য থেকে রেফারি। কিন্তু এতবড় ম্যাচে একেবারে কলকাতার রেফারিদের বাদ দিতেও চাইছে না আইএফএ। তাই দুই লাইন্সম্যান ও চতুর্থ রেফারি থাকবেন ক্যালকাটা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশন (সিআরএ) থেকেই। মাঠের বাইরের আয়োজনেও তৎপরতা চোখে পড়ল। এমনিতে সাজানো-গোছানো শহর কল্যাণী। শহরটার মতো সেখানে ডার্বি আয়োজনেও সুপরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট। প্রচারের জন্য গোটা শহর মুড়ে ফেলা হচ্ছে লাল-হলুদ আর সবুজ-মেরুন পতাকায়। সপ্তাহখানেক আগেও এই কল্যাণীতেই বড় ম্যাচ আয়োজনে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো। শেষপর্যন্ত তা তৈরির জন্য ইস্ট-মোহন ম্যাচ এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়। আর মাঝের এই সময়টা কতটা কাজে দিয়েছে স্টেডিয়াম চত্বরে পা রাখলেই তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

নিরাপত্তার জন্য টিন দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে স্টেডিয়ামের আশপাশ। বসানো হয়েছে অস্থায়ী গেট। প্রতিটি গেটে তো বটেই, নজরদারির জন্য মোট ৩৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা থাকছে। বাড়ানো হয়েছে গ্যালারির রেলিং। মূল রাস্তা থেকে গ্যালারি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। রাস্তার ধারে বসছে বাঁশের ব্যারিকেড। ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করে গিয়েছেন কল্যাণী পুলিশের আধিকারিকরা। পরিকাঠামোয় তারা সন্তুষ্ট। স্টেডিয়ামের আশপাশে নিরাপত্তা তো থাকছেই, সঙ্গে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ম্যাচের দিন দুপুর থেকে শহরে টহল দেবে পুলিশ।

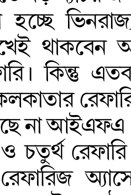

এদিকে স্টেডিয়াম চত্বরে 'ফ্যান পার্ক' তৈরির অনুমতি মেলেনি। তবে তারই আদলে স্টেডিয়াম লাগোয়া বীর সিধো-কানহো উদ্যানে মোহনবাগান সমর্থকদের জন্য ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু উদ্যানে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য অবহনযোগ্য সামগ্রী রাখার জায়গা তৈরি করা হয়েছে। গ্যালারির পাশে তৈরি হয়েছে দর্শকদের মেডিকেল সেন্টার। স্টেডিয়াম চত্বরে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সমর্থক ও ভিআইপি মিলিয়ে আলাদা আলাদা জায়গায় প্রায় তিনশো গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকছে। বৃহস্পতিবার বিকেলের পরও দেখা গেল অল্প কিছু কাজ বাকি। শুক্রবার দুপুরের মধ্যে তা শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের তরফে। মাঠের অবস্থাও বেশ ভালো। মোহনবাগান-কালীঘাট এমএস ম্যাচের পর কল্যাণীর ওই মাঠে কোনও খেলা হয়নি। ফলে পরিচর্যার জন্য অনেকটাই সময় পাওয়া গিয়েছে। স্টেডিয়ামের চেয়ারম্যান নীলিমেশ রায়চৌধুরী আশাবাদী, 'ডার্বি আয়োজনে সফলভাবেই উত্তীর্ণ হবে কল্যাণী।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা আনন্দ দাস - কে 05.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91A 05716 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি একটি অবিশ্বাস্য অনুভূতি, কে ভেবেছিল যে অল্প পরিমাণ অর্থ খরচের বিনিময়ে অবিশ্বাস্য কিছু হতে পারে। অবশেষে আমি এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছি এবং আমার পরিবারের যত্ন খুব ভালোভাবে নিতে পারবো। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে চির কৃতজ্ঞতা জানাই এমন একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বড় জয় মার্শালের

মালদা, ২৪ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার মার্শাল স্পোর্টিং ৭-০ গোলে পাবনাপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। মুন্সি সোরেন ও ম্যাচের সেরা সোলিয়াম সোরেন জোড়া গোল করেন। মার্শালের বাকি গোলগুলি জয়ন্ত টুডু, অমল মার্ডি ও সাহেব হেমব্রমের।

অন্য ম্যাচে মালদোপাড়া শান্তি সংঘ ২-০ গোলে সেন্ট ভিয়ানি এফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। শ্যামল সোরেন ও ম্যাচের সেরা রাজীব মার্ডি গোল করেন।

ম্যাচের সেরা সোলিয়াম সোরেন। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মহেশের চার গোল

রায়গঞ্জ, ২৪ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি রায়গঞ্জ আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব ৫-০ গোলে রায়গঞ্জ অ্যাকর্ডকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা মহেশ টুডু হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করেন। অন্য গোলটি শিশু পাহানের। শুক্রবার খেলবে ফ্রেন্ডস অফ দিশা ও বেণুভারতী ফুটবল কোচিং দল।

ম্যাচের সেরা হয়ে মহেশ টুডু। ছবি : রাহুল দেব

জলপাইগুড়ির নেতৃত্বে প্রেম

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুলাই : বাংলা বধির ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং হান্ডিক্যাপড ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় রাজ্য শ্রবণ প্রতিবন্ধী ফুটবল রবিবার শুরু হবে। প্রতিযোগিতার জন্য জলপাইগুড়ি জেলা দল বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হল। জেলা ডেফ ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী শাশ্বতী গুহরায় ঘোষিত দলের অধিনায়ক প্রেম শা। দলের বাকিরা হলেন দিলীপ শা (গোলকিপার), সেলিম মহম্মদ, মাধব দাস, দীপক শৈব, রাকেশ সরকার, সুজয় সরকার, তাপস বর্মন, নিশ্চয় গুরুং, নিমা সঙ্গয় শেরপা, শুভজিৎ বিশ্বাস, সুব্রত রাজবংশী, মনোজ চৌধুরী ও কৃষ্ণ টুডু। স্ট্যান্ডবাই অনুপ রায়। ম্যানেজার অভিষেক বসু। শাশ্বতী বলেছেন, 'জলপাইগুড়ি গতবারের প্রতিযোগিতায় রানার্স হয়েছিল। আশা করি দল এবার চ্যাম্পিয়ন হবে।'

জয়ী সংগ্রাম সংঘ

জামালদহ, ২৪ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার অশোকবাড়ি সংগ্রাম সংঘ ১-০ গোলে জামালদহ লাল স্কুল স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। অশোকবাড়ির গোল করেন সৌরভ বর্মন। ম্যাচের সেরা চয়নকুমার বর্মন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে চয়নকুমার বর্মন। - প্রতাপকুমার ঝা